উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 3 December 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 194 APD

STABILITY TRUST GROWTH

## সাবধান হোন

ছদ্মবেশ ধারণকারী/পার্সেল-কেন্দ্রিক জালিয়াতি থেকে!

**সাইবার অপরাধীদের** থেকে-আসা অডিও / ভিডিও কলস্-এর ব্যাপারে সাবধান থাকবেন - যারা নিজেদের আরবিআই / ব্যাঙ্কসমূহ / সরকারি এজেন্সিসমূহ / ক্যুরিয়র কোম্পানীগুলির পদস্থ কর্মচারী ব'লে পরিচয় দিয়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার **ভয় দেখায়** কিম্বা **অবিলম্বে টাকা ট্রান্সফার করার জন্যে চাপ দেয়,** নইলে আপনার অ্যাকাউন্ট অথবা ডেবিট / ক্রেডিট কার্ড **ফ্রীজ্ বা ব্লক করার** হুমকি দিতে থাকে।

### কী করবেন না

- **আতঙ্কিত হবেন না** - তাহলে কিন্তু প্রতারকদের ফাঁদে পড়তে পারেন
- **শেয়ার করবেন না** - যেকোনো ব্যক্তিগত / আর্থিক তথ্য কাউকে জানাবেন না
- **ক্লিক্ করবেন না** - পেমেন্ট করার জন্যে কোনো অচেনা-অজানা লিঙ্কে ক্লিক্ করবেন না

### কী করবেন

- **সবসময়ে যাচিয়ে নেবেন** কল্‌কারী ব্যক্তি / টাকা-চাওয়া অনুরোধের যথার্থতা
- **অবিলম্বে রিপোর্ট করবেন** cybercrime.gov.in-এ, নয়তো সাহায্যের জন্যে 1930 নম্বরে ফোন করবেন

আরো জানতে হ'লে, এখানে দেখুন - https://rbikehtahai.rbi.org.in/fraud

মতামতের জন্যে, এখানে লিখে জানান - rbikehtahai@rbi.org.in

জনস্বার্থে প্রচার করছে

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

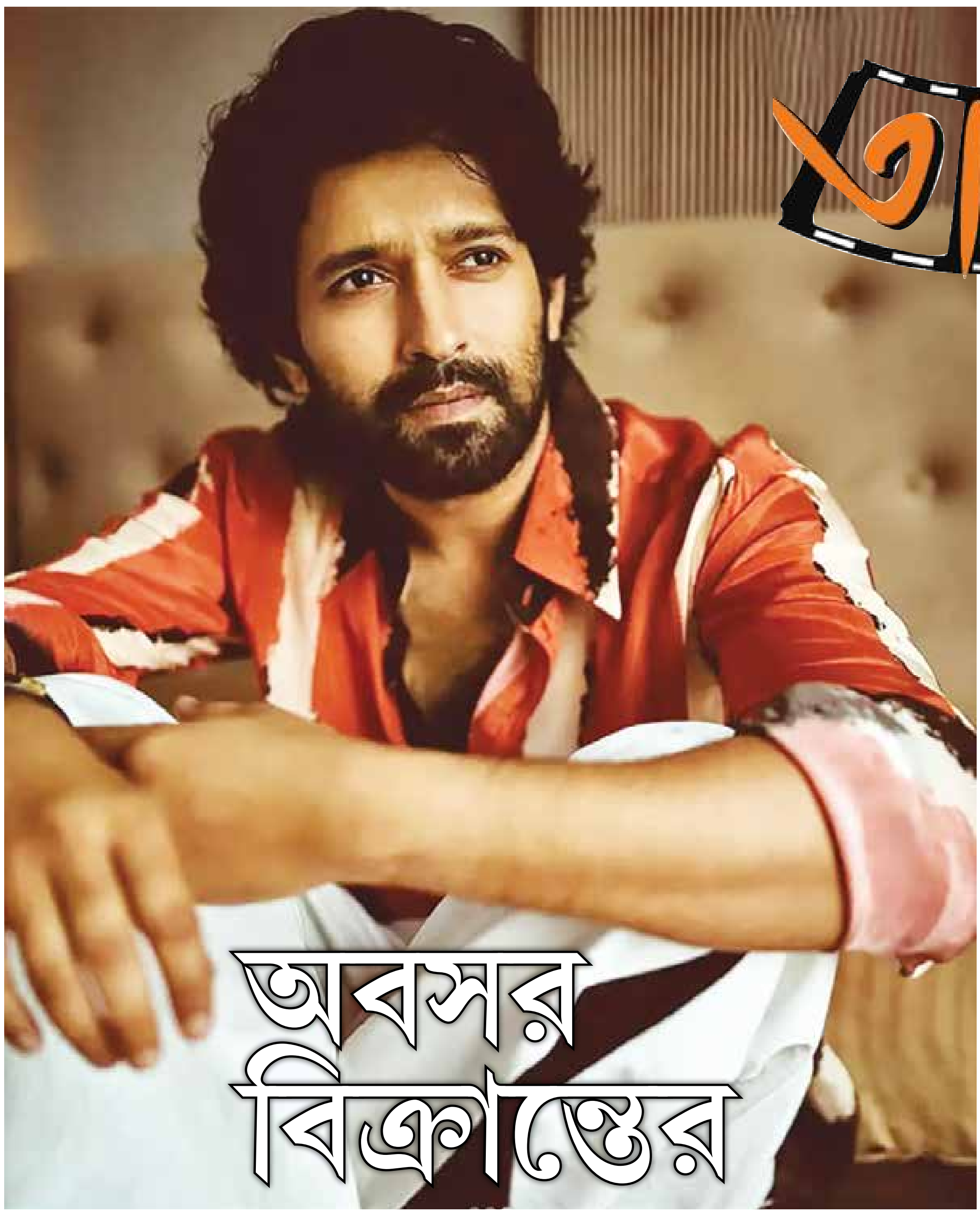

# অবসর বিক্রান্তের

অভিনেতা বিক্রান্ত মাসে অবসর নিলেন অভিনয় থেকে। এখন তাঁর বয়স ৩৭। সোমবার সকালে ইন্সটাগ্রামে জানিয়েছেন, 'গত কয়েক বছর আমার কেরিয়ারের সময়টা অবিস্মরণীয় ছিল। আমি তঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যাঁরা আমার পাশে থেকেছেন। এই সময়ে যখন সামনের দিকে তাকাচ্ছি, উপলব্ধি করছি নিজেকে ভিতর থেকে দেখা দরকার এবং বাড়ি ফেরা দরকার—একজন স্বামী, বাবা, ছেলে এবং একজন অভিনেতা হিসেবে। আগামী বছর আমাদের শেষবারের মতো দেখা হবে—যতক্ষণ না সময় আবার অন্য কিছু পরিকল্পনা করে। শেষ ২টি ছবি এবং অন্য অনেক ছবির স্মৃতি মনে রয়ে গেল।'

বিক্রান্তের সিদ্ধান্তে নেটমহল দ্বিধাবিভক্ত। এই সময়ের তিনি একজন শক্তিশালী অভিনেতা। তাঁর ১২ ফেল ও দ্য সবরমতী রিপোর্ট বক্স অফিসে সাড়া ফেলেছে, দর্শক এবং বিভিন্ন মহলে প্রশংসা পেয়েছে। এই সময়ে, এত কম বয়সে এই সিদ্ধান্ত অনেকে মানতে পারছেন না। কেউ বলেছেন, কিছুদিনের মধ্যে উনি রাজনীতিতে যোগ দেবেন এবং সেটা খুব ভুলই হবে। এক বছরের মধ্যেই লোক ওকে ভুলে যাবে। কেউ বলেছেন, এটাই ভালো হল। এবার বাড়ির লোকের সঙ্গেই থাকুন। অনেকেই ভাবছেন এটা একটা পাবলিসিটি স্টান্ট, জল মেপে নিচ্ছেন, দর্শকদের মনের ভাব এবং তার জন্য তৈরি হওয়া বাজারের হালহকিকত, যাতে পরের ছবিগুলোর সময় তাঁর অঙ্ক কষতে সুবিধা হয়। দ্য সবরমতী রিপোর্ট ছবির প্রচারের সময় তিনি বলেছিলেন, এ দেশে মুসলমানরা ভালো আছেন। এরপর তাঁকে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের লোক বলে তকমা দেওয়া হয় এবং তাঁর প্রাণহানির হুমকি দেওয়া হয়। তাতেই কি ছবির জগৎ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিলেন কি?

# সিনেমালয়ে জীবন্ত ভানু

**শুধু দর্শক নয়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রকন্যারাও স্বীকার করেছেন, 'বাবা-ই যেন পর্দায় হেঁটেচলে বেড়াচ্ছেন'। রসিক ভানুর রসে মজে বাঙালি দর্শক। সৌজন্যে পরিচালক কৃষ্ণেন্দু, প্রযোজক সুমন। পর্দায় শাশ্বতর রঙ্গ-তামাশা উসকে দেয় ছলকে যাওয়া স্মৃতিকে। রসেবশে শবরী চক্রবর্তী**

বাঙালি বেশ ভুলে যেতে পারে। ঘটনা, মানুষ, কীর্তি... আবার বড় সহজে নস্ট্যালজিকও হয়। তারপর কত কবিতা, সিনেমা... তবে নস্ট্যালজিয়ায় ভেসে চা-কফি ধ্বংস করা ছাড়াও পুরনোর গৌরবকে মনে করিয়ে তার প্রতি আজকের প্রজন্মকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলার গুরুদায়িত্বও অনেকে নেন। পরিচালক ডা. কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজক সুমন কুমার দাস– এই অনেকের মধ্যে দুজন। বাংলা সিনেমার অত্যাশ্চর্য অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিরকালীন ম্যাজিককে কেন্দ্র করে 'যমালয়ে জীবন্ত ভানু' ছবির নির্মাণ।

কিন্তু ভানু কেন? তাঁর যমালয়ে জীবন্ত মানুষ ছবিটা নিয়েই বা এই এক্সপেরিমেন্ট কেন? এ ছবি প্রাসঙ্গিক? উত্তরে কৃষ্ণেন্দু বলেন, 'নায়ক, পরিচালক সবাইকে নিয়েই ছবি হয়েছে, কিন্তু কমেডিয়ানকে নিয়ে হয়নি। অতীতে বাংলা ছবিতে ভানুবাবু, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তীরা স্তম্ভ ছিলেন। ওঁদের মধ্যে ভানুবাবু অসম্ভব জনপ্রিয়। নায়ক হতে পারতেন, হননি। তাঁকে শুধু কমেডিয়ান বলে আমি মনে করি না। এজন্যই তাঁকে নিয়ে ছবি।'

এই ছবি ভানু-র বায়োপিক নয়, প্রি-ক্যুয়েল বা সিক্যুয়েল নয়। অনেক জায়গায় এই ছবিকে ভানুবাবুর বায়োপিক বলা হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। এখানে যমালয়ে ভানু এখনও জীবিত। সেখান থেকেই বর্তমান বাংলা, সেখানকার বিনোদন এবং মানুষদের দেখবেন। ভানুবাবুর মিস প্রিয়ংবদা, আশিতে আসিও না, সাড়ে চুয়াত্তর ছবির প্রসঙ্গও এই ছবিতে আছে, তবে নাম একটু বদলে গিয়েছে, যেমন মিস প্রিয়ংবদা হয়েছে মিস প্রিয়াংকা।

সাধারণত কমেডিয়ানদের রিলিফ হিসেবে দেখা হয়। তাতে আপত্তি এই পরিচালকের। তাঁর মতে, 'ছবিতে ভানুবাবু সব কমেডিয়ানদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। কমেডি খুব শক্ত, কিন্তু তার কোনও মর্যাদা নেই। কমেডির ভিতর ভানুবাবুদের যে শক্তিশালী অভিনয়টা থাকত, তাকেই তুলে ধরেছি। এই ছবির আর একটি কারণ, যারা ভানুবাবুর অভিনয় দেখেছেন, তাঁরা নস্ট্যালজিক হবেন, যাঁরা দেখেননি, তাঁরা দেখবেন। এর সঙ্গে পুরনো ছবি যাতে আরও বেশি করে আজকের প্রজন্ম দেখে তার জন্যও এই ছবি।'

প্রযোজক সুমন কুমার দাস বাংলা সিনেমার চলতি হাওয়ার বিরুদ্ধে গিয়ে এই ছবিতে টাকা ঢেলেছেন। শুধুমাত্র ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিরকালীন ম্যাজিকে ডুবে। আর একটা কারণ অবশ্য আছে। ফোটোশুটে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে 'ভানু'র সাজে দেখে তিনি অবাক। আরে, এ তো একদম ভানু! ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে ছবি করার সিদ্ধান্ত তখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তারপর ছবির গল্প, চিত্রনাট্য, ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যবহার এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভানুকে প্রাসঙ্গিক করে তোলার কাজ—সব মিলিয়ে 'যমালয়ে জীবন্ত ভানু'। ইতিমধ্যে ছবি মুক্তি পেয়েছে। দর্শক পছন্দ করেছেন এবং ছবি চলছে। এ প্রসঙ্গে সুমন বলেছেন, 'ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতাকে আজকের ছেলেমেয়েদের কাছে তুলে ধরা দরকার। আমরা সেই পুরনো বাংলা ছবি করেছি, যাতে আবেগ, হাসি, কান্না, সব আছে। ইদানিং বাংলা ছবি সেভাবে দর্শক টানতে পারছিল না। তার মধ্যে বহুরূপী, যমালয়ে জীবন্ত ভানু দর্শক নিয়েছে। এরকম ছবির চাহিদা আছে। সবথেকে বড় কথা, মানুষ হাসতে চায়। এই ছবি মানুষকে হাসিয়েছে।'

পর্দায় ভানু সাজার গুরুদায়িত্ব সামলেছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। ছোটবেলা থেকে ভানুজেঠুকে দেখে বড় হয়েছেন, ফলে মানুষটা তাঁর চেনা। তবু, পর্দায় ভানু হয়ে ওঠা বড় কঠিন কাজ। তবে তিনি তো চ্যালেঞ্জ নিতে পারদর্শী, নিতেও চান এবং অভিনেতার পথে যত পাথর ছড়ানো থাকে, ততই ভালো। শাশ্বতর 'ভানু' দর্শকের ভালো লেগেছে, যেভাবে 'মেঘে ঢাকা তারা'য় তাঁর ঋত্বিক ঘটককে ও 'অচেনা উত্তম'-এ উত্তম কুমারকে ভালো লেগেছিল। 'মাসিমা মালপো খামু'-র মতো প্রবাদপ্রতিম সংলাপ দিয়ে এই ছবির শুটিং শুরু করেছিলেন শাশ্বত। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বারবার বলেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে ওঠার গল্প। তাঁর কথায়, 'ভানুজেঠুর ছেলে গৌতমদাকেই প্রথমে চরিত্রটা করতে বলেছিলাম। তিনি তো আমি অভিনয় কী করে করব... বলে লজ্জা পেয়ে একশা। জেঠুর দুই ছেলে, এক মেয়ে সবাই বলেছে আমি যেন ভানুজেঠু সাজি। পর্দায় আমাকে দেখে ওঁরা বলেছেন, কোনও কোনও দৃশ্যে মনে হচ্ছিল বাবা-ই যেন চলে এসেছে। ব্যস, বুঝে গেলাম, আমি পেরেছি।'

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দর্শকরাও তাইই বলছেন। যাঁরা নবীন, তাঁরা নতুন এক অভিনয়ের ধাঁচ দেখছেন, স্বাদ নিচ্ছেন সেই বাংলা ছবির যার কথা তাঁরা হয়তো এতকাল শুনে এসেছেন।

অনেকদিন পর বাঙালি আবার স্মৃতির পথে হাঁটছে, ভানু নস্ট্যালজিয়ায় বিভোর হয়ে—

সৌজন্যে যমালয়ে জীবন্ত ভানু।

# চুপ বচ্চন

অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাইয়ের বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে জল্পনা চলছেই। স্বামী-স্ত্রী এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি, নীরবতা বজায় রেখেছেন। এর মধ্যে অমিতাভ বচ্চন তাঁর এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে লিখেছেন, 'চুপ।' তারপর রাগি মুখের ইমোজি দিয়েছেন। আর কোনও কথা লেখেননি। এই নিয়ে নেটমহলে আলোচনা শুরু। কেউ লিখেছেন, এর মানে কী? কেউ লিখেছেন, এই একটি কথা দিয়ে দিয়ে সব কথা বুঝিয়ে দেওয়া যায়। এর আগে অমিতাভ একটি লম্বা পোস্ট করে লিখেছিলেন, নিজের সততা আর বিশ্বাসের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সাহস লাগে, আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনও কথা বলি না কারণ এটা আমার নিজের জগৎ, তার গোপনীয়তা রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। অনুমান অনুমানই, যে কেউ তা করতে পারে।

# আজও অমিতাভে মগ্ন রেখা

তার মানে এখনও? এখনও তিনি মিস্টার বচ্চনকে চোখে হারান? নাকি হারিয়েই ফেলেছেন পুরোপুরি? কৌন বনেগা ক্রোড়পতি-র প্রতিটা সংলাপ তাঁর মুখস্থ। এ কি নিছকই এক গেম শো-র টানে? নাকি নেপথ্যে অন্য কিছু আছে?

সম্প্রতি দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো-তে হাজির হয়ে নিজের জীবন ও কেরিয়ার নিয়ে নানা কথা ভাগ করে নেন রেখা। একটি বিভাগে কপিল কেবিসিতে অতিথি হিসেবে যখন গিয়েছিলেন সেই সময়ের কথা ভাগ করে নেন। কপিল বলেন, 'আমরা যখন বচ্চন সাহেবের সঙ্গে কৌন বনেগা ক্রোড়পতি খেলছিলাম, তখন আমার মা সামনের সারিতে বসেছিলেন।' কপিল এরপর অমিতাভকে নকল করেন। কপিল বলেন, 'তিনি আমার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'দেবীজি, কেয়া খা কে প্যায়দা কিয়া (ওঁকে জন্ম দেওয়ার আগে আপনি কী খেয়েছিলেন)? কপিল কিছু বলার আগেই রেখা থামিয়ে দিয়ে কপিলের মায়ের বলা কথাটি বলেন, 'ডাল-রুটি।' কপিল সেটাই বলতে যাচ্ছিলেন। রেখা হেসে কপিলকে বললেন, 'মুঝসে পুছিয়ে না, এক এক ডায়লগ ইয়াদ হ্যায়।' না, এরপর অমিতাভের উত্তরটা আর শোনা হয়নি অবশ্য

রবিবার নিউ ইয়র্কে ষষ্ঠ বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করলেন প্রিয়াংকা চোপড়া জোনাস ও নিক জোনাস। দুজনেই ছিলেন কালো পোশাকে। পিগি পরেছিলেন কালো লেদার জ্যাকেট, কালো বুটস। নিক চিরাচরিত ক্যাজুয়াল প্যান্ট, কালো জ্যাকেট পরেছিলেন। দুজনকেই ফোটোগ্রাফাররা লেন্সবন্দি করেছেন দারুণ আনন্দে।

# সারার অর্জুনে লক্ষ্যভেদ

সারা তাহলে আর সিঙ্গল নন? রাজস্থানে তাঁর মনের মানুষের সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছেন? বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল যে, অর্জুন প্রতাপ বাজওয়ার সঙ্গে নাকি চুপিচুপি মন দেওয়া নেওয়া সেরে ফেলেছেন সইফ কন্যা সারা। এবার সেই জল্পনার আগুনে ঘি পড়ল! দুজনে একই সময় রাজস্থান থেকে শেয়ার করলেন ছুটি কাটানোর ছবি। আর সেটা দেখেই দুইয়ে দুইয়ে চার করছে নেটপাড়া।

সারা আলি খান সম্প্রতি রাজস্থানের যেখানে আছেন সেখানকার একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেছেন। কখনও সেই জায়গার সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন ছবিতে, কখনও আবার হোটেলের স্টাফদের সঙ্গে ছবি তুলেছেন। কখনও স্নানের পর স্নান পোশাকে গরম পানীয়তে চুমুক দিচ্ছেন। বাদ দেননি ডেজার্ট সাফারির ছবি পোস্ট করতে।

# একনজরে সেরা ৫

## সানির শো বাতিল

হায়দরাবাদের জুবিলি হিলসের এক নাইট ক্লাবে শনিবার সন্ধেয় সানি লিওনির শো ছিল। অনুরাগীরা অপেক্ষা করছিলেন। সানিও তাড়াতাড়িই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যান। হঠাৎ পুলিশ জানায়, শো হবে না। আয়োজকরা এই কথা চেপে গিয়ে নাইটক্লাবের বাইরের স্ক্রিনে জানিয়ে দিলেন, সানির 'অসুস্থতার মিথ্যে' খবর। সানি অবশ্য এই নিয়ে কিছু বলেননি।

## গান নিয়ে তর্জা

মুম্বাইয়ে ডুয়া লিপা তাঁর শো-এ নিজের গান লেভিটেটিং-এর সঙ্গে শাহরুখ খানের উয়ো লড়কি যো সবসে অলগ হ্যায় গেয়েছেন। এরপর শাহরুখের জয়গান হচ্ছে, কিন্তু গানের গায়ক অভিজিৎ ভট্টাচার্যর নাম কোথাও করা হয়নি বলে ক্ষুব্ধ গায়ক বলেছেন, ডুয়া লিপাকে চিনি না। আমাদের দেশেই গায়কের নাম না দিয়ে তাঁকে অপমান করা হয়।

## বনবাস-এর ট্রেলার

নানা পাটেকর, উৎকর্ষ শর্মা অভিনীত বনবাস (ভনভাস)-এর ট্রেলার প্রকাশিত হল। ছবিতে নানা বয়স্ক এক মানুষ, বেনারসে গিয়েছেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। সেখানে তিনি একা থেকে যান, ছেলেমেয়েরা তাঁকে রেখেই চলে আসে। এই অবস্থায় তিনি কী করলেন, তাই নিয়েই এই ছবি। পরিচালক অনিল শর্মা।

## শো স্টার্টার মৌনী

হায়দরাবাদে একটি উচুঁ মানের ব্র্যান্ড লঞ্চের অনুষ্ঠানে মৌনী রায় ছিলেন শো-এর একেবারে প্রথমে, শো স্টার্টার। সোনালি পোশাকে তাঁর উপস্থিতি ও প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ফ্যাশন ও লাক্সারির এক দারুণ ফিউসন তৈরি করেছিল। শো শেষ করেন দক্ষিণী অভিনেতা অল্লু অর্জুন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবা আজাদ, শিবানী ডান্ডেকর প্রমুখ।

## থ্রিলারে আলিয়া

দীনেশ ভিজানের একটি সুপার ন্যাচারাল ও সাইকোলজিকাল থ্রিলারে দেখা যাবে আলিয়া ভাটকে। এখন তিনি লাভ অ্যান্ড ওয়ার ছবি করছেন। সব ঠিক থাকলে এরপর তিনি দীনেশের ছবি শুরু করবেন। এখন ছবির চিত্রনাট্য লেখা চলছে এবং ২০২৫-এর শুরুতে তা শেষ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ছবির সম্ভাব্য নাম চামুণ্ডা।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 3 December 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 194 APD

দেখা হল, কথা হল না মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের

আটের পাতায়

বাংলাদেশকে ভাতে মারার হুমকি শুভেন্দুর

আটের পাতায়

# ওপারে শান্তিসেনা পাঠানোর প্রস্তাব

অস্থির বাংলাদেশ

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও এএইচ ঋদ্ধিমান**

**কলকাতা ও ঢাকা, ২ ডিসেম্বর :** বাংলাদেশের উত্তাপ ছড়াচ্ছে ভারতেও। পশ্চিমবঙ্গের পেট্রাপোল সীমান্তে হিন্দু সংগঠনগুলি সভা করেছে। বিজেপির পতাকা না থাকলেও সেই সভায় ভাষণ দেন শুভেন্দু অধিকারী। ত্রিপুরার আগরতলায় আবার বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনে হামলা হয় সোমবার। ভাঙচুরের পাশাপাশি বাংলাদেশের পতাকা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। হামলায় অভিযোগের তির একটি হিন্দু সংগঠনের দিকে।

পরিস্থিতি ঘোরালো হতে থাকায় বাংলাদেশে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিসেনা পাঠানোর প্রস্তাব দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার বিধানসভার অধিবেশনে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলাদেশে শান্তিরক্ষাবাহিনী পাঠাতে রাষ্ট্রসংঘের কাছে আবেদন করুক কেন্দ্র। আমি প্রস্তাব দিলাম। এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দিন। প্রধানমন্ত্রীর কূটনৈতিক সমস্যা থাকলে বিদেশমন্ত্রী বিবৃতি দিন।'

সোমবার রাত পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই প্রস্তাব সম্পর্কে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে তড়িঘড়ি বিবৃতি এসেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে। বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন ঢাকায় বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তিনি কেন এই বক্তব্য দিলেন, বুঝতে পারছি না।' তিনি পরোক্ষে মমতাকে সতর্ক করে বলেন, 'আমি মনে করি, এই বক্তব্য তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ভালো নয়। ৫ অগাস্টের পর থেকে দুই দেশের সম্পর্কে সমস্যা চলছে।'

যদিও পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বক্তব্য, 'আমরা স্বাভাবিক সুসম্পর্ক চাই। এই সম্পর্কে অন্তরের চেয়ে স্বার্থই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দুই দেশের সম্পর্ক স্বার্থের মধ্যে দিয়ে দেখতে হবে। ভারতের স্বার্থ কী, সেটা তারা বলতে পারবে।' ভারত সরকার নীরব থাকলেও মমতার মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় শাসকদলের পশ্চিমবঙ্গের নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

পেট্রাপোলে এক জনসভায় তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে হিন্দুরা আক্রান্ত হওয়ায় বিশ্বজুড়ে সনাতনীরা রাস্তায় নেমেছেন। ওঁর (মমতার) দলের হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক জনরোষ তৈরি হচ্ছে। এখন তিনি প্রধানমন্ত্রীর দিকে দায়িত্ব ঠেলছেন। দায়িত্ব ওঁকেও নিতে হবে।' পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, 'যখন বাংলাদেশে কোটা বিরোধী আন্দোলন চলছিল, এরপর পাঁচের পাতায়

## মমতার মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ঢাকার

*পেট্রাপোল সীমান্তে সনাতনী হিন্দুদের প্রতিবাদ সভা। সোমবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল*

# মহাসড়কে বাধাই ভবিতব্য

## শতাধিক দোকান ভাঙা পড়ার আশঙ্কা

**প্রণব সূত্রধর**

**আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর :** ঠিকাদার সংস্থা বদলালেও পরিস্থিতি কিন্তু বদলায়নি। মহাসড়কের কাজ করতে গিয়ে পদে পদে বাধা পেতে হচ্ছে। রবিবারের পর সোমবারেও কার্যত একই পরিস্থিতি ছিল চাপরেরপার মৌজায়। এদিনও খাসজমিতে নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে বাধার মুখ পড়তে হলে মহাসড়কের ঠিকাদারি সংস্থার কর্মীদের। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, এমন বাধার মুখে কর্মীদের প্রতিদিনই পড়তে হবে। কারণ যেখানে কাজ শুরু হয়েছে, সেখানে প্রায় ২০০ মিটার দীর্ঘ রাস্তার দু'পাশে সরকারি জায়গায় শতাধিক দোকান রয়েছে। রাস্তার কাজে অধিকাংশই ভাঙা পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর ভাঙতে গেলেই বাধা আসবে।

এদিন কী হয়েছে? পদ্মেরপার এলাকায় একটি বাড়ি ভাঙতে যান সংস্থার কর্মীরা। বাধা দেন বছর ষাটের পুষ্প মোহন্ত। তিনি তখন বাড়ির সামনে বসে সুপারি কাটছিলেন। হঠাৎ সামনে আর্থমুভার দেখে ঘাবড়ে যান। লোকজন ডাকতে বাড়ি ছেড়ে বাইরে যান পুষ্প। এসে দেখেন, বাড়ির সামনের বেড়া ভেঙে ফেলা হয়েছে। খেপে যান তিনি। ক্ষিপ্ত পুষ্প বলেন, 'এক-দু'দিন নয়। এখানে আমরা কয়েক দশক ধরে বসবাস করি। হঠাৎ করে লোকজন ভাঙতে চলে এল। এভাবে বাড়ি ভেঙে ফেললে আমরা যাব কোথায়? ওদের কিছু বললেও তো শুনছে না। আমাদের থাকার উপযুক্ত জায়গা দেওয়া হোক।'

রবিবার চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাপরেরপার মৌজায় একটি বাড়ি ভাঙতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল ঠিকাদার সংস্থার কর্মীদের। সেখানে চিরতি দাস নামে এক মহিলার বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়। সেই পরিবারের অন্যত্র আরও একটি বাড়ি রয়েছে। তাই আর্থমুভার বাড়ি ভেঙে দিলেও শীতের রাতে তাঁদের আর খোলা আকাশের নীচে কাটাতে হয়নি। চিরতির বাড়ি ভাঙতে গিয়েও কিন্তু সমস্যায় পড়তে হয়েছিল ঠিকাদার সংস্থার কর্মীদের। স্থানীয়রা বলছেন, এমন বাধা প্রতি পদে আসবে।

ওই এলাকার মধ্যে চেকো মোড়েই দোকানপাটের সংখ্যা বেশি। ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের রাস্তাটি সলসলাবাড়ি থেকে ভেলুরডাবরি ও চেকো মোড় হয়ে চেকো নদীর উপর দিয়ে চ্যাংপাড়া দিয়ে যাবে। রাস্তা বানাতে গেলে চেকো মোড় সংলগ্ন পঞ্চাশটির বেশি দোকান ভাঙা পড়বে। এছাড়া সংলগ্ন এলাকায় আরও অনেক অস্থায়ী দোকানপাট, নির্মাণ রয়েছে। রাস্তার কাজ পুরোদমে চললে সেইসব উচ্ছেদ করতে হবে। শতাধিক পরিবারের জীবন-জীবিকা প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়বে।

লোকদেখানো কাজ করে তাদের অন্যত্র সরানোর চেষ্টা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। ফলে মহাসড়কের জমি নিয়ে সমস্যা সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। এর আগে পুরোনো ঠিকাদার সংস্থাকেও বারবার বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল। নতুন ঠিকাদার সংস্থার লোকজনকেও একই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এবার সলসলাবাড়ি থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত ৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়কের কাজ কবে শেষ হবে, তা ভাবাচ্ছে।

এবিষয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কোনও আধিকারিকের

*এসব দোকানই ভাঙা পড়ার কথা।*

> প্রতিদিন সকাল হলেই কোনও না কোনও বাড়ি বা ঘর ভাঙার খবর সামনে আসছে। প্রশাসন এদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা না করে জোর করে নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে।
>
> **রানা পাল**
> সম্পাদক, আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক ব্যবসায়ী সংগ্রাম কমিটি

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক ব্যবসায়ী সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক রানা পাল বলেন, 'প্রতিদিন সকাল হলেই কোনও না কোনও বাড়ি বা ঘর ভাঙার খবর সামনে আসছে। প্রশাসন এদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা না করে জোর করে নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এতে সাধারণ মানুষ অসহায় হয়ে পড়ছেন।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, ইতিপূর্বে প্রশাসন পুনর্বাসনের আশ্বাস দিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি।

মন্তব্য জানা যায়নি। আর আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিডিও নিমা শেরিং শেরপাকে একাধিকবার ফোন করেও পাওয়া যায়নি।

স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, নতুন ঠিকাদার সংস্থা দিন ছাড়া রাতেও কাজ করে। দিনে বাড়িঘর ভাঙার অভিযোগ উঠলেও রাতে কিন্তু তা করা হয় না। দুই বছর আগেও চ্যাংপাড়া এলাকায় এক কৃষকের পাকা ধানের খেতের উপর দিয়ে আর্থমুভার চালানো হয়েছিল। মাঠের পাকা ধান রক্ষা করতে সেবার মাঠেই বসে পড়েছিলেন কৃষকের পরিবার। এবার অবশ্য পূর্ত দপ্তরের জমির উপর বসতি রয়েছে এমন জায়গাতে ভাঙার কাজ করতে চাইছেন তাঁরা। বিশেষ করে ভেলুরডাবরি থেকে চেকো মোড় পর্যন্ত দোকানপাট ছাড়াও ছয়টি বাড়ি রয়েছে। বাড়ি ভাঙলে সেসব পরিবারের লোকজন সমস্যায় পড়বেন।

**আন্দোলনের ফাঁসে মহাসড়ক**

চারের পাতায়

কথায় কথায়

## বিশ্বাসে মিলায় গদি তর্কে বহুদূর

**আশিস ঘোষ**

দাদা, অঙ্ক কী কঠিন! যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ করেও সেসব যুক্তি দিয়ে মেলাতে বিস্তর মাথা চুলকোতে হয়। তাতেও কি ছাই মেলে! ধরুন, বিকেল পাঁচটায় ভোট নেওয়া বন্ধ হওয়ার সময় যা ভোট পড়েছে, রাত সাড়ে এগারোটায় সেই সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল। পরদিন সকালে আরও বাড়ল।

অঙ্কের এই ধাঁধা জলবৎ তরলং নয়। পুরোনো অঙ্ক নতুন করে সামনে এল মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটের পর। নির্বাচন কমিশনের হিসেবে সে রাজ্যে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৫৮.২২ শতাংশ। রাত সাড়ে এগারোটায় সেই হার দাঁড়াল ৬৫.০২। পরের দিন বেড়ে হল ৬৬.০৫। একেবারে ৭.৮৬ পার্সেন্ট বৃদ্ধি। গোদা হিসেবে ৭৬ লক্ষ ভোটের ফারাক।

যুক্তিটা হল, পাঁচটায় যখন বুথের ঝাঁপ পড়ে, তখন ভোটকেন্দ্রে ঢোকার দরজা বন্ধ করে দিতে হয়। তখন ভোটের লাইনে দাঁড়ানো ভোটারদের হাতে ধরাতে হয় নম্বর লেখা স্লিপ। একদম শেষের লোকটির হাতে যাবে এক নম্বর লেখা স্লিপ। বুথের একদম সামনের লোকটির হাতে দেওয়া হবে শেষ নম্বরের স্লিপ। পাঁচটা পর্যন্ত ভোট কত পড়ল, বিভিন্ন দলের এজেন্টদের হিসেব মিলিয়ে পোলিং অফিসারকে হিসেব লিখে রাখতে হয়।

নির্বাচন কমিশন জানাচ্ছে, এজন্য চূড়ান্ত ভোটের হার জানাতে দেরি হয়। হিসেবটাও পালটে যায়। তা বলে এই কয় ঘণ্টায় এত ভোট! তবে কি সারাদিন একটাও ভোট পড়েনি? কংগ্রেস বলছে, অত ভোটের জন্য যে লম্বা লাইন থাকার কথা, তা ছিল না। সে যাই হোক, তা বলে ফারাক হবে ৭৬ লক্ষের? আরও আশ্চর্যের, একইসঙ্গে ভোট হয়েছিল ঝাড়খণ্ডের বিধানসভার। সেখানে ভোট হয়েছিল দুই পর্বে। সেখানে এক পর্বে ভোট বেড়েছে ২ এবং পরের পর্বে ১ পার্সেন্ট। সে রাজ্যে বিকেল পাঁচটায় ভোটের পার্সেন্ট ছিল ৬৪.৮৬। রাত সাড়ে এগারোটায় বেড়ে হয়েছিল ৬৬.৪৮।

এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? কোন লজিকে? অঙ্ক সত্যিই বেশ কঠিন। এই প্রথম নয়। এ বছরই হয়েছে লোকসভার ভোট। সেখানেও প্রথম আর শেষ ফলের মধ্যে ফারাক ছিল সাড়ে ৫ লক্ষের। ইভিএমে রেকর্ড হওয়া এবং গোনা কিংবা না-গোনা ভোটের পার্থক্য ওটা। গণতান্ত্রিক অধিকারের নজরদার এডিআর জানাচ্ছে, ৩৬২টি কেন্দ্রে ইভিএমে রেকর্ড হওয়ার পরেও সাড়ে পাঁচ লাখ ভোট গোনা হয়নি। আবার ১৭৬টি কেন্দ্রে ইভিএমে রেকর্ড হওয়া ভোটের থেকে ৩৫ হাজার বেশি ভোট গোনা হয়েছে।

বিকেল পাঁচটায় ভোটের প্রাথমিক হিসেব থেকে সাড়ে এগারোটার চূড়ান্ত হিসেব পর্যন্ত সময় সাড়ে ছয় ঘণ্টা। এই সময়ের মধ্যে ঝাড়খণ্ডে বাড়তি ভোট পড়েছে ২ লাখ ২৯ হাজার। ১.৬২ পার্সেন্ট। সেখানে মহারাষ্ট্রে বাড়তি ভোট ৭.৮৬ পার্সেন্ট! আরেকটা হিসেব কষা যাক। ধরা যাক, মহারাষ্ট্রে বিকেল পাঁচটায় ভোট শেষ হওয়ার এরপর পাঁচের পাতায়

# আমিই শেষকথা দলে, বার্তা নেত্রীর

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২ ডিসেম্বর :** 'আমরা' বলে কিছু নেই তৃণমূলে। 'আমিই সব'- স্পষ্ট বার্তা খোদ দলনেত্রীর। তিনি যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ আর কারও কথায় তৃণমূল চলবে না। দিনকয়েক আগে দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকের নির্যাসে ইঙ্গিত ছিলই। সোমবার নিজের মুখে তা আরও পরিষ্কার করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূল নেত্রীর কথায়, 'অনেকে অনেক কথা বলছে। কে কী বলছে, ভাবার দরকার নেই। এখনও আমি আছি। শেষ সিদ্ধান্ত আমিই নেব।' মাত্র কয়েকদিন আগে দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছিল, তিনি 'আমি নয়, আমরায়' বিশ্বাস করেন। দল পরিচালনায় 'টিমওয়ার্কে'র প্রসঙ্গ ছিল তাঁর কথায়। মমতা কিন্তু কার্যত 'আমরা'র তত্ত্ব খারিজ করে দিলেন।

সদ্য উপনির্বাচনে জয়ী দলের ৬ বিধায়কের শপথগ্রহণের পর সোমবার বিধানসভায় সমস্ত বিধায়ক ও মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। সেখানেই বুঝিয়ে দেন, নির্দেশ না শুনলে 'আজ যে রাজা, কাল সে ফকির' হয়ে যেতে পারে। তৃণমূল নেত্রী ওই বৈঠকে বলেন, 'আজ কেউ মন্ত্রী, কাল বিধায়ক। দলের বাইরে কিছু বলার দরকার নেই। শৃঙ্খলা মানতে হবে সবাইকে। না মানলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অভিষেকের বিরুদ্ধে সওয়াল করে ইতিমধ্যে বিধায়ক হুমায়ুন কবীর দলে শোকজের মুখে পড়েছেন। মমতার মন্তব্যে সেই পরিপ্রেক্ষিতই উঠে এল বলে মনে করা হচ্ছে। বৈঠকে তাঁর রোষানলে পড়েন অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীও। সম্প্রতি তিনি একটি সভায় মন্তব্য করেছিলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নিয়েছেন। আর এক মাস। বহু হনুমান-জাম্বুবানের লেজ কাটা যাবে।' নারায়ণের এক্তিয়ার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। ধমকের সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তোমাকে আর এদিক-ওদিক যেতে হবে না। নিজের এলাকায় নজর দাও।' মনে করা হচ্ছে, এভাবেও বার্তা দেওয়া হল অভিষেককে। দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সংগঠনে যে ব্যাপক রদবদলের প্রস্তাব দিয়েছিলেন অভিষেক, তা কার্যত ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন মমতা। সোমবার এল আরও কড়া বার্তা।

অভিষেকের কট্টর বিরোধী বলে পরিচিত হুগলির সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ক'দিন আগে আরজি কর মেডিকেল কলেজের ঘটনায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী যেন তাতে সিলমোহর দিলেন। তিনি বলেন, 'ছাত্র ও যুব সংগঠন আমি নতুন করে সাজাব। ওদের কাজকর্ম ঠিক হচ্ছে না।' এতদিন ছাত্র ও যুব সংগঠন অভিষেকই দেখাশোনা করতেন। এখন মমতা বোঝালেন, দলে তাঁর সমান্তরাল কেউ নেই।

বিধায়কদের মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে বরানগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা শোনা যায় তাঁর মুখে। তিনি বিধায়কদের উদ্দেশে বলেন, 'ছাব্বিশের প্রস্তুতি এখন থেকে শুরু করে দিন। বিধানসভায় বিধায়করা ঠিক সময়ে আসছেন না। প্রথমার্ধে অনেক বিধায়ক থাকছেন না। এটা চলবে না। কোনও কোনও দিন দেখা যাচ্ছে, এত কম সংখ্যক বিধায়ক থাকছেন যে, বিজেপি অনাস্থা প্রস্তাব আনলে সরকারই পড়ে যাবে। এই জিনিস চলতে পারে না।'

বিধায়কদের বিধানসভায় আরও বেশি সংখ্যায় প্রশ্ন করার পরামর্শ দিলেও তিনি সতর্ক করে দেন এই বলে যে, 'অনেকে প্রশ্ন করেন না। আবার অনেকে এমন এমন প্রশ্ন করেন, যাতে সরকার বিব্রত হয়। প্রশ্ন করার আগে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলুন। জরুরি প্রয়োজনে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন।'

# ভুয়ো নথি দিয়ে চাকরি এসএসবি-তে

**অসীম দত্ত**

**আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর :** ভুয়ো নথি দেখিয়ে এসএসবি-তে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ উঠল আলিপুরদুয়ার শহরের এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুমন সাহা বর্তমানে কনস্টেবল পদে কর্মরত। অভিযোগ, জন্মের শংসাপত্রের জাল নথি দাখিল করে তিনি কাজে যোগদান করেছেন। ওই এসএসবি কর্মীর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, কাজে যোগদানের সময় তিনি জাল স্কুল সার্টিফিকেটও দাখিল করেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে।

**কী ঘটেছে**

- আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা সুমন সাহা
- তিনি বর্তমানে এসএসবি-তে মাথাভাঙ্গায় কর্মরত
- তাঁর বিরুদ্ধে ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র দাখিলের অভিযোগ উঠেছে
- এব্যাপারে বিভাগীয় তদন্তও শুরু হয়েছে

যদিও অভিযোগ মানতে চাননি মাথাভাঙ্গায় কর্মরত সুমন। তিনি বলেন, 'রঞ্জন দাস নামে এক ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছেন।' তবে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে যে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে, সেকথা মেনে নিয়েছেন সুমন।

এই রঞ্জন দাস আলিপুরদুয়ার পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। সমাজকর্মী বলে এলাকায় তাঁর পরিচয় রয়েছে। তথ্য জানার অধিকার আইনে (আরটিআই) তিনি আবেদন করে এই ভুয়ো নথির ব্যাপারে জানতে পেরেছেন বলে দাবি করেছেন। রঞ্জনের অভিযোগ, এসএসবি-তে দাখিল করা সুমনের জন্মের নথির কোনও হদিসই নেই পুরসভার রেকর্ডে। বিষয়টি সামনে আসতেই আলিপুরদুয়ার পুরসভার ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠছে, এরপর পাঁচের পাতায়

**একনজরে**

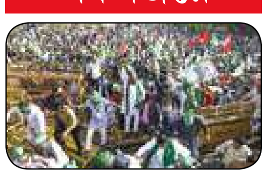

### রাজধানীতে ফের কৃষক আন্দোলন

আশঙ্কাই সত্যি হল। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের মাঝে কৃষক আন্দোলন ঘিরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাজধানী দিল্লি। পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে সোমবার উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের সংসদ ভবন অভিযানের জেরে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল দিল্লির পথঘাট। যানজটে নাকাল হলেন নিত্যযাত্রীরা। সংসদ অধিবেশনের সময় এই প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হওয়ায় যথেষ্ট অস্বস্তিতে কেন্দ্র।

বিস্তারিত আটের পাতায়

# জন্ম নিরোধকের অবৈধ কারবার

*জন্ম নিরোধক বিলি করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।*

**অভিজিৎ ঘোষ**

**আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর :** কে বলে বাঙালি ব্যবসা পারে না? 'ব্যবসা' কী করে করতে হয়, তা দেখিয়ে দিয়েছেন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার জনাকয়েক তরুণ। হাসপাতালের আউটডোরে রাখা রয়েছে জন্ম নিরোধকের বাক্স। সরকারি উদ্যোগে বিনামূল্যেই তা মেলার কথা। আর হাসপাতালের পিছনেই যৌনকর্মীদের পল্লি। স্থানীয় জনাকয়েক তরুণ হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে নিরোধক নিয়ে নিয়মিত বিক্রি করে দেয় যৌনপল্লিতে আসা গ্রাহকদের কাছে। আর এদিকে নিরোধকের বাক্স খালি হয়ে যাওয়ায় চিন্তিত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশেষে যৌনপল্লিতেই নিরোধক বিলির সিদ্ধান্ত নিল।

সোমবার জেলা হাসপাতালের পাশে যৌনপল্লিতে গিয়ে নিরোধক বিলি করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এদিন প্রায় ১০ হাজার নিরোধক যৌনকর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এবিষয়ে জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডলের বক্তব্য, 'শুধু এই হাসপাতালে নয়, সব সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে নিরোধক দেওয়া হয়। যৌনকর্মীদের বলা হয়েছে, কেউ যদি নিরোধক বিক্রি করতে আসে, তাহলে তাদের থেকে না কিনে হাসপাতালে গিয়ে নিয়ে আসতে।'

অন্যদিকে, হাসপাতাল থেকে নিরোধক হাতিয়ে নিয়ে তা বিক্রির কারবারটিও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে বলে জানাচ্ছেন সুপার। তবে হাসপাতালের কেউ এটার সঙ্গে যুক্ত নয়, দাবি পরিতোষের।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। তাদের বাড়ি হাসপাতালের আশপাশেই। তারা সারাদিন হাসপাতালের আশপাশেই ঘোরাফেরা করে। হাসপাতালের যে জায়গায় নিরোধকের বাক্স রাখা থাকে, সেখান থেকে সুযোগ বুঝে তুলে নেয়। তারপর হাসপাতালের পাশে শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সমাজপাড়ায় গিয়ে সেগুলো বিক্রি করে। তাদের দৌরাত্ম্যে হাসপাতালের নিরোধকের বাক্স ঝটপট খালি হয়ে যেত।

হাসপাতালের পিপি ইউনিটের পাশে বিনামূল্যে নিরোধক নেওয়ার বাক্স রয়েছে। বাক্স ফাঁকা হলে আবার ভর্তি করে দেওয়া হয়। প্রতি মাসে ৬ থেকে ৮ হাজার প্যাকেট নিরোধক রাখা হয় ওই বাক্সে। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি এই চক্র নিয়ে বাইরে বিক্রি করছে বলে অভিযোগ।

এদিন পিপি ইউনিটের এক কর্মী বলেন, 'বারান্দায় বাক্স রাখা থাকে। আমরা তো ঘরে থাকি। বাইরে কে কী করছে সেটা তো নজরে রাখা মুশকিল।'

# নিউজিল্যান্ডে গেল শহিদ বন্দনার কন্যা

**গৌরহরি দাস**

**কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর :** কে বলে মেয়েরা অবাঞ্ছিত? চার পুত্রসন্তান থাকার পরেও শুধুমাত্র কন্যাসন্তানেরই টানে এক দম্পতি সুদূর নিউজিল্যান্ড থেকে কোচবিহারে ছুটে এলেন। সরকারি সমস্ত নিয়মবিধি মেনে মঙ্গলবার কোচবিহারের বাবুরহাট এলাকায় মেয়েদের সরকারি হোম শহিদ বন্দনা থেকে এক আবাসিক তথা কন্যাসন্তানকে নিয়ে তাঁরা নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হবেন। সোমবার ওই দম্পতি শহিদ বন্দনায় এসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলার পাশাপাশি 'নতুন' কন্যার সঙ্গেও কথা বলেন।

গোটা বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট হোমটিতে ব্যাপক খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে। হোমের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অর্পিতা পাইন বলেন, 'সমস্ত সরকারি নিয়ম মেনে ওই দম্পতি মঙ্গলবার বাচ্চাটিকে নিয়ে নিউজিল্যান্ডে রওনা হবেন। হোমের আবাসিকরা এমন পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলে খুবই ভালো লাগে। আমরা খুবই খুশি।' প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগে এই হোম থেকে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রী ইতালি গিয়েছে। সেবারও বিষয়টিকে কেন্দ্র করে এমনই খুশির হাওয়া ছড়িয়েছিল।

হোম সূত্রে খবর, যে আবাসিকের নিউজিল্যান্ডে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে সে কোচবিহারের সিস্টার নিবেদিতার স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। তারা সাত ভাইবোন। কোচবিহারের বাসিন্দা দিন-আনি দিন-খাই পরিবারটির স্বামী-স্ত্রী এক বিশেষ অসুখে ২০২০ সালে মারা যান। এতে সাত ভাইবোন অথই জলে পড়ে। তবে পাঁচ বোনের মধ্যে দুই বোনের দায়িত্ব তাঁদের পরিজনেরা নেন। শহিদ বন্দনা হোমে বাকি তিন বোনের ঠাঁই হয়। দুই ভাই জলপাইগুড়ির কোরক হোমে রয়েছে। শহিদ বন্দনা হোমে থাকা তিন বোনের মধ্যে ছোটটিই নিউজিল্যান্ডে যাচ্ছে।

প্রশাসনিক সমস্ত নিয়ম মেনে তাকে নিতে 'নতুন বাবা-মা' জোসেফ রাজারাম রাও ও নাতাশা রাও ইতিমধ্যে শহিদ বন্দনা হোমে চলে এসেছেন। নিয়ম মেনে অনেকদিন ধরেই প্রতি সপ্তাহে মেয়েটির সঙ্গে অনলাইনে তার নতুন বাবা-মায়ের সাক্ষাৎ করানো হত। সোমবার ওই দম্পতি কোচবিহারে এসে তাঁদের মেয়ের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে খুব খুশি হয়েছেন। ওই নাবালিকাও নতুন বাবা-মাকে পেয়ে খুবই খুশি। ওই দম্পতি নাবালিকার স্কুলেও যাবেন বলে খবর।

*কোচবিহারে শহিদ বন্দনা স্মৃতি বালিকা আবাস।*

চার পুত্রসন্তান থাকার পরেও কেন একটি মেয়েকে দত্তক নেওয়ার জন্য এত দূর থেকে কোচবিহারে এলেন? জোসেফ-নাতাশার কথায়, 'চার ছেলে থাকলেও আমাদের কোনও মেয়ে ছিল না। কিন্তু একটি মেয়ের জন্য আমাদের খুবই শখ। বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের এই ইচ্ছে পূরণ করতে আমরা চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। শেষপর্যন্ত মেয়ে হিসেবে এই কন্যাসন্তানকে দত্তক নিলাম।' কী কারণে ভারত থেকে কন্যাসন্তান দত্তক নেওয়ার কথাটাই ভাবনায় এল? জোসেফ বললেন, 'চেন্নাইতে আমাদের বাড়ি ছিল। ১৯৭০ সালে বাবা পরিবার নিয়ে নিউজিল্যান্ডে চলে যান। পারিবারিক সূত্রে ভারতের প্রতি টান থেকে এই সিদ্ধান্ত।'

এদিকে, হোমের আবাসিকদের অনেকেরই মুখে হাসি, চোখে জল। তাদেরই একজনের কথায়, 'এভাবেই সবার ভালো হলে তার থেকে ভালো আর কিছুই হয় না।'

# বাগানে শ্রমিক অসন্তোষ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

ডিমডিমা চা বাগানের কারখানার সামনে শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচি। সোমবার।

**বীরপাড়া, ২ ডিসেম্বর :** শ্রমিক অসন্তোষে সরগরম বীরপাড়া থানার জয়বীরপাড়া এবং ডিমডিমা চা বাগান। সোমবার দুটি বাগানের কারখানার সামনে শ্রমিকরা জড়ো হয়ে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। জয়বীরপাড়ায় শ্রমিকদের একাংশকে এদিন কাজে না নেওয়ায় অসন্তোষ ছড়ায়। নির্ধারিত তারিখের ১০ দিন পর পারিশ্রমিকের টাকা না পেয়ে চা বাগানের গেটের সামনে শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখান। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সহ সভাপতি উত্তম সাহা বলেন, 'সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মীদের সপ্তাহে একদিন ছুটি পাওয়া অধিকার। ছুটির দিনে কর্মীদের কাজে যোগ দিতে বাধ্য করা যায় না। সংগঠনের তরফে বিষয়টি শ্রম দপ্তরের নজরে আনা হবে।'

এদিন কাজে না নেওয়ায় জয়বীরপাড়ার শ্রমিক বাদল দোরজি, রামু ওরাওঁ, বিষ্ণু ওরাওঁ ও রিকাশ ছেত্রীরা কারখানার গেটের সামনে বসে পড়েন। খবর পেয়ে বান্দাপানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা টেম্পু ওরাওঁ সেখানে যান। টেম্পুর কথায়, 'রবিবার কাজ না করায় বেশ কয়েকজন শ্রমিককে মালিকপক্ষ সোমবার কাজে যোগ দিতে দেয়নি। এটা অন্যায়। জয়বীরপাড়ার মালিকপক্ষ এভাবে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার হরণ করতে পারে না।'

**ক্ষোভ**

- সোমবার দুটি বাগানের কারখানার সামনে শ্রমিকরা জড়ো হয়ে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন
- জয়বীরপাড়ায় শ্রমিকদের একাংশকে এদিন কাজে না নেওয়ায় অসন্তোষ ছড়ায়
- নির্ধারিত তারিখের ১০ দিন পর পারিশ্রমিকের টাকা না পেয়ে শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখান

এদিকে, জয়বীরপাড়ার ম্যানেজার রাজীব দে'র দাবি, 'রবিবার কাজ না করায় সোমবার কাজে যোগ দিতে না দেওয়ার অভিযোগ ঠিক নয়। সোমবার কয়েকজন শ্রমিক নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরিতে কাজে যোগ দিতে এসেছিলেন। তাই তাঁদের কাজে নেওয়া হয়নি।' ডিমডিমা চা বাগানের শ্রমিকরা জানান, ২১ নভেম্বর একপক্ষকালীন পারিশ্রমিকের টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মালিকপক্ষ টালবাহানা করছিল। তাই ২৭ নভেম্বর থেকে প্রতিদিন কাজ শুরুর আগে কারখানার সামনে তাঁরা গেট মিটিং করেন। কিন্তু এদিন অসন্তোষের আঁচ বাড়ে। বেলা দু'টো নাগাদ ম্যানেজমেন্টের তরফে জানানো হয়, দু'দিনের মধ্যে প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। মালিকপক্ষের সংগঠন আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা জানান, ডিমডিমা চা বাগানের বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নেব। তবে চা বাগানগুলির আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তাই নানা ধরনের সমস্যা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সমিতির সহ সভাপতি বীরেন্দ্র সিংয়ের বক্তব্য, 'মালিকপক্ষ আগাগোড়া শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা দিতে টালবাহানা করে যাচ্ছে। নির্ধারিত তারিখে পারিশ্রমিকের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। শনিবার স্টাফ এবং সাব-স্টাফদের দু'মাসের বকেয়া টাকা একসঙ্গে মেটানো হয়েছে।

এদিন ম্যানেজারকে শ্রমিকরা দু'দিনের সময় দিয়েছেন। বুধবারও টাকা না পেলে বৃহস্পতিবার থেকে মারমুখী আন্দোলন হবে।'

## বধূর মৃত্যু, অভিযুক্ত ছয়

**শামুকতলা, ২ ডিসেম্বর :** বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল শামুকতলা থানার চেপানি গ্রামে। বহুদিন ধরে শ্বশুরবাড়ির লাগাতার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ওই মহিলা আত্মঘাতী হয়েছেন, এমনটাই অভিযোগ। শনিবার সকালে শ্বশুরবাড়ির পাশে একটি গাছ থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে শামুকতলা থানার পুলিশ। থানার ওসি জগদীশ রায় জানিয়েছেন, মৃতের নাম মৌসুমি পণ্ডিত (৩৫)। এই আত্মহত্যার ঘটনায় মহিলার স্বামী নিমাই দেবনাথ, শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ সহ মোট ছ'জনের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন মহিলার বাবা তপন পণ্ডিত।

অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শামুকতলা থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মহিলার বাবার অভিযোগ, 'আট বছর আগে মেয়ের সঙ্গে চেপানি গ্রামের নিমাইয়ের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ি মেয়ের ওপর অত্যাচার শুরু করে। প্রবল শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে পুরো বিষয়টি মেয়ে আমাদেরকে জানিয়েছিল।' কয়েকবার গ্রামে সালিশি সভা করে বিষয়টি মিটমাট করার চেষ্টা করা হয়েছিল বলেও জানান তপন। তখন লিখিতভাবে আর অত্যাচার করবে না বলেও জানায় নিমাই। কিন্তু দিন-দিন অত্যাচার আরও বাড়তে থাকে।

শপথগ্রহণের পর বিধানসভায় জয়প্রকাশ টোপ্পো, সুমন কাঞ্জিলাল ও অন্যরা।

# মাথায় দিদির হাত, বাড়ল মনের জোর

জয়প্রকাশ টোপ্পো
*বিধায়ক, মাদারিহাট*

দিনটা দুম করে চলে এসেছিল! ভোটের ফল প্রকাশের পর দু'দিন জিরিয়ে নিলাম। এরপর প্রতীক্ষা করছিলাম, কবে কলকাতা থেকে ডাক আসবে। শনিবার ডাক আসে। যথারীতি সেদিন সহকর্মীদের নিয়ে কলকাতা রওনা হলাম। আমি রাজ্যের প্রত্যন্ত জেলা আলিপুরদুয়ারের ডিমডিমা চা বাগানের মানুষ। সবচেয়ে কাছের রেলস্টেশন বীরপাড়ার দলগাঁও। সেখান থেকে কলকাতা যাওয়ার একটা ট্রেন, কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস। সেই ট্রেনে রবিবার সকালে শিয়ালদা স্টেশনে নামলাম।

রবিবার রাতটা কলকাতায় কাটল। মনে চাপা উত্তেজনা কাজ করছিল। সোমবার শপথগ্রহণ। আবার দিদিকে সামনাসামনি দেখা যাবে। হয়তো কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে। কারণ, দিদির জন্য চা বাগানের মানুষটা এখন মাদারিহাটের বিধায়ক। ভোটে আমি দাঁড়ালেও মানুষ ভোট দিয়েছেন দিদির কাজ দেখে। চা বাগানে পানীয় জলের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, শ্রমিকদের জমির পাট্টা, ঘর, ক্রেশ হাউস ও মজুরি বাড়াতে ভূমিকা নিয়ে চা বাগানে দিদি কার্যত বিপ্লব এনেছেন। বেলা ১১টায় বিধানসভায় ঢুকে পড়ি।

লবিতে হঠাৎ দেখি সামনে দিদি। দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিছু বলব কী না ভাবছিলাম। দিদি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি জয়প্রকাশ...' আমি এগিয়ে গিয়ে দিদির পা ছুলাম। দিদি আশীর্বাদ করে এগিয়ে গেলেন। বেলা সাড়ে ১২টায় শপথগ্রহণ করলাম। বিধানসভায় তখন আমার সহধর্মিনী, দুই কন্যা, সহকর্মী ও সহযোদ্ধারা উপস্থিত। শপথগ্রহণের পর আবার দিদির কাছে গেলাম। আবার প্রণাম করলাম। দিদি এবার আমার মাথা ছুঁয়ে বলেন, 'জয়প্রকাশ, মন দিয়ে কাজ করো।' বিধানসভায় ওই সময় দিদির সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজনীয় সময় বা পরিস্থিতি ছিল না। তবে মনে মনে বললাম, 'দিদি আপনি মাথা ছুঁয়ে আমার মনের জোর বাড়িয়ে দিয়েছেন। জানি আমাকে অনেক কাজ করতে হবে। তবে নিশ্চিত আমি পারব। কারণ আপনি আশীর্বাদ করেছেন যে!'

*অনুলিখন :*
*মোস্তাক মোরশেদ হোসেন*

**আবাস বণ্টন**

## শেষমুহূর্তের সমীক্ষায় ছুটিতেও কাজ করছে প্রশাসন

অসীম দত্ত

**আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর :** আবাস যোজনার শেষমুহূর্তের সমীক্ষায় দম ফেলার সময় নেই আধিকারিকদের। রাজ্যের নির্দেশে শনি-রবি ছুটির দিনেও ছুটে বেড়াতে হচ্ছে জেলা, ব্লক, গ্রাম পঞ্চায়েত আধিকারিক ও কর্মীদের। রাজ্য সরকারের গাইডলাইন অনুযায়ী চলতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে জমা করতে হবে আবাস যোজনার বিস্তারিত রিপোর্ট।

বেশ কয়েকবছর পর ফের আবাস যোজনার ঘর নিয়ে নাড়াঘাঁটা শুরু হয়েছে। আবাসের দুর্নীতি রুখতে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের কালঘাম ছুটছে। অন্যদিকে, আবাসের দুর্নীতি রুখতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দূরে রাখছেন জেলা প্রশাসনিক কর্তারা। আলিপুরদুয়ার জেলা শাসক আর বিমলা ও মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়ের নেতৃত্বেই চলছে আবাসের নজরদারি।

বেশ কয়েকদিনের নির্বাচনি আচরণবিধি কার্যকর থাকার পর ২৬ নভেম্বর থেকে আলিপুরদুয়ার জেলায় আবাসের সমীক্ষা শুরু হয়েছে। সেই হিসেবে মঙ্গলবার পর্যন্ত জেলায় সমীক্ষার কাজ মাত্র ৬০ শতাংশ শেষ হয়েছে। অতএব, আগামী দু'দিনের মধ্যে আবাস যোজনার বাকি ৪০ শতাংশ শেষ করতে হবে মহকুমা এবং জেলা প্রশাসনকে। মহকুমা শাসকের কথায়, 'উপনির্বাচনের জন্য আমাদের জেলায় আবাসের সমীক্ষা শুরু হতে দেরি হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের গাইডলাইন অনুযায়ী আমাদের ৫ ডিসেম্বরের মধ্যেই কাজ শেষ করতে হবে। যদিও দেরিতে কাজ শুরু হওয়ায় আমরা কিছুটা পিছিয়ে রয়েছি।'

সমীক্ষার কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য জেলা স্তর থেকে শুরু করে একেবারে গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত প্রশাসনিক কর্তাদের ময়দানে নামানো হয়েছে বলে দাবি করলেন তিনি। এছাড়াও রাজ্য সরকারের নির্দেশে আবাসে যাতে কোনওরকম দুর্নীতির অভিযোগ না ওঠে তাই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দূরে রাখা হচ্ছে বলে জানালেন মহকুমা শাসক।

ইতিমধ্যেই আবাস যোজনার দুর্নীতি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠেছে আলিপুরদুয়ার পুরসভার বিরুদ্ধে। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে এই পুরসভার বিরুদ্ধে আবাসে বরাদ্দ কোটি কোটি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি আবাসের টাকা বণ্টন নিয়ে তথ্য জানার অধিকার আইনে (আরটিআই) মামলা করেছিলেন পুরসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের সভাপতি শান্তনু দেবনাথ।

শান্তনুর বক্তব্য, 'আবাসের টাকা নিয়ে আমার একটাই অভিযোগ, ঘরের টাকা কেন নেতাদের পকেটে ঢুকবে। একদিকে, গরিব মানুষেরা ঘর পাচ্ছেন না। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের আবাসের টাকা রাজ্যের নেতারা আত্মসাৎ করছেন। তাই প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, আবাসের টাকা নিয়ে দুর্নীতি রুখতে কড়া পদক্ষেপ করুক তারা।'

## উৎসবের দাবিতে বিক্ষোভ

**আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর :** সাধারণত ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে শুরু হয় ডুয়ার্স উৎসব। এবছর ডিসেম্বর মাস শুরু হয়ে গেলেও এখনও উৎসবের আয়োজন নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য নেই আয়োজকদের তরফে। তারই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ডুয়ার্স উৎসব নিয়ে আলোচনা। এই প্রেক্ষিতে শহরের সাংস্কৃতিক জগতের প্রতিনিধিরা সোমবার প্যারেড গ্রাউন্ডে থাকা শহিদ বিপুল রায়ের মূর্তির পাদদেশে জমায়েত করে উৎসবের আয়োজনের দাবি তুললেন।

এদিন জনা কুড়ি ব্যক্তি সেই কর্মসূচিতে শামিল হয়েছিলেন। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির সদস্য তথা নাট্যকর্মী পরিতোষ সাহা সহ অন্য সাংস্কৃতিক জগতের ব্যক্তিরা। পরিতোষ বললেন, 'আমরা চাই ডুয়ার্স উৎসব হোক। কারণ এই উৎসবের মঞ্চ থেকেই অনেক শিল্পী রাজ্য তথা দেশে নাম করেছেন, তাঁদের প্রতিভা তুলে ধরেছেন। এই উৎসব না হলে ডুয়ার্স এলাকার শিল্পীরা প্রতিভা বিকাশের মঞ্চ আর পাবেন না।'

তবে এবছর যে ডুয়ার্স উৎসব হবে না, সেই তথ্য মিলল কোথা থেকে? এপ্রশ্নের কোনও স্পষ্ট জবাব মেলেনি সেই কর্মসূচিতে শামিল সংস্কৃতি কর্মীদের থেকে। পরিতোষই জানালেন, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নাকি তাঁরা এ তথ্য পেয়েছেন। তাঁরা মনে করছেন, ২০০৫ সালে শুরু হওয়া এই উৎসবের ভবিষ্যৎ নাকি সংকটের মুখে। সেজন্য তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়াতেই একটি গ্রুপ বানিয়েছেন। সেই গ্রুপের তরফে এদিন বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে যাতে উৎসব বন্ধ না হয়।

# মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিশালের বাদানুবাদ

সমীর দাস

**কালচিনি, ২ ডিসেম্বর :** বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়লেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা। এদিন বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পর্যটনশিল্পের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সেই সময় উঠে দাঁড়ান বিশাল। পর্যটনশিল্প নিয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করতে শুরু করেন। এতে মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা রুষ্ট হয়ে নিজের বক্তব্য আর শেষ করেননি। বিশাল প্রায় দেড় মিনিট ধরে কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের বিরোধিতা করে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। পরে বিধানসভার স্পিকার তাঁকে বসতে বললে বিশাল বক্তব্য থামিয়ে বসে পড়েন।

এদিন প্রথমে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন পর্যটনের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আলোচনায় রাজ্যের পর্যটনশিল্পের বিকাশ নিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। মুখ্যমন্ত্রী এরাজ্যে দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হোমস্টে তৈরির তথ্য নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তাঁর আলোচনায় স্থান পেয়েছিল আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা পাহাড়ের পর্যটনও।

কালচিনির বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের মাঝেই বক্সার প্রবেশদুয়ার রাজাভাতখাওয়ার ফরেস্ট গেটে যে চড়া ফি নেওয়া হচ্ছে সেই তথ্য তুলে ধরেন। বিশাল বলেন, 'রাজাভাতখাওয়ার ওই ফরেস্ট গেটে বন দপ্তর প্রতিটি গাড়ি প্রবেশের জন্য ৪৮০ টাকা আদায় করছে। আবার পর্যটক পিছু ১৫০ টাকা সেখানে দিতে হচ্ছে। এর ফলে বক্সায় পর্যটক ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। সেখানকার হোমস্টেগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

বিশালের দাবি, চা বাগান নিয়ে এত সমস্যা থাকলে টি ট্যুরিজমের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তাও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে। রাজ্য সরকারের কথায় ও কাজে বিস্তর ফারাক আছে, সেটাই নাকি এদিন বিশাল বলে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

এপ্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'পর্যটন ও বন দপ্তর দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। মুখ্যমন্ত্রীর আগে পর্যটনমন্ত্রী যখন বিধানসভায় পর্যটন নিয়ে আলোচনা করছিলেন তখন চুপ ছিলেন কালচিনির বিধায়ক। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যখন গঠনমূলক আলোচনা করছিলেন ঠিক তখনই বিশাল মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনার মাঝে নিজের বক্তব্য শুরু করেন।'

সুমনের মতে, বিধানসভায় আলোচনায় অংশ নেওয়ার কিছু পদ্ধতি রয়েছে। সুমনের দাবি, কালচিনির বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের মাঝপথেই

কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা।

নিয়মবহির্ভূতভাবে নিজের বক্তব্য শুরু করে দেন।সুমন বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সবার বক্তব্য শোনেন। কিন্তু কালচিনির বিধায়কের এদিন বক্তব্য দেওয়ার আগাম প্রস্তাব ছিল না।' আর কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বলছিলেন পর্যটনশিল্প ভালোভাবে চলছে। কিন্তু বিশাল লামা রাজাভাতখাওয়ার ফরেস্ট গেটের সমস্যা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।' মনোজের দাবি, এর আগেও মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল সমস্যার বিষয়টি। তবে মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে কর্ণপাত করেননি বলে তাঁর অভিযোগ।

চিতাবাঘ ধরা পড়ায় কিছুটা স্বস্তি। সোমবার কাদম্বিনী চা বাগানে।

# খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

সুভাষ বর্মন

**ফালাকাটা, ২ ডিসেম্বর :** গত তিন মাস আতঙ্কের মধ্যেই দিন কাটিয়েছেন কাদম্বিনী চা বাগানের বাসিন্দারা। বারবার বাগানে চিতাবাঘের দেখা মেলায় বাগানে কাজ করতে আসতেই ভয় পাচ্ছিলেন শ্রমিকরা। সন্ধ্যার পর খুব প্রয়োজন ছাড়া কেউ সেভাবে বাড়ি থেকেও বের হননি গত কয়েকমাস। তবে এভাবে কাজ করতে সবারই অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু উপায় কী? বন দপ্তরের তরফে খাঁচা পাতা হলেও ধরা পড়ছিল না চিতাবাঘ। তবে এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন বাগানের বাসিন্দারা।

সোমবার ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাদম্বিনী চা বাগানে একটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়। এদিন সকালে শ্রমিকরাই প্রথম বাগানের চারোয়া লাইনের পাশে পাতা খাঁচায় চিতাবাঘটিকে দেখতে পান।

খবর পেয়ে কাদম্বিনীতে আসেন কুঞ্জনগরের বিট অফিসার সনৎ শূর, জলদাপাড়া সাউথের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তী সহ অন্য বনকর্মীরা। ভোরবেলা থেকে চিতা দেখতে ভিড় করেন শ্রমিকরা।

রাজীবের কথায়, 'চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মাদারিহাটে পাঠানো হয়েছে। প্রায় তিন মাস পর বাঘটি খাঁচাবন্দি হওয়ায় বাগানের শ্রমিকদের দুশ্চিন্তা দূর হল।'

তবে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বাগানে দুটি চিতাবাঘ ছিল। তার মধ্যে এদিন একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ ধরা পড়েছে। বন দপ্তর অবশ্য নিয়ম মেনে প্রয়োজনে ফের খাঁচা পাতা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

গত ২০ অগাস্ট রাতে বাগানের রাস্তা পার হতে গিয়ে একটি চিতাবাঘ দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর ৩১ অগাস্ট বাগানের দুই জায়গায় চিতাবাঘ দেখতে পান শ্রমিকরা।

পরে বন দপ্তরের তরফে শ্রমিকদের সচেতন করার পাশাপাশি বাজি, পটকাও দেওয়া হয়।

ফের ১০ সেপ্টেম্বর একটি চিতাবাঘকে রাস্তা পার হতে দেখেন শ্রমিকরা। সেসময় জলদাপাড়া বন দপ্তরের তরফে বাগানে খাঁচা পাতা হয়। তবে এতদিন কোনওভাবেই খাঁচামুখো হচ্ছিল না চিতাবাঘ। স্থানীয় শ্রমিক পাহান ওরাওঁয়ের কথায়, 'এতদিন চিতাবাঘের আক্রমণে অনেকের গোরু, ছাগল মারা গিয়েছে। চিতাবাঘটি ধরা পড়ায় দুশ্চিন্তা কিছুটা দূর হল। তবে মনে হচ্ছে বাগানে আরও একটি চিতাবাঘ আছে। ফের খাঁচা পাতা থাকলে সেটিও ধরা পড়বে।'

এ ব্যাপারে ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রবিকুমার মিঞ্জ বলেন, 'বাগানে দুটি চিতাবাঘের অস্তিত্ব বুঝতে পারেন শ্রমিকরা। তাই ফের বাগানে খাঁচা পাতার জন্য আবেদন করা হয়েছে বন দপ্তরকে।'

বন দপ্তরের সক্রিয়তায় এটা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপক সরকার।

অপরূপ।। গজলডোবায় ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির পূর্ণাভ রাহা।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

# এইডস দিবস রেল হাসপাতালে

**আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর :** বিশ্ব এইডস দিবস পালন করল আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল। সোমবার এই উপলক্ষ্যে একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এ বছরের বিশ্ব এইডস দিবসের থিম ছিল

'সঠিক পথ ধরুন : আমার স্বাস্থ্য, আমার অধিকার'। ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতালের সিনিয়ার ডিভিশনাল মেডিকেল অফিসার জীবেশকুমার সরকার জানান, এই শিবিরে এইডস প্রতিরোধ, তার চিকিৎসার পদ্ধতি এবং এইচআইভি ভ্যাকসিন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। শিবিরের মূল লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে এইডস সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রচার করা এবং এর প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।'

অনুষ্ঠানে রেলকর্মী ও তাঁদের পরিবার ছাড়া স্থানীয় বাসিন্দারাও উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারীরা এইডস প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে উত্তর পান।

# ৪২ কিমি দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান রূপনের

**শামুকতলা, ২ ডিসেম্বর :** ৪২ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে রূপন দেবনাথ দ্বিতীয় স্থান অর্জন করলেন। তিনি আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বাকলা স্কুলডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। দেশ-বিদেশের প্রায় ১০ হাজার প্রতিযোগী ওই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল বলে খবর।

গত রবিবার পাটনায় এই প্রতিযোগিতাটি হয়। রূপনের সাফল্যে ওই প্রত্যন্ত গ্রাম সহ জেলায় খুশির হাওয়া। রূপনের কথায়, 'আগামী দিনে আরও ভালো খেলতে চাই।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, রূপন ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এলাকার অভাবী পরিবারের সন্তান। আর্থিক প্রতিবন্ধকতার জন্য তিনি সমস্ত দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেন না।

# কাঠের সেতু সংস্কার শুরু

নীহাররঞ্জন ঘোষ

**মাদারিহাট, ২ ডিসেম্বর :** জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের সামনে থাকা কাঠের সেতুটি মেরামত শুরু হল। বন দপ্তর আপাতত এই সেতুটি সংস্কার করে দিচ্ছে। পরে সেতুটি নতুনভাবে পর্যটন দপ্তরের তরফে করার কথা, জানালেন জলদাপাড়া নর্থ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রামিজ রজার। তাঁর কথায়, 'বন দপ্তর থেকে আপাতত সেতুটি সংস্কার করে দেওয়া হচ্ছে।'

কাঠের এই সেতুটি সত্তরের দশকে তৈরি হয়েছিল বলে জানালেন স্থানীয়রা। তারপর বেশ কয়েকবার সংস্কারও করা হয়েছে। কিন্তু গত আট-দশ বছর ধরে সেতুটির অবস্থা একেবারেই বেহাল হয়ে পড়েছিল। সেতুর শোচনীয় অবস্থা দেখে দুর্ঘটনা এড়াতে গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে সেখান দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া

ভগ্নদশায় ট্যুরিস্ট লজের রাস্তার সেতু। জলদাপাড়ায়।

হয়। এই সেতু দিয়ে জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ, টিকিট কাউন্টার, বন দপ্তরের অফিস, কর্মীদের কোয়ার্টারে যাওয়া যায়। কিন্তু সেতু বন্ধ থাকায় সবাইকে অনেকটা ঘুরে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। প্রায় ২০০ মিটার দূরে গাড়ি রেখে পর্যটকরা জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজে যাচ্ছেন। প্রায় ৩০০ মিটার দূরে গিয়ে সাফারির টিকিট কাটতে হচ্ছে।

জলদাপাড়া লজ ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জহরলাল সাহা বলেন, 'সবচেয়ে মারাত্মক অভিযোগ ছিল দুই পাশে জঙ্গল, মাঝখানের রাস্তা দিয়ে হেঁটে টিকিট কাউন্টার এবং লজে যেতে হয়। ওই পথে হাতি, বাইসন, চিতাবাঘ এবং বুনো শুয়োরের ভয় রয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'গত সেপ্টেম্বর মাসে বনে পর্যটকদের প্রবেশ চালু হয়ে যায়। কিন্তু বেহাল দশার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সেতুটি। আমরা চাই তাড়াতাড়ি ব্রিজ মেরামতের কাজ শেষ করা হোক।'

কাঠের সেতুটির মেরামতের কাজ করছেন এক্রামুল হক। তিনি জানান, খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়ে যাবে। জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার নিরঞ্জন সাহার কথায়, 'সেতুর নকশার কাজ পূর্ত দপ্তর করছে। নকশা জমা পড়লে কাজ শুরু হবে।'

## প্রতিবাদ মিছিল

**বারবিশা, ২ ডিসেম্বর :** বারবিশায় সোমবার বিকেলে প্রতিবাদ মিছিল বের করল সনাতনী ঐক্য মঞ্চ। বাংলাদেশে হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে প্রতিবাদ মিছিলে হাঁটেন সংগঠনের সদস্যরা। বারবিশা বাজার, মনতলা, চৌপথি, হাউলিপট্টি, বটতলা, নিউটাউন সহ বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন তাঁরা।

## সচেতনতা শিবির

**সোনাপুর, ২ ডিসেম্বর :** আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাটকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চিরবাড়ি নিউল্যান্ড লাইনের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে সোমবার বাল্যবিবাহ ও শিশু পাচারের বিরুদ্ধে একটি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে কোথাও এরকম ঘটনার সাক্ষী হলে কী করণীয়, সেটা বোঝানো হয় উপস্থিতদের।

আজ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। ১৯৯২ সালে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে বিশেষভাবে সক্ষমদের অধিকারের কথা মাথায় রেখে দিনটি পালন শুরু হয়। এতদিন পরে সেই উদ্দেশ্য কতটা সফল তা খুঁজতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ছবি ধরা পড়ল উত্তরবঙ্গের তিন জেলায়। কোচবিহারে যখন মূক ও বধিরদের জন্য তৈরি হওয়া স্কুল ধুঁকছে ছাত্রাবাস বন্ধের কারণে তখন ফালাকাটায় আরেক বিশেষভাবে সক্ষম তরুণ স্বপ্ন দেখাচ্ছেন অন্যদের। যদিও সমস্ত ছবি আশাব্যঞ্জক নয়। তার প্রমাণ পাওয়া গেল বেলাকোবায়।


## কর্মখালি

ইলেক্ট্রনিক্স দোকানের জন্য কর্মী(স্টাফ) চাই (প্রমাণপত্র সহ)। বেতন : 9000/-। যোগাযোগ : 'মিউজিকা', ঋষি অরবিন্দ রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/113491)

•

শিলিগুড়িতে হোলসেল মেডিসিন দোকানে অর্ডার ও পেমেন্ট কালেকশনের এবং ওষুধ ডেলিভারির জন্য শিলিগুড়ির স্থানীয় ছেলে চাই। যোগ্যতা - H.S. পাশ, অনূর্ধ্ব 35 বঃ। 7866052930/ 9434376715. (C/113490)

•

রেস্টুরেন্টে খাবার রান্না, রুটি করতে জানা লোক চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। বেতন- 12000/-, ঠিকানা - শিলিগুড়ি। 9749570276. (C/113490)

•

Avalon Hospital requires the following TPA Billing Executive / Manager, Front office Executive GNM ICU/NICU nurse ICU Technologist. Ph : 7001418243. (C/113490)

•

ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি (মোহিতনগর, ফাটাপুকুর,) শিলিগুড়ি, ইসলামপুরের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 11,500/- + (PF, ESI)। 8653710700. (C/113488)

•

Required Salesman for Philips Lighting Showroom. Adie Centre, Behind 9-10 Hotel & Gurudwara Siliguri, M : 98320-67075. (C/113476)

•

Wanted 1 A.T. in Maternity Leave Vacancy (UR) with M.A. (English), B.Ed. Walk-in-Interview on 11/12/24 at 11.30 a.m. with documents to the Secretary, Badaitari Uziria High Madrasah (H.S.), P.O-Chhoto Salkumar, Dist-APD. (C/113705)

## হারানো/প্রাপ্তি

আমার নবদ্বীপ হিমঘর (বেরুবাড়ি, জলঃ) আলুর বন্ড হারিয়ে গেছে। বন্ড নং 1508, 4114, 4150, 4176, 4257, 4266, 4551, 4574, 4590, 4610, 1971 কোনো ব্যক্তি পেলে যোগাযোগ করুন। সাহিত হোসেন, 6295019809. (C/113609)

## তারিখ পরিবর্তন

জলপাইগুড়ি শ্রদ্ধা'র আয়োজিত লটারি খেলা ০৩/১২/২০২৪ তারিখের পরিবর্তে ২১/১২/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। (C/113610)

**হন্ডা টু হুইলারস-এর জন্য আমরা নিয়োগ শুরু করেছি**

আলিপুরদুয়ার - হাঁটাপথে সাক্ষাৎকার ৪ঠা ডিসেম্বর বিকেল ৪.০০ থেকে বিকেল ৫.৩০টা পর্যন্ত, (বুধবার)
নেটওয়ার্ক ম্যানেজার
সার্ভিস অ্যাডভাইসার
সেলস এগজিকিউটিভ
বীরপাড়া - হাঁটাপথে সাক্ষাৎকার ৪ঠা ডিসেম্বর সকাল ১০.০০ থেকে দুপুর ২.০০ পর্যন্ত, (বুধবার)
সেলস এগজিকিউটিভ
সার্ভিস অ্যাডভাইসার
খুচরো যন্ত্রাংশের পরিচালক
রিসেপশনিস্ট
ক্যাশিয়ার/বিলিং এগজিকিউটিভ
মেকানিকস
সি আর
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
শ্রী সোমিত - ৭০০১৫৪৫০২৭



## Affidavit

I, Swapan Rakshit, S/o Late Mohini Mohan Rakshit residing at Vivekananda Puram Ward No.-10, Racecourse Para, Jalpaiguri, Pin-735101 shall henceforth be known as Swapan Kumar Rakshit as declared before the Notary Public, Siliguri Sub-Divisional Court vide affidavit no.02/24 dated 02.12.2024. Swapan Rakshit and Swapan Kumar Rakshit both are same and identical person.

## CORRIGENDUM NOTICE

Corrigendum Notice has been published for e-Tender No:- 16/2024-25/SSK, MDW/HRP/DD dated 14/11/2024,.different types of Civil Construction Works. Last date of submission of application for e-Tende- is 03/12/2024, For any other details please contact with the office of the Harirampur Development Block on any working days.

Sd/-
Block Development Officer
Harirampur Development
Harirampur: Dakshin Dinajpur


# মূক-বধির স্কুলের হস্টেল চালুর দাবি

**তাপস মালাকার**

**নিশিগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর :** মঙ্গলবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। এদিন কোচবিহার শহরে মিছিল করবেন বিশেষভাবে সক্ষমরা। ওই মিছিল থেকে জেলার মূক ও বধিরদের জন্য তৈরি আক্রাহাট দিশারি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের বন্ধ হওয়া হস্টেল ফের চালু ও শূন্যপদে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নিয়োগের দাবি তোলা হবে।

সোমবার কোচবিহার-১ ব্লকের আক্রাহাট দিশারিতে গিয়ে দেখা গেল পড়ুয়ার অভাবে বিদ্যালয়টি রীতিমতো ধুঁকছে। একমাত্র শিক্ষিকা হিমানী ঈশোর পড়ুয়াদের পড়াচ্ছেন। খাতায়-কলমে ৪০ জন পড়ুয়া থাকলেও হস্টেল বন্ধ থাকায় দূরের পড়ুয়ারা দৈনিক স্কুলে আসতে পারে না। ফলে উপস্থিতির হার কমছে।

প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়টি ২০০১ সালে তৈরি হয়। ২০০৯ সালে মেলে সরকারি অনুমোদন। বর্তমানে এটি জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের অধীন। শিক্ষক সহ দশজন শিক্ষাকর্মীর পদ অনুমোদন হয়। এ অবধি দুজন শিক্ষক ও তিনজন শিক্ষাকর্মী নিয়োগ হলেও বাকি পাঁচটি পদ এখনও শূন্য। এক শিক্ষকের অবসরের পর এখন একমাত্র স্থায়ী শিক্ষিকাকে নিয়ে চলছে পড়াশোনা। পড়ুয়ারা হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত। স্থায়ী হস্টেল সুপার, রাঁধুনি, মেট্রন পদ পূরণ না হওয়ায় গত কয়েকমাস ধরে হস্টেল বন্ধ। ফলে নানা প্রান্তের মূক ও বধির পড়ুয়া পরিষেবার বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুনীল ঈশোর বলেন, 'দিশারি প্রতিবন্ধী আবাসিক বিদ্যালয়টিতে ক্লার্ক, রাঁধুনি, মেট্রন, হস্টেল সুপারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে স্থায়ী নিয়োগ হয়নি। এজন্য মঙ্গলবার রাজ্য জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের অতিরিক্ত সচিবকে ই-মেলে পাঠানো হবে।' শিক্ষাকর্মী লুৎফর হোসেনের কথায়, 'বিদ্যালয় সংলগ্ন কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতের অভিভাবকরা দৈনিক পড়ুয়াদের পৌঁছে দেন। হস্টেল বন্ধ হওয়ায় দূরের পড়ুয়ারা বঞ্চিত হচ্ছে।'

ওই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা তথা কোচবিহার জেলা পরিষদের নারী ও শিশুকল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ হিমানী ঈশোর বলেন, 'শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে ক্রমাগত জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরে দরবার করছি। হস্টেল ও মিড-ডে মিল চালুর দাবিও করা হয়েছে।'

বিশেষভাবে সক্ষমদের পড়াচ্ছেন অরিন্দম দত্ত। খগেনহাটে।

# ইশারায় পড়িয়ে বহু কৃতীর শিক্ষক

**ভাস্কর শর্মা**

**ফালাকাটা, ২ ডিসেম্বর :** ছোটবেলা থেকে ঠিক করে শুনতে পেতেন না। পরে হারিয়ে ফেলেন বাকশক্তিও। কিন্তু থেমে যাননি। সাধারণ স্কুলে ভর্তি হয়ে অনেক সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল অরিন্দম দত্তকে। জেদকে সম্বল করে এখন তিনি শিক্ষক। তাঁর কাছে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে পড়াশোনা করে এখন অনেকে দেশের বহুজাতিক সংস্থায় চাকরি করছেন। মঙ্গলবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। তার আগে অরিন্দমের অধ্যবসায়কে কুর্নিশ। অরিন্দম বললেন, 'এখনও নিজে চাকরি পাইনি। তবে আমার কাছে টিউশন পড়ে বেশ কয়েকজন ছেলেমেয়ে আজ বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরি করছে। এই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে ভবিষ্যতেও কাজ করে যেতে চাই।'

ফালাকাটা শহরের মাদারি রোড ধোঁয়া পরীক্ষাকেন্দ্রের গলিতে বাড়ি বছর বত্রিশের ওই তরুণের। তিনি যে কথা বলতে পারেন না, সেটা ছোটবেলাতেই বুঝে যান তাঁর বাবা চিত্ত দত্ত এবং মা রত্না দত্ত। ছেলে যে কানেও শুনতে পারেন না, সেটাও পরে বুঝে যান দত্ত দম্পতি। ছেলেকে সুস্থ করে তোলার কম চেষ্টা করেননি দুজনে। কিন্তু অজস্র ডাক্তারি পরীক্ষানিরীক্ষা কিংবা ওষুধপত্র কিছুই কাজে লাগেনি। মাত্র সাত বছর বয়সে সম্পূর্ণ শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলেন অরিন্দম। যতটুকু শব্দ মুখ দিয়ে বের করতে পারতেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটাও লোপ পেতে থাকে। কিন্তু দত্ত দম্পতি হাল ছাড়েননি। ছেলে বিশেষভাবে সক্ষম জেনেও তাঁকে সাধারণ স্কুলে ভর্তি করানো হয়।

লড়াইয়ের শুরু এরপর থেকে। স্কুলে ভর্তি হলেও কানে শুনতে এবং কথা বলতে না পারার জন্য নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। স্কুলের কোনও শিক্ষক ঠিকমতো পড়া বোঝাতে পারছিলেন না। বাইরের কেউ তাঁকে টিউশনও পড়াতে চাইতেন না। বেঞ্চের এককোণে বসে নিজের জেদকে পুঁজি করে একের পর এক বাধা টপকেছেন।

উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ফালাকাটা কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। এরপর বাড়িতে দেখা দেয় চরম অর্থসংকট। বাবার ছোট ব্যবসাটিও চলছিল না। তাঁকে এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, বুঝতে পারলেন তরুণ অরিন্দম। বিএ পাশ করার পর বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে কাজ করা খগেনহাট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত হন। সেখানে তাঁর মতো শিশুদের পড়ানোর দায়িত্ব পেলেন। পড়াতে পড়াতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এডুকেশনে স্নাতকোত্তর পাশ করেন।

এদিন ইশারায় অরিন্দম বোঝালেন, 'কথা বলতে এবং শুনতে পারি না বলে জীবনে অনেক বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। তারপরেও নিজের জেদে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছি। সংসার চালাতে ২০১৭ সালে টিউশন পড়ানো শুরু করি। প্রায় সাত বছর হয়ে গেল।'

খগেনহাট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে বর্তমানে বিশেষভাবে সক্ষমরাও পড়াশোনা করতে পারছে। সেই সংস্থার সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত রায় বলেন, 'সব বয়সের বিশেষভাবে সক্ষমদের কাছে অরিন্দম একজন রোল মডেল। প্রশাসনের উচিত, অরিন্দমকে আরও ভালো কাজে লাগানো।'

উত্তরবঙ্গে এখনও অরিন্দমের মতো বিশেষভাবে সক্ষমরা অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে জীবনযাপন করছেন। সেই খবর অনেকসময় প্রকাশ পায় না। তাঁদের এই লড়াইয়ে সাধুবাদ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে।

# ধূপকাঠি বিক্রি বিএড উত্তীর্ণের

**সুভাষচন্দ্র বসু**

**বেলাকোবা, ২ ডিসেম্বর :** ইতিমধ্যে পেরিয়েছেন স্নাতকোত্তরের গণ্ডি। করেছেন বিএড পাশও। বহু জায়গায় পাঠিয়েছেন চাকরির আবেদনপত্র। কিন্তু আজ অবধি শিকে ছেঁড়েনি। তাই পেটের দায়ে এখন হাটেবাজারে ঘুরে ঘুরে ধূপকাঠি বিক্রি করেছেন বছর একত্রিশের ১০০ শতাংশ দৃষ্টিহীন তরুণ আশিস সাহা। বাড়ি রাজগঞ্জ ব্লকের ভক্তিনগরের ফুলবাড়ি-ডাবগ্রামে। বেলাকোবার শিকারপুর হাটে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, 'কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এমএ করেছি। আর বিএড পাশ করেছি শিলিগুড়ির শিব মন্দির কলেজ থেকে।'

পরিবারে রয়েছেন বাবা-মা ও তাঁরা তিন ভাই। বাবা আনন্দ সাহা পেশায় কৃষক। মা বেলারানি নিছকই বাড়ির বৌ। আশিসই বড়। মেজো ভাই শুভাশিস চাষাবাদে বাবাকে সাহায্য করে। ছোট ভাই দেবাশিসও ১০০ শতাংশ দৃষ্টিহীন। চতুর্থ শ্রেণি অবধি পড়াশোনা করে আর স্কুলে যায়নি। দিনরাত বাড়িতেই থাকে।

চাকরির জন্য ইতিমধ্যে একাধিক দপ্তরে পরীক্ষা দিয়েছেন আশিস। ২০২২ সালে প্রাইমারি টেট-এ পাশ করেছেন। কিন্তু এখনও ইন্টারভিউয়ের ডাক পাননি। তাই পেটের দায়ে বিভিন্ন হাটবাজারে ঘুরে ঘুরে ধূপকাঠি বিক্রি করেন। তাঁর গণ্ডি বেলাকোবার শিকারপুর, আমবাড়ি, নকশালবাড়ি, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ির কোর্ট মোড়, শিলিগুড়ি জংশন অবধি।

শিকারপুরের হাটে ধূপকাঠি বিক্রির ফাঁকে জানান, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, একবার ইন্টারভিউতে বসার সুযোগ পেলে সফল হবেনই। কথা প্রসঙ্গে বলেন, 'বর্তমান রাজ্য সরকার নানা প্রতিষ্ঠানে তাঁদের মতো দৃষ্টিহীনদের চাকরির কোটা বেঁধে দিয়েছে। সেক্ষেত্রে আমাকে অন্তত চুক্তিভিত্তিক চাকরির সুযোগ দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।'

এ প্রসঙ্গে শিকারপুর হাটের এক ক্রেতা শিবশংকর রায় বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত সহ প্রশাসনের উচিত এমন শিক্ষিত দৃষ্টিহীন তরুণের জন্য এগিয়ে আসা। অবিলম্বে সরকারের এঁদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা জরুরি।' শিকারপুর হাট ব্যবসায়ীর

বটতলা রেগুলেটেড মার্কেটে আশিস।

সমিতির সম্পাদক মহম্মদ সাইদুল জানান, 'প্রায় দু'মাস ধরে দৃষ্টিহীন ওই তরুণ হাটে লাঠি হাতে ঘুরে ঘুরে ধূপকাঠি বিক্রি করতেন। আমরা চাই, শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সরকার যেন এগিয়ে আসে।'

এ সম্পর্কে অল বেঙ্গল ব্লাইন্ড টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য দৃষ্টিহীন শিক্ষক বিপদতারণ দাস বলেন, 'স্নাতকোত্তর ও বিএড করা ১০০ শতাংশ দৃষ্টিহীন আশিস সাহা বেকারত্বের জ্বালায় পেটের তাগিদে হাটবাজারে ধূপকাঠি বিক্রি করছেন। আশা করি, সরকার ১০০ শতাংশ দৃষ্টিহীন আশিস সাহার মেধার মর্যাদা দিয়ে কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা করবে।'

# পিএফ উধাও, নালিশ দপ্তরে

**পূর্ণেন্দু সরকার**

**জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর :** নকল ডেথ সার্টিফিকেট সহ একাধিক কায়দায় গায়েব হচ্ছে চা বাগান শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা। ডুয়ার্সজুড়ে এভাবেই সক্রিয় হচ্ছে দালালচক্র। এই চক্রের সঙ্গে অধিকাংশ বাগানের পিএফ ক্লার্ক এবং বাগানের কর্মীদের যোগসাজশ রয়েছে। হাত রয়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নীচুতলার কর্মীদেরও। সোমবার ডুয়ার্সের প্রায় ৩৪টি চা বাগানের পিএফ সমস্যা জানাতে এসে এই অভিযোগ করল পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সমিতি। জলপাইগুড়িতে রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে সমিতির সদস্যরা এ বিষয়ে আলোচনা করলেন।

রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার পবনকুমার বনসাল অভিযোগ শোনার পর বললেন, 'চা বাগান শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের কাজ দ্রুত অনলাইন ব্যবস্থার মধ্যে এনে আমরা এই ধরনের সমস্যাগুলো থেকে শ্রমিকদের মুক্তি দিতে চাইছি। ইতিমধ্যে একটি বিশেষ পোর্টালও কাজ শুরু করেছে।'

তিনি জানান, এই ধরনের অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, চা বাগানের শ্রমিকরা বেশিরভাগই নিরক্ষর। সেই সুযোগ নিয়ে বেআইনি কাজগুলো করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'এই ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে যদি আমাদের দপ্তরের কোনও কর্মী জড়িত থাকার অভিযোগ পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।'

তবে নকল ডেথ সার্টিফিকেট পরীক্ষার কোনও বিশেষ ব্যবস্থা তাঁদের হাতে নেই। এই ব্যাপারে যাঁরা ডেথ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, সেই দপ্তর তার দায় নেবে। তাঁরা শুধু কিউআর কোড স্ক্যান করে দেখেন সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে সেটি প্রদান করা হয়েছে কি না।

## আজ টিভিতে

রোদ্দুর-ময়নার নিরুদ্দেশ সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনকে কাজে লাগিয়ে রাজারামের নতুন ষড়যন্ত্র। **পুবের ময়না** সোম থেকে শনি বিকেল ৫.৩০ **জি বাংলা**

### ধারাবাহিক

**জি বাংলা :** বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

**স্টার জলসা :** বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ রোশনাই, ১০.৩০ হরগৌরী পাইস হোটেল,

**কালার্স বাংলা :** বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা-আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

**আকাশ আট :** সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় - অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

**সান বাংলা :** সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

### সিনেমা

**জি বাংলা সিনেমা :** দুপুর ১২.০০ মহাজন, দুপুর ২.৫০ পবিত্র পাপী, বিকেল ৫.২০ বর কনে, রাত ৮.০০ বয়েই গেল (রিপিট), রাত ৯.৩০ পুত্রবধূ, রাত ১১.৫৫ শেষ থেকে শুরু

**জলসা মুভিজ :** দুপুর ১.৩০ রংবাজ, বিকেল ৪.২০ বাঘ বন্দি খেলা, সন্ধ্যা ৭.৩০ অরুন্ধতী, রাত ১০.২০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ১০.০০ ভাই আমার ভাই, দুপুর ১.০০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.০০ চ্যাম্পিয়ন, সন্ধ্যা ৭.৩০ চন্দ্রমল্লিকা, রাত ১০.০০ ফিদা

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ সাথী আমার

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ ২২শে শ্রাবণ

**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ প্রশ্ন

ফিদা রাত ১০ কালার্স বাংলা সিনেমা

পরদেশ দুপুর ২.১৫ জি বলিউড

পুত্রবধূ রাত ৯.৩০ জি বাংলা সিনেমা

বিগ ক্যাট টেলস দুপুর ১২.৫৮ অ্যানিমাল প্ল্যানেট


**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি**

নং. সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি-III, তারিখ ২৮.১১.২০২৪

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক **দুই পর্যায়ে হাওড়া ডিভিশন থেকে চলা ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৮ টি এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে।** (১) রেলওয়ে প্রশাসন আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে চলা ০৮টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৮ টি এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছে। (২) বিস্তারিত শর্তাবলী সম্বলিত অ-হস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। তৎকলাৎ ই-অকশনের জন্য বিডিং **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য, ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের এককালীন নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার নেওয়া আবশ্যক। **(১) অকশন ক্যাটালগ নং. : পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৪-১২এ । ট্রেন : ০৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৫ টি এসএলআর-এ; অকশন শুরুর তারিখ ও সময় :** ১১.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টায়। **(২) অকশন ক্যাটালগ নং. : পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৪-১২বি । ট্রেন : ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৩ টি এসএলআর-এ; অকশন শুরুর তারিখ ও সময় :** ১৩.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টায়।

HWH-453/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter


# সম্মেলন

**কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর :** সম্প্রতি সুপার অ্যাগ্রো ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের বাৎসরিক ডিলার সম্মেলন হল কোচবিহারে। সেখানে বিশিষ্ট কৃষিবিদরা ডিলারদের কৃষির উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ দেন। সংশ্লিষ্ট কোম্পানির এমডি গোপাল মিশ্র কৃষিকাজে জৈব সারের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি চাষিরা কীভাবে লাভবান হবেন তা নিয়েও বক্তব্য রাখেন।

# প্রশাসনকে চরমসীমা কেএলও'র

**গৌরহরি দাস**

**কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর :** আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের চাকরির বিষয়ে প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না করলে কোচবিহারে জোরদার আন্দোলন করার হুমকি দিল কেএলও লিংকম্যান এবং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে প্রশাসনের উদ্দেশে এমনই হুমকি দিয়েছে তারা।

সংগঠনের অভিযোগ, মূলস্রোতে ফিরে আসা তাদের সদস্যদের হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘদিন আগেই ঘোষণা করেছেন। তাদের সংগঠনের অন্তত দুই শতাধিক সদস্য রয়েছেন। যাঁদের কাগজপত্র নেওয়া সহ চাকরির ব্যাপারে পুলিশি ভেরিফিকেশন হলেও কোনও এক অজানা কারণে চাকরি হয়নি। এ নিয়ে কয়েক মাস আগেও তারা কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে আন্দোলনে বসেছিল। এরপর পুলিশ সুপার তাঁদের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিলেও তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

সংগঠনের সভাপতি তুষারকান্তি রায় বলেন, ''আমরা বুঝতে পারছি না মুখ্যমন্ত্রী বলার পরেও কেন আমাদের চাকরি দেওয়া হচ্ছে না। অথচ আমাদের কাগজপত্র নেওয়া থেকে শুরু করে পুলিশি 'ভেরিফিকেশন' দীর্ঘদিন আগেই হয়ে গিয়েছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ নিয়ে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা দেখব। এর মধ্যে চাকরির বিষয়ে প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে আমরা অনশন আন্দোলনে বসব।'


**বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি দুর্দান্ত অফার**

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় **উত্তরবঙ্গ সংবাদ**

**অল্প খরচে ওয়েবসাইট / ফেসবুকে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন**

- উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে অক্ষর প্রতি ১ টাকা দিলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে দিতে হবে অক্ষর প্রতি ১.৫০ টাকা।
- শুধুই উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ২ টাকা। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ৩ টাকা। কমপক্ষে ৫০টি অক্ষর হতে হবে।

**এই বিজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে দু সপ্তাহ ধরে রাখা হবে**

**অফারটি শুরু হচ্ছে ২ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে**



**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি**

নং. সি.২৮/এনএফআর/করেস্পন্ডেন্স/২১ তারিখঃ ২৮.১১.২০২৪

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনা আধিকারিক) মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও.- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে আউট অফ হোম (ওওএইচ), রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল এবং ডিজিটাল) নীতির অধীনে বিজ্ঞাপন লটের জন্য ই-অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে প্রকাশ করা হয়েছে। **অকশন ক্যাটালগ নং. এডিভিআরটি-মালদা-১২; অকশন শুরুর তারিখ ১১.১২.২০২৪ তারিখ বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে। মালদা ডিভিশনে আউট অফ হোম (ওওএইচ)-এর জন্য ই-অকশন; এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরি এবং স্টেশন যথাক্রমে-** এএ/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭১-২৩-১; ভাগলপুর। এএ/২; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএইচ-১৭৩-২৩-১; ভাগলপুর। এএ/৩; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএইচ-১৮০-২৩-১; ভাগলপুর। এএ/৪; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৭-২৩-১; ভাগলপুর। এএ/৫; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৮-২৩-১; ভাগলপুর। এএ/৬; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-২১৪-২৪-১; ভাগলপুর। এএ/৭; এডিভিটি- এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৬১-২৩-১; ভাগলপুর। **মালদা ডিভিশনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন। এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরি এবং স্টেশন যথাক্রমে-** এবি/১; এডিভিটি- এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসডি-১৯১-২৩-১; ভাগলপুর। এবি/২; এডিভিটি- এমএলডিটি- এমএলডিটি-ওএসডি-১৯০-২৩-১; মালদা টাউন। এবি/৩; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসডি -২০৬-২৪-১; মালদা টাউন। **মালদা ডিভিশনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল) এর জন্য ই-অকশন। এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরি এবং স্টেশন যথাক্রমে-** এসি/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন- ২০৯-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/২; এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএসএন- ১৪২-২৩-১; জামালপুর। এসি/৩; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৫-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/৪; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএসএন-১৫০-২২-১; ভাগলপুর। এসি/৫; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৯-২২-১ ভাগলপুর। এসি/৬; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১১৫-২৩-১; মালদা টাউন। এসি/৭; এডিভিটি-এমএলডিটি -এমএলডিটি-ওএসএন-১১৬-২৩-১; মালদা টাউন। এসি/৮; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএসএন-২০৩-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/৯; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৭-২৪-১;ভাগলপুর। এসি/১০; এডিভিটি-এমএলডিটি -বিজিপি-ওএসএন-১৫১-২৩-১; ভাগলপুর। এসি/১১; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৭-২২-১; ভাগলপুর। এসি/১২; এডিভিটি-এমএলডিটি- এমএলডিটি-ওএসএন-১১৪-২৩-১; মালদা টাউন। এসি/১৩; এডিভিটি-এমএলডিটি- জেএমপি-ওএসএন- ১৬০-২৩-১; জামালপুর। এসি/১৪; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১১-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/১৫; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৩-২২-১; ভাগলপুর। এসি/১৬; এডিভিটি-এমএলডিটি- বিজিপি-ওএসএন-২১৬-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/১৭; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৩-২৪-১;ভাগলপুর। এসি/১৮; এডিভিটি -এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৫-২২-১; ভাগলপুর। এসি/১৯; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৮-২২-১; ভাগলপুর। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিশদ বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-153/2024-25

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter


## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭৬২০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭৬৬০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৭২৮০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ৮৮৭০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ৮৮৮০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর


**SBI**

ভারতীয় স্টেট ব্যাংক
কেন্দ্রীয় নিয়োগ ও পদোন্নতি দপ্তর, কর্পোরেট সেন্টার, মুম্বাই
ইমেল: crpd@sbi.co.in

**চুক্তিভিত্তিক বিশেষজ্ঞ ক্যাডার-এ অফিসার নিয়োগ**

চুক্তিভিত্তিক নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে:

বিজ্ঞাপন নম্বর CRPD/SCO/2024-25/20

| পোস্টের নাম | শূন্যপদ | সর্বোচ্চ বয়স (কাট অফ 01.08.2024) |
|---|---|---|
| হেড (প্রোডাক্ট, ইনভেস্টমেন্ট এবং রিসার্চ) | 01 | 50 |
| জোনাল হেড | 04 | 50 |
| রিজিওনাল হেড | 10 | 50 |
| আরএম-টিম লিড | 09 | 42 |
| সিআরটি (প্রোডাক্ট লিড) | 01 | 45 |

যোগ্যতার মানদণ্ড (বয়স, অভিজ্ঞতা, কাজের পরিধি ইত্যাদি), শূন্যপদের বিশদ বিবরণ, প্রয়োজনীয় ফি এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ এবং অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার পাশাপাশি আবেদনের ফি জমা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **https://bank.sbi/web/careers**-এ লগ ইন করুন। আবেদন করার এবং ফি জমা দেওয়ার আগে যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিবরণ নিশ্চিত করতে বিশদে বিজ্ঞাপন দেখুন। যে কোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এই লিঙ্ক **(https://bank.sbi/web/careers/post-your-query)**-এ গিয়ে **"CONTACT US"—> "Post Your Query"**-তে লিখে জানান।

- অনলাইন আবেদন এবং ফি প্রদানের তারিখ: **27.11.2024** থেকে **17.12.2024** পর্যন্ত।

স্থান: মুম্বাই
তারিখ: 27.11.2024

মহাপ্রবন্ধক (আরপি এবং পিএম)


## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
**৯৪৩৪৩১৭৩৯১**

মেষ : দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। প্রেমের সমস্যা কাটবে। বৃষ : বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। বিপন্ন পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। মিথুন : ছেলের পরীক্ষার ভালো ফলে আনন্দ। ব্যবসার জন্যে অতিরিক্ত ধার এখনই করবেন না। কর্কট : আজ কোনও বন্ধুর সহায়তা পেয়ে লাভবান। মেয়ের চাকরির সংবাদে আনন্দ। সিংহ : সারাদিন আলস্যে কাটবে। বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। কন্যা : বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। ব্যবসায় আজ বাড়তি লাভ হতে পারে। তুলা : অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সমস্যার সম্মুখীন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। বৃশ্চিক : সন্তানের জন্যে হঠাৎ উদ্বেগ। বাবার পরামর্শে ব্যবসার সমস্যা কাটবে। ধনু : যে কোনও কাজেই আজ সাফল্য আসবে। পেটের সমস্যায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। মকর : পরিশ্রমে যাবে আজকে দিনটি। প্রেমের সঙ্গীকে সময় না দিলে ভুল করবেন। কুম্ভ : ব্যবসার জন্যে বাড়তি ঋণ করতে হতে পারে। বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। মীন : কর্মক্ষেত্রে জটিল কাজ সমাধান করে প্রশংসাপ্রাপ্তি। হারানো দ্রব্য ফিরে পেতে পারেন।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১, ভাঃ ১২ অগ্রহায়ণ, ৩ ডিসেম্বর, ২০২৪, ১৭ অঘোন, সংবৎ ২ মার্গশীর্ষ সুদি, ৩০ জমাঃ আউ। সূঃ উঃ ৬।৭, অঃ ৪।৪৮। মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া দিবা ১২।৩৫। মূলানক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।০। শূলযোগ অপরাহ্ন ৪।১০। কৌলবকরণ দিবা ১২।৩৫ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ১২।৩১ গতে গরকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, সন্ধ্যা ৫।০ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ১২।৩৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১২।৩৫ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৭।২৭ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৮ গতে ৮।৮ মধ্যে। যাত্রা – নাই, দিবা ১২।৩৫ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং তৃতীয়ার সপিণ্ডন। দিবা ১২।৩৫ মধ্যে চন্দ্রদগ্ধা। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস (৩ ডিসেম্বর)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৪৫ গতে ১১।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৫ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১২।৪ মধ্যে ও ১।৫২ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৫। ২৭ গতে ৬।৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩৫ মধ্যে।

# আন্দোলনের ফাঁসে মহাসড়ক

২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে জলপাইগুড়ির চূড়াভাণ্ডারে এসে ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি ৪১ কিমি রাস্তায় চার লেনের ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর বা মহাসড়কের কাজের সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর তখন থেকেই রাস্তার ধারে বসবাসকারী ব্যবসায়ীরা উচ্ছেদের আশঙ্কায় আন্দোলন শুরু করেন। ব্যবসায়ীদের মূল দাবি, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন। মাঝে দু'বছর মহাসড়কের কাজ বন্ধ ছিল। ঠিকাদারদের জটিলতা কাটিয়ে এখন ফের মহাসড়কের কাজ শুরু হচ্ছে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের দাবি পূরণ হয়নি এখনও। তাই রাস্তার কাজ শুরু হতেই ব্যবসায়ীদের আন্দোলন ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে। গত পাঁচ বছরের সেই আন্দোলনের খতিয়ান তুলে ধরলেন সুভাষ বর্মন ও অভিজিৎ ঘোষ।

## ঘটনার ঘনঘটা

**১৮ মার্চ, ২০১৯** — লোকসভা ভোট বয়কটের ডাক দেয় আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক ব্যবসায়ী সংগ্রাম কমিটি। স্মারকলিপি দেওয়া হয় বিডিওকে। পরে রাজনৈতিক নেতাদের আশ্বাসে ভোট বয়কট থেকে সরে আসেন ব্যবসায়ীরা।

**২৪ মার্চ, ২০১৯** — পলাশবাড়িতে ব্যবসায়ীদের বৈঠক ও প্রতিবাদ মিছিল। যা নিয়ে তৃণমূল-বিজেপি রাজনৈতিক তর্জা হয়।

**৩০ মার্চ, ২০১৯** — ঘরঘরিয়ায় ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ। ভোট বয়কটের ডাক।

**২ জানুয়ারি, ২০২২** — দোকান বন্ধ রেখে সোনাপুর চৌপথিতে পথসভা ব্যবসায়ীদের।

**৩ জানুয়ারি, ২০২২** — ফের একই দাবিতে পলাশবাড়িতে ব্যবসায়ীদের সভা ও প্রতিবাদ মিছিল হয়।

**২৫ জানুয়ারি, ২০২২** — বিডিও অফিসের সামনে ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ।

**২১ অগাস্ট, ২০২২** — পাকা ঘরের দাবিতে সোনাপুরে ব্যবসায়ীদের মিছিল।

**৩০ জুলাই, ২০২৩** — ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ীদের জমায়েত কর্মসূচি। দিনভর সেই জমায়েত চলে।

**৯ অগাস্ট, ২০২৩** — নিজেদের দাবির কথা জানাতে ডুয়ার্সকন্যা অভিযান করে শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতি।

**১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২** — সোনাপুরে উচ্ছেদ নোটিশের প্রতিবাদে ব্যবসায়ীদের অবরোধ।

**৫ মে, ২০২৪** — ফের পলাশবাড়িতে ব্যবসায়ীদের আলোচনা সভা ও প্রতিবাদ মিছিল।

**১৩ মে, ২০২৪** — আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসককে ব্যবসায়ীদের দাবিপত্র পেশ।

**২১ মে, ২০২৪** — দোকান বন্ধ রেখে দিনভর পলাশবাড়িতে ব্যবসায়ীদের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি।

**২৩ জুলাই, ২০২৪** — ব্যবসায়ীদের বাইক মিছিল। সেদিন পলাশবাড়ি থেকে বাইক মিছিল করে আলিপুরদুয়ার-১'এর বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

**১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** — ডুয়ার্সকন্যায় জেলা প্রশাসন ও ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের বৈঠক।

## ব্যবসায়ীরা বলছেন

ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি পূরণ হলেই আন্দোলন থামবে। আমরা মহাসড়কের পক্ষে। তবে দাবি না মিটিয়ে বুলডোজার চালিয়ে দোকান ভাঙা চলবে না।

– নিখিলকুমার পোদ্দার, *সম্পাদক শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতি*

## সড়ক কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর ছিলেন প্রদ্যুৎ দাশগুপ্ত। ২০২৪ সালে প্রদ্যুৎ ফের একই দায়িত্বে আসেন। গত শনিবার তিনি অবসরগ্রহণ করেন। এখনও নতুন প্রোজেক্ট ডিরেক্টর আসেননি। তবে প্রদ্যুৎ বলেন, 'এখন এই রাস্তার জটিলতা অনেকটাই কেটেছে। কাজ শুরুও হয়েছে। ব্যবসায়ীদের সমস্যার বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের দেখা উচিত।'

## টুকরো খবর

### প্রস্তুতি সভা

**কামাখ্যাগুড়ি, ২ ডিসেম্বর :** মারাখাতায় বীর বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে ১৪ ডিসেম্বর। সেই উপলক্ষ্যে হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। খোয়ারডাঙ্গা-১ অঞ্চলের অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের তরফে সোমবার প্রস্তুতি সভা ডাকা হয়। ছিলেন সম্পাদক অনুপকুমার খালকো, সিমসন এক্কা, লুকাস কুজুর সহ অন্যরা। অনুপ জানান, এই অনুষ্ঠান আদিবাসী একতার জন্য।

### প্রি-ক্রিসমাস

**কালচিনি, ২ ডিসেম্বর :** বড়দিনের এখনও সপ্তাহতিনেক বাকি। তার আগে কালচিনি ব্লকে মধ্য সাতালি গ্রামের চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়ায় সোমবার পালিত হল প্রি-ক্রিসমাস উৎসব। গির্জা প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রায় দেড়শো দুঃস্থর হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। দিনভর প্রভু যিশুর বাণীপাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বাবুল সুবা, পাস্টার স্যামুয়েল যাদব প্রমুখ।

### মাঠ সাফাই

**পলাশবাড়ি, ২ ডিসেম্বর :** আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে সোমবার মেজবিল রাসমেলার মাঠ সাফাই করা হল। এবার এই মাঠে টানা আটদিনের রাসমেলা হয়। তারপর থেকে বিক্ষিপ্তভাবে মাঠ সাফাই চলে। তবে এদিন ভালোভাবে পুরো মাঠ চত্বর সাফাই করা হয় বলে জানান মেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক তপন বর্মন।

### আলোচনা সভা

**ফালাকাটা, ২ ডিসেম্বর :** ফালাকাটা ব্লকের শিশাগোড়ের পথের পরিচয় সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ ২০২৫ সালে। সেই উপলক্ষ্যে সোমবার ক্লাবে আলোচনা সভা হয়। সভায় গঠিত হয় সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন কমিটি। সেই কমিটির সভাপতি হন জয়ন্ত সরকার। যুগ্ম সম্পাদক হন ঘনশ্যাম বর্মন এবং সুব্রত সরকার। বিমলকুমার বর্মনকে করা হয় কোষাধ্যক্ষ। সামনের বছরের জানুয়ারি মাস থেকে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের নানা অনুষ্ঠান শুরু হবে বলে ক্লাবের সভাপতি মিঠুন সরকার জানিয়েছেন।

### পদ্মের সভা

**শালকুমারহাট ও সোনাপুর, ২ ডিসেম্বর :** বিজেপির সদস্যতা অভিযান নিয়ে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটে আলোচনা সভা হল। সোমবার বিজেপির স্থানীয় প্রবীণ নেতা হেমন্তকুমার রায়ের বাড়িতে দলের কর্মসূচি নিয়ে বৈঠক করেন সদস্যতা অভিযান কর্মসূচির জেলা ইনচার্জ মিঠু দাস। সেখানে শালকুমারহাটের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কীভাবে দলের সদস্য বাড়ানো যায় সেসব নিয়ে মিটিংয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ব্লকের মথুরা বাজারে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলে। সেখানে ছিলেন জেলা বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি রূপন দাস, ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি জয়দেব রায় প্রমুখ।

### লাইসেন্স বাতিলের হুমকি

# আলুবীজের দোকানে প্রশাসনিক অভিযান

*কামাখ্যাগুড়ি বাজারে প্রশাসনিক কর্তাদের হানা। সোমবার। - সংবাদচিত্র*

পিকাই দেবনাথ

**কামাখ্যাগুড়ি, ২ ডিসেম্বর :** অবশেষে প্রশাসনের শীতঘুম ভাঙল। বাড়তি দাম নেওয়া বেশকিছু দোকানে সোমবার সকালে হানা দিলেন জেলার সহ কৃষি অধিকর্তা, ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা। এমন বিক্রেতাদের হুঁশিয়ারি দিয়েছে প্রশাসন। কৃষিকর্তাদের স্পষ্ট নির্দেশ, অতিরিক্ত দাম আদায় প্রমাণিত হলে শুধু আইনানুগ ব্যবস্থাই নয়, এমন বিক্রেতার লাইসেন্সও বাতিল করা হবে। এদিন এই অভিযানের জেরে বাজারে বীজের দাম হঠাৎই অনেকটা কমে যায়। ফলে চাষিদের মুখে হাসি ফোটে। সোমবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে কামাখ্যাগুড়িতে উন্নতমানের আলুবীজ বিক্রিতে কালোবাজারির খবর প্রকাশিত হয়। কৃষকদের একাংশের দাবি, কামাখ্যাগুড়িতে উন্নত আলুর বীজের দাম ধূপগুড়ির বাজারের তুলনায় অনেকটাই বেশি। ফলে, বিপাকে পড়েন ক্ষুদ্র আলুচাষিরা। এদিন বাজারে হানা দেন আলিপুরদুয়ার জেলার সহ কৃষি অধিকর্তা (শস্য সুরক্ষা) অম্লান ভট্টাচার্য ও কুমারগ্রামের ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা রাজীব পোদ্দার। হানার পরই বাজারে বীজের দাম কমতে দেখা যায়। উন্নতমানের লাল ও সাদা আলুর বীজের দাম নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রশাসনের এমন ভূমিকায় খুশি ক্ষুদ্র চাষিরা। দুই আধিকারিক প্রত্যেকটি দোকানে ঢুকে লাইসেন্স খতিয়ে দেখেন। বীজের অতিরিক্ত দাম নেওয়া প্রসঙ্গে বিক্রেতাদের হুঁশিয়ারি দেন। তাঁরা স্পষ্ট ঘোষণা করেন, যদি কোনও বীজ ব্যবসায়ী বাড়তি মুনাফার জন্য বেশি দামে বীজ বিক্রি করেন তাহলে আগামীদিনে তাঁদের লাইসেন্স বাতিল করা হবে। এদিন তাঁরা বাজারে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের বীজ কিনতে সাহায্য করেন।

**উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জের**

এদিনের অভিযান সম্পর্কে রাজীব পোদ্দার বলেন, 'সরেজমিনে তদন্তে প্রত্যেকটি দোকানে অভিযান চালানো হয়েছে। ব্যবসায়ীদের স্পষ্ট বলা হয়েছে, এরপর যদি কোথাও এমন অভিযোগ আসে তা প্রমাণিত হলে প্রশাসন কঠোর আইনানুগ পদক্ষেপ করবে। শুধু তাই নয়, লাইসেন্সও বাতিল করা হবে।' জেলার সহ কৃষি অধিকর্তা জানান, ফের এমন অভিযান চালানো হবে। কোথাও চাষিদের থেকে বাড়তি দাম নেওয়ার ঘটনা প্রমাণিত হয় তবে কঠোর আইনি ব্যবস্থা সহ লাইসেন্স বাতিল করা হবে। উল্লেখ্য, কামাখ্যাগুড়ির বাজারে আলুর বীজের চড়া দামে চাষিদের নাভিশ্বাস উঠছিল। তাই, তাঁরা বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে বীজ আনছিলেন। কামাখ্যাগুড়ি বাজারে উন্নতমানের সাদা পঞ্জাব বীজের ৫০ কেজির প্যাকেটের দাম ছিল ৩২০০ টাকা। আর উন্নত লাল আলু বীজের দাম প্রতি প্যাকেট ছিল ৭০০০ থেকে ৭৫০০ টাকা। ধূপগুড়ি বাজারে এখন ওই একই বীজের দাম যথাক্রমে ২৬৫০ থেকে ২৭০০ টাকা আর ৫৫০০ থেকে ৫৮০০ টাকার মধ্যে। এদিন অভিযানের পর আলুচাষি সুধীর রায় বলেন, 'প্রশাসন যদি নিয়মিত বাজারে এমন নজরদারি চালায় তাহলে গরিব চাষিরা উপকৃত হবেন।' কৃষি সার উপকরণ ব্যবসায়ী সমিতির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি সুপ্রিয় আইচ বলেন, 'এমন ঘটনা কাম্য নয়।' আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি সুখময় রায় জানান, নিয়মিত অভিযান না হলে আন্দোলন চালাবে।

### জলের মেশিন

**কুমারগ্রাম, ২ ডিসেম্বর :** কুমারগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়ে সোমবার পরিশ্রুত পানীয় জলের মেশিন বসানোর কাজ শুরু হল। ফলে খুশি ছাত্রী, শিক্ষিকারা। স্কুলের টিআইসি সংগীতা দাস বলেন, 'স্কুলে পরিশ্রুত জল না থাকায় প্রচণ্ড সমস্যা হচ্ছিল। পিএইচই'র টাইমকল থেকে ছাত্রীরা পানীয় জল সংগ্রহ করত। এনিয়ে প্রশাসনে আবেদন জানালে জলপ্রকল্পের অনুমোদন মিলেছে।' কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সৌভিক দাস জানান, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন তহবিল থেকে আড়াই লাখের কিছু বেশি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। দেড় মাসে কাজ শেষ হবে।

### বৈঠক

**কুমারগ্রাম, ২ ডিসেম্বর :** আবাস যোজনার সরকারি ঘর নিয়ে সোমবার বৈঠক করল বিজেপি। দলের কুমারগ্রাম ২ নম্বর মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে এন্ডিবাড়ি জগদ্ধাত্রীমেলার মাঠে আয়োজিত বৈঠকে মণ্ডলের পদাধিকারী, মোর্চা সভাপতি এবং জেনারেল সেক্রেটারি, অঞ্চল প্রমুখ, শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির জনপ্রতিনিধি, বুথ সভাপতি ছাড়াও জেলা এবং রাজ্য স্তরের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। মণ্ডল সভাপতি নলিত দাস জানান, 'সবার উপস্থিতিতে বৈঠক সফল হয়েছে।'

## জেলার খেলা

### তৃতীয় পশ্চিমবঙ্গ

**তুফানগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর :** কোচবিহার জেলা সফট বল অ্যাসোসিয়েশন ও তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে ১৪তম পূর্বাঞ্চল সিনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে তৃতীয় হয় পশ্চিমবঙ্গ। উভয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ওড়িশা। রানার্স মণিপুর।

*ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস ওড়িশা পুরুষ দলের।*

### সিরিজ ডুয়ার্সের

**আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর :** ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্যোগে এবং আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাবের সহযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৯ ডুয়ার্স কাপ ফ্রেন্ডশিপ সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিতল ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। সোমবার দ্বিতীয় ম্যাচে ডুয়ার্স ৩৩ রানে বেনারস কমলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। প্রথমে ডুয়ার্স ৩৩ ওভারে ১৪৮ রানে অল আউট হয়। শুভম ঘোষ ৩৭ রান করে। মণীশ কুমার ৪১ রানে পেয়েছে ৬ উইকেট। জবাবে কমলা ২৩.২ ওভারে ১১৫ রানে গুটিয়ে যায়। সমীর রঞ্জন ২৭ রান করে। তন্ময় দেবনাথ ৪ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। রবিবার প্রথম ম্যাচে ডুয়ার্স ৬ উইকেটে হারিয়েছিল বেনারসকে। সিরিজের সেরা তুষার ভরদ্বাজ। সেরা ব্যাটার অভিজিৎ পাল। সেরা বোলার মণীশ কুমার।

*সিরিজ জেতার পর অ্যাকাডেমির খেলোয়াড়রা।*

# ইকো পর্যটন প্রসারে হবে মাস্টার প্ল্যান

**জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর :** জলপাইগুড়ি জেলার ইকো পর্যটনশিল্প প্রসারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ইকো ট্যুরিজম বোর্ডের নয়া উদ্যোগ। জেলার জনজাতিদের সংস্কৃতি, হেরিটেজ, স্থাপত্য, রাজাদের ইতিহাস, চা বাগান ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ভিত্তি করে রাজ্য ইকো ট্যুরিজম বোর্ড মাস্টার প্ল্যান তৈরির তৎপরতা শুরু করল। সোমবার জেলা শাসক শামা পারভিনের সঙ্গে বৈঠক করে রাজ্য ইকো ট্যুরিজম বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজ বসু একথা জানিয়েছেন। শামা বলেন, 'এদিন মৌখিক আলোচনা হয়েছে। লিখিত প্রস্তাব দিতে বলা হয়েছে।'

জলপাইগুড়ি জেলায় ইকো পর্যটন প্রসারে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব আছে। শুধু ইকো পর্যটনকেন্দ্রে পর্যটকদের আতিথেয়তা করলে হবে না। সেখানে স্থানীয় হস্তশিল্প, স্থানীয় বাসিন্দাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরার মতো বিষয়গুলি রাখতে হবে। তিস্তার বোরোলি মাছ থেকে চা বাগান ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর জায়গায় ঘোরানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাছাড়া যাঁরা গাইড হবেন তাঁদের অভিজ্ঞ সংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।'

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, কখনও উৎকর্ষ বাংলা, জেলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে পর্যটন গাইডদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। গজলডোবায় পাখি চেনানো নিয়ে স্থানীয়দের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পিতভাবে কোনও ইকো পর্যটন প্রকল্প গড়ে না ওঠায় এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা রোজগারের রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন না। সেজন্য এবার সুপরিকল্পিতভাবে জেলার ইকো পর্যটনশিল্প প্রসারে মাস্টার প্ল্যানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রাজ বসুর কথায়, 'স্থানীয় ঐতিহ্য, জনজাতির লোকসংস্কৃতির সঙ্গে বৈকুণ্ঠপুরের ইতিহাস যুক্ত করে জেলার ইকো পর্যটন প্রসারের পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। নতুন স্পট আবিষ্কার করে পরিকল্পিত ইকো পর্যটন পরিষেবা গড়ে তুলতে হবে।' তাঁর সংযোজন, 'জেলায় সীমান্ত রয়েছে। কিন্তু সীমান্ত পর্যটনে কোনও পরিকল্পনা নেই। তিনবিঘা বা দক্ষিণ বেরুবাড়ির আন্দোলনের স্মারক, ভুটান সীমান্তের অপরূপ প্রকৃতিকে গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা চাই জেলা প্রশাসন এবিষয়ে সহযোগিতা করুক। আমরা জেলার ইকো পর্যটন প্রসারে মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের উদ্যোগ নেব।'

# ক্রিকেটে সোনাপুরের স্বপ্ন পঙ্কজ

অভিজিৎ ঘোষ

**সোনাপুর, ২ ডিসেম্বর :** চারদিকে রোশনাই। ঝাঁ চকচকে হলঘর। ক্যামেরা, জায়েন্ট স্ক্রিনের মাঝে মঞ্চে দাঁড়িয়ে খেলোয়াড়দের নাম এবং তাঁদের দর হাঁকছে অকশনিয়ার। মঞ্চের সামনে গোল টেবিলে বসে খেলোয়াড়দের জন্য 'বিড' করছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। কয়েকদিন আগে টিভি এবং মোবাইলের পর্দায় আইপিএল নিলামের এমন ছবি দেখেছেন অনেকেই। শনি এবং রবিবার রাতে সৌদি আরবের সেই খেলোয়াড়দের নিলামের চেনা ছবিটা দেখা গেল সোনাপুর চৌপথিতে। সৌজন্যে পূজারি সংঘ। ক্লাবটির পরিচালনায় পিএস প্রিমিয়ার লিগের খেলোয়াড়দের আইপিএলের আদলে নিলাম হয়েছে।

সোনাপুর চৌপথির পাশে দুর্গা মন্দিরের সামনে ত্রিপল টাঙিয়ে নিলাম হয়েছে। সৌদি আরবে আলোর ঝলকানি থাকলেও এখানে ছিল আলো-আঁধারের খেলা। আইপিএল কোটি কোটি টাকার খেলা, সোনাপুরের এই টুর্নামেন্ট চলছে লাখের বাজেটে। তবে আইপিএলের নিয়মে খেলোয়াড়দের নাম ডাকা হচ্ছে। টেবিলে বসে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো খেলোয়াড়দের জন্য হাত তুলছে। প্রোজেক্টরের মাধ্যমে সব খেলোয়াড়ের ছবি এবং তথ্য তুলে ধরা হয়। সেটা দেখে খেলোয়াড় পছন্দ করে দলগুলো।

*টুর্নামেন্টের প্রস্তুতিতে চলছে অনুশীলন।*

নজর কেড়েছেন পঙ্কজ খাড়িয়া। এবারের নিলামে ২৭ কোটি টাকা পেয়ে সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় ঋষভ পন্থ। কালচিনি ব্লকে মেন্দাবাড়ির তরুণ খেলোয়াড় পঙ্কজ এই টুর্নামেন্টের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়। মাহিন্দ্রা মুন্না সুপারস্টার ১৪২৫ টাকা দিয়ে পঙ্কজকে কিনেছে। এমন দাম পেয়ে খুশি পঙ্কজ নিজেও। তাঁর কথায়, 'কয়েক বছর আগে এইরকম টুর্নামেন্ট হয়েছিল কালচিনিতে। তখন খেলেছিলাম। আবার সোনাপুরে টুর্নামেন্ট হবে।' তপসিখাতার দীপন দেবনাথকে ১৪০০ টাকায় কিনেছে মাহিন্দ্রা মুন্না সুপারস্টারই।

এই দলটি সহ মোট সাতটি দল রয়েছে টুর্নামেন্টে। শনিবার এবং রবিবার দুই রাতে খেলোয়াড়দের নিলাম দেখতে ভালোই লোকের ভিড় দেখা যায়। শীতের মধ্যে নতুন অভিজ্ঞতা নিতে আসেন ওই এলাকার অনেকে। আইপিএলে মল্লিকা সাগর খেলোয়াড়দের দর এবং তথ্য তুলে ধরেছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর সামনে। সোনাপুরে সেই দায়িত্ব সামলান ক্লাব সদস্য বাপ্পা দে, জ্যোতির্ময় রায়রা।

টুর্নামেন্টের বিষয়ে পরিচালন কমিটির সদস্য মহাদেব পাল বলেন, 'গতবছর থেকে এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। তবে এই প্রথম নিলাম করা হচ্ছে। এইভাবে একদিকে খেলোয়াড়দের আগ্রহ যেমন বাড়ানো যাবে, তেমনই আবার টুর্নামেন্টের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ বাড়বে।

৮ ডিসেম্বর থেকে টুর্নামেন্ট শুরু হয়ে চলবে প্রায় দেড় মাস ধরে। এই নিলামের জন্য ১১২ জন খেলোয়াড় রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন। আলিপুরদুয়ার জেলা ছাড়াও অন্য জেলা থেকে খেলোয়াড়রা এতে অংশ নিয়েছেন। সব ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছ থেকে ক্লাব ১২ হাজার টাকা করে নিয়েছে টুর্নামেন্টের জন্য। এর মধ্যে ৬ হাজার টাকা খেলোয়াড়দের কেনার জন্য ব্যবহার করার নিয়ম ছিল। বাকিটা টুর্নামেন্টের এন্ট্রি ফি।

# অনুপ্রবেশের পথে আটক ৩৯৭

## বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের এদেশে আসার চেষ্টা

সাগর বাগচী

**শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর :** বাংলাদেশে অস্থির পরিবেশ তৈরি হওয়ার পর থেকে গত চার মাসে উত্তরবঙ্গে অনুপ্রবেশের চেষ্টা দ্বিগুণ বেড়েছে। এই দাবি সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর। বিএসএফের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে অনুপ্রবেশের সময় ৩৯৭ জনকে আটক করা হয়েছে। যার মধ্যে অগাস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১৪৯ জন ধরা পড়েছে। উত্তরবঙ্গজুড়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভাগ হওয়া ১০ শতাংশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই। অনুপ্রবেশের চেষ্টা বাড়ায় সেই সীমান্ত এখন বিএসএফের মাথাব্যথার অন্যতম কারণ। বিশেষ করে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের এদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বিএসএফের কাছে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিএসএফ সূত্রে খবর উত্তরবঙ্গে বাংলাদেশের পঞ্চগড়, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলা থেকে অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছে। এই তৎপরতা রুখতে বিএসএফ বাড়তি নজরদারি শুরু করেছে। সোমবার কদমতলা ক্যাম্পে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিষয়টি নিয়ে বিএসএফের নর্থবেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের আইজি সূর্যকান্ত শর্মা বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুততার সঙ্গে ফাঁকা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর কথা বলেছে। সেইমতো কাজ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সমস্ত ধরনের সহযোগিতা করছে। তাছাড়া, যেখানে কাঁটাতারের বেড়া নেই, সেখানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সীমান্তে নজরদারি চালানো হচ্ছে। এজন্য প্রচুর ক্যামেরা, বায়োমেট্রিক মেশিন লাগানো হয়েছে।' এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের ডিআইজি (জেনারেল) কুলদীপ সিং, ডিআইজি (অপারেশন) সঞ্জয় শর্মা সহ অন্য কর্তারা। এদিন এখানে ৬০তম রাইজিং ডে উপলক্ষ্যে গাছের চারাও লাগানো হয়।

বিএসএফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ৩০০ জন অনুপ্রবেশকারীকে আটক করা হয়েছিল। যার মধ্যে ১২৭ জন বাংলাদেশি ও ১৭৩ জন ভারতীয় ছিল। এবছর জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১৯৪ জন বাংলাদেশের বাসিন্দা, ১৯৭ জন ভারতীয়, ৩ জন রোহিঙ্গা এবং অন্য শ্রেণির তিনজন ধরা পড়েছে। গত চার মাসে অনুপ্রবেশের সময় ধৃতদের মধ্যে ১১৪ জন বাংলাদেশি ও ৩৫ জন ভারতীয় রয়েছে। চলতি বছর অনুপ্রবেশকারীদের গবাদিপশু, মাদক ও সোনা পাচারের চেষ্টা বিএসএফ রুখে দিয়েছে। এবছর মোট ১৮ কোটি টাকার সামগ্রী পাচারের আগে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

সংবাদমাধ্যমের খবর হল, হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা অনেক বেড়ে গিয়েছে। হিংসাত্মক ঘটনার জেরে সংখ্যালঘুরা এদেশে চলে আসার চেষ্টা করেছেন। কোচবিহারের শীতলকুচির কাছে বাংলাদেশের প্রচুর নাগরিকের এদেশে চলে আসার চেষ্টার ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়। সেই সময় বিএসএফের তরফে বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশের (বিজিবি) সহযোগিতায় ওপারেই বাংলাদেশের নাগরিকদের আটকে দেওয়া হয়।

বিষয়টি নিয়ে সূর্যকান্ত শর্মা বলেন, 'অনুপ্রবেশের যখনই ঘটনা হয় তখনই আমরা বিজিবির সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করছি। ফ্ল্যাগ মিটিং আগের চাইতে অনেক বেশি হচ্ছে। রবিবারও ১০টির বেশি জায়গাতে ফ্ল্যাগ মিটিং হয়েছে। বিজিবির সঙ্গে সমন্বয় রেখেই কাজ হচ্ছে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সব সময় আমাদের যোগাযোগ রয়েছে।'

এদেশের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সহ বিভিন্ন পরিচয়পত্রের নকল বানিয়ে বাংলাদেশ থেকে এদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে যে সমস্ত পরিচয়পত্র নকল তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বিএসএফ চিঠি দিয়েছে। তবে ওপার বাংলায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হলেও বিএসএফ দুই দেশের মধ্যে মিলনমেলা এখনই বন্ধ করতে চাইছে না। আইজি সূর্যকান্তের কথায়, 'মিলনমেলায় সমন্বয়কারী বিভিন্ন এজেন্সিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে।'

ফুলবাড়ি সীমান্তে বিএসএফের কড়া নজরদারি

**হবে মিলনমেলা**

- বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের এদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বিএসএফের চিন্তা বাড়িয়েছে
- কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুততার সঙ্গে ফাঁকা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া লাগানোর কথা বলেছে
- অনুপ্রবেশ রুখতে বিএসএফ-বিজিবি ফ্ল্যাগ মিটিং আগের চাইতে অনেক বেশি হচ্ছে
- ওপার বাংলা অশান্ত হলেও বিএসএফ দুই দেশের মিলনমেলা বন্ধ করতে চাইছে না

নিঃস্বর্গ। রায়মাটাংয়ে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

# রোগীকল্যাণ সমিতিতে বড় বদল

## আরজি করে বাদ সুদীপ্ত, উত্তরবঙ্গে ফের গৌতম

রণজিৎ ঘোষ

**শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর :** মেডিকেল কলেজগুলোর রোগীকল্যাণ সমিতিতে পুনরায় শাসকদলের জনপ্রতিনিধি এবং নেতানেত্রীদের জায়গা দিল রাজ্য সরকার। তাৎপর্যপূর্ণভাবে আরজি করের রোগীকল্যাণ সমিতি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিধায়ক সুদীপ্ত রায়কে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণামতো মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান করা হয়েছে ঠিকই, তবে মনে করা হচ্ছে জনপ্রতিনিধি বা নেতানেত্রীরাই সমিতি পরিচালনায় মূল ভূমিকা পালন করতে চলেছেন। কথা প্রসঙ্গে একটি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ বললেন, 'আমি তো নাম কা ওয়াস্তে রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। শাসকদলের নেতাদের বাদ দিয়ে আমি বৈঠক পরিচালনা করব, সেটা ভাবাও কঠিন।'

সোমবার স্বাস্থ্য দপ্তর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রাজ্যের ২৪টি মেডিকেলে রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য হিসেবে একজন করে জনপ্রতিনিধির নাম জানিয়েছে। সেই তালিকা অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, জলপাইগুড়ি সরকারি মেডিকেলে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, কোচবিহার এমজেএন মেডিকেলে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, রায়গঞ্জ সরকারি মেডিকেলে বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, মালদা মেডিকেলে ইংরেজবাজারের পুর চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীকে সদস্য করা হল। দায়িত্ব প্রসঙ্গে গৌতম বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গ মেডিকেল আমার চেনা জায়গা। এর আগেও সেখানে কাজ করেছি। নতুন করে আবার দায়িত্ব পেলাম। শীঘ্রই রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক করব।'

কলকাতার আরজি কর মেডিকেলের রোগীকল্যাণ সমিতি থেকে বিধায়ক সুদীপ্ত রায়কে আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার সেখানে অতীন ঘোষকে সদস্য করা হয়েছে। অরূপ বিশ্বাসকে এসএসকেএম, শান্তনু সেনকে সরিয়ে সুপ্তি পান্ডেকে এনআরএস এবং সাগর দত্ত মেডিকেলের রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য হিসেবে বেছে নেওয়া হল মদন মিত্রকে।

জনপ্রতিনিধি এবং নেতারা কমিটিতে আসায় ফের মেডিকেল কলেজগুলোতে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে রোগী পরিষেবার সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য ভবনের এক শীর্ষস্থানীয় কর্তার কথায়, 'প্রতিটি মেডিকেল কলেজকে নতুন কমিটিকে নিয়ে দ্রুত রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক ডাকতে বলা হয়েছে।' তবে, এখনও এই কমিটি নিয়ে জটিলতা রয়েছে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্য দপ্তরের একাংশ।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ডের পর থেকে রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতি ঘোষণা করে মেডিকেল কলেজগুলোতে আন্দোলন শুরু করেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। তার মাঝেই একদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরজি করের আন্দোলন মঞ্চে গিয়ে রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতি ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। সেখানেই তিনি জানিয়েছিলেন, কলেজ অধ্যক্ষদের চেয়ারম্যান পদে বসিয়ে নতুন করে সমিতি গঠন করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর ১ অক্টোবর স্বাস্থ্য দপ্তর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। যেখানে কলেজ অধ্যক্ষকে চেয়ারম্যান, হাসপাতাল সুপারকে (এমএসভিপি) সদস্য সচিব করে আট সদস্যের রোগীকল্যাণ সমিতির কথা বলা হয়। বাকি ছয় সদস্যপদে অধ্যক্ষ মনোনীত দুজন বিভাগীয় প্রধান, সিনিয়ার রেসিডেন্টস ডাক্তারদের প্রতিনিধি, জুনিয়ার রেসিডেন্টস ডাক্তারদের প্রতিনিধি, একজন নার্স এবং একজন জনপ্রতিনিধিকে জায়গা দেওয়া হয়েছিল। যদিও পুলিশ, পূর্ত দপ্তরের প্রতিনিধি, অ্যাডিশনাল সুপার, ডেপুটি সুপার, অ্যাকাউন্ট্যান্টকে না রাখায় প্রশ্ন ওঠে। পাশাপাশি 'একজন জনপ্রতিনিধি' বলা হলেও মেডিকেল কীভাবে সেই জনপ্রতিনিধিকে বেছে নেবে, সেটা স্পষ্ট ছিল না বিজ্ঞপ্তিতে। যা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এসব কারণেই রাজ্যের কোনও মেডিকেলে এতদিন রোগীকল্যাণ সমিতি গঠন করা সম্ভব হয়নি। অগাস্ট থেকে সমিতির বৈঠকও হয়নি। যার প্রভাব পড়ে রোগী পরিষেবায়। উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। অবশেষে সেই সমস্যা মিটতে চলেছে বলে আশা করা হচ্ছে।

"উত্তরবঙ্গ মেডিকেল আমার চেনা জায়গা। এর আগেও সেখানে কাজ করেছি। নতুন করে আবার দায়িত্ব পেলাম। শীঘ্রই রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক করব।

গৌতম দেব
মেয়র, শিলিগুড়ি

# বিধানসভায় গুরুত্ব হারাচ্ছে শাসক-বিরোধী আলোচনা

**কলকাতা, ২ ডিসেম্বর :** শাসক-বিরোধী তর্জায় এবার ভাগাভাগি বিধানসভার অধিবেশন। কেন্দ্রের ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করে যেদিন বিধানসভায় প্রস্তাব আনল সরকার, সেদিনই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে পেট্রাপোলে বিক্ষোভ সমাবেশে রইলেন শুভেন্দু। এর আগে সংবিধান সুরক্ষা প্রস্তাব ও রাজ্যের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা বিতর্কেও একমঞ্চে দেখা যায়নি মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতাকে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, পরিষদীয় রাজনীতিতে এই দৃষ্টান্ত মোটেই সুখকর নয়।

বিধানসভার অধিবেশনের শুরুতেই এবার সংবিধান সুরক্ষার প্রস্তাব এনেছিল শাসকদল। সেই প্রস্তাব নিয়ে দু'দিনের আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী অংশ নেননি। এরপর রাজ্যের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে বিধানসভায় প্রস্তাব আনে সরকার। সেই বিতর্কেও মুখ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী কেউই অংশ নেননি। কেন্দ্রের ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করে সরকারের আনা সর্বশেষ প্রস্তাব নিয়ে সোমবার বিতর্ক হওয়ার কথা ছিল। সেই বিতর্কেও ছবিটা বদলাল না।

ঘটনাচক্রে বৃহস্পতিবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে শাসকদলের এক বিধায়কের আনা প্রশ্নের জবাবে ওয়াকফ নিয়ে দলের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তা সত্ত্বেও এদিন সরকারি প্রস্তাবের ওপর বিতর্কে অংশ নিয়ে জবাবি ভাষণে বাংলাদেশ ও ওয়াকফ ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এদিন বিধানসভার বাইরে ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বিধানসভায় ওয়াকফ ইস্যুতে তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন বলে জানিয়েছেন শুভেন্দু। ফলে ওয়াকফ সহ চলতি অধিবেশনে শাসক-বিরোধী বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রী-বিরোধী দলনেতার বাগযুদ্ধের সাক্ষী থাকতে পারল না বিধানসভা। বিরোধী দলনেতার এদিনের অনুপস্থিতিকে কটাক্ষ করে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'বিরোধীরা প্রায়শই অভিযোগ করেন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী সময় দেন না। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় থাকলে নানা ছুতোনাতায় বিরোধী দলনেতা অধিবেশনে থাকেন না। আসলে মুখ্যমন্ত্রীর মুখোমুখি হতেই ওদের অসুবিধে।' যদিও শংকর ঘোষ বলেন, 'বিধানসভার অধিবেশনে বিরোধীদের কোনও প্রস্তাবই গৃহীত

# বায়োমাইনিং নিয়ে আলোচনা

অনসূয়া চৌধুরী

**জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর :** বায়োমাইনিং কী? এর সুবিধা কী? সোমবার জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অবস্থিত দ্য ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের (ইন্ডিয়া) নর্থবেঙ্গল সেন্টারে বসে সিভিলের পড়ুয়ারা জানলেন এই বিষয়ে। এদিন থেকে অ্যাপ্রোচ টুওয়ার্ডস জিও এনভায়রনমেন্টের ওপর দু'দিনের সেমিনার শুরু হল। এদিনের সেমিনারে বায়োমাইনিং নিয়ে বক্তব্য রাখেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অমিত দত্ত। বর্তমানে জমি পাওয়া দুষ্কর। এখন থেকে বায়োমাইনিং প্রক্রিয়া শুরু হলে পরে আবর্জনা ডাম্প করতে সমস্যা হবে না।

কীভাবে করা হয় বায়োমাইনিং? উত্তরে জানালেন, প্রথমে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের আবর্জনা আর্থমুভার দিয়ে ওলটপালট করা হয়। এতে সেখানে থাকা মিথেন গ্যাস চলে যায়। এরপর তৈরি করা হয় একটি উইন্ডো ফার্ম, যেখানে ১০ দিন আবর্জনাগুলোকে ফেলে রাখা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পরে স্থিতিশীল অবস্থা এসেছে কি না জানতে মুগডালের বীজবপন করা হয়। অন্য মাটিতেও বীজবপন করা হয়। যদি গাছগুলোর বৃদ্ধি সমান হয়, তাহলে পরবর্তী ধাপের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়। !এরপর ব্যালাসিক্ট এবং ট্রমেল মেশিনের মাধ্যমে বর্জ্যগুলোকে প্রকারভেদ অনুযায়ী আলাদা করা হয়। এক্ষেত্রে আলাদা হওয়া কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল, কাচ, ইট, পাথর, প্লাস্টিক সহ বিভিন্ন বর্জ্যের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না সেটা মনিটরিং করা দরকার। অমিত বললেন, 'বায়োমাইনিংয়ের ফলে পরিবেশে দূষণের প্রভাব অনেকটাই কমে আসবে। ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আবর্জনার পাহাড় গড়ে উঠবে না। তারপর সেই জমি পরবর্তী বর্জ্য ফেলার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।' জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সিভিলের অধ্যাপক ডঃ সমীর দাস বলেন, 'বায়োমাইনিং নিয়ে যদি জলপাইগুড়ি পুরসভা যোগাযোগ করে, তবে আমরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব।'

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন অমিত দত্ত।

# সুপ্রিম নির্দেশে জামিন ১০৪ বছরের বৃদ্ধের

**মানিকচক, ২ ডিসেম্বর :** এমনটাও ঘটে। ১৯৮৮ সালে একটি খুনের মামলায় যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা হয়েছিল মানিকচক ব্লকের দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম নারায়ণপুর কলোনির বাসিন্দা রসিকচন্দ্র মণ্ডলের। সেইসময় থেকে সংশোধনাগারে রয়েছেন তিনি। মধ্যে অবশ্য প্যারোলে ছাড়া পেয়ে কয়েক বছর বাড়িতে ছিলেন। কিন্তু প্যারোলের মেয়াদ শেষ হতেই পুলিশ তাঁকে ফের সংশোধনাগারে পাঠিয়েছে। যখন কারাগারে গিয়েছিলেন, তাঁর বয়স ছিল ৬৮ বছর। বর্তমানে তাঁর বয়স বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৪ বছরে। যখন তাঁর বয়স ৯৯ বছর, তখন থেকেই বয়সের কারণে তাঁকে কারাগার থেকে বাইরে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন পরিবারের লোকজন। সফল হননি। কলকাতা হাইকোর্টও তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। গত ২৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ রসিকবাবুকে অন্তবর্তীকালীন জামিন/প্যারোলে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে। অবশেষে দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে রসিকবাবুর বাড়িতে। তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, বৃদ্ধকে সংশোধনাগার থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যস্ততা। বাড়িতে খোঁজখবর নিতে আসছেন এলাকার মানুষজনও। স্ত্রী মিনা মণ্ডলের বয়স ৯০ ছুঁইছুঁই। কানে শুনতে পান না। একাধিকবার প্রশ্ন করার পর জানালেন, 'খুব ভালো লাগছে। আমার স্বামী খুন করেনি। মিথ্যে মামলায় ওকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এত বছর ওকে জেলে পুরে রাখল।' কথা বলতে বলতেই ঘর থেকে রসিকবাবুর একটি ছবি নিয়ে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

# বাতাবাড়িতে ৩ জেলার সিনার্জি

পূর্ণেন্দু সরকার

**জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর :** মাল্টিস্টোরেজ হিমঘর, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন, চা পর্যটনশিল্প সহ অন্যান্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী অনেক উদ্যোগপতি। এসব বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে উত্তরবঙ্গের ৩ জেলাকে নিয়ে ডুয়ার্সের বাতাবাড়িতে একদিনের শিল্পবাণিজ্য সম্মেলন সিনার্জি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৯ ডিসেম্বর। শিল্পবাণিজ্য সংগঠনের প্রায় সাড়ে তিনশো প্রতিনিধি, রাজ্যের শিল্পবাণিজ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও তিন জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকরা ওই সম্মেলনে অংশ নেবেন। ১০ ডিসেম্বর পাহাড়ের দুই জেলা ও উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরকে নিয়ে শিলিগুড়িতে সিনার্জি অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার শিল্পবাণিজ্য সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলা শাসকের অফিসে বৈঠক করা হয়।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে এবার কী পদক্ষেপ করতে চাইছে রাজ্য সরকার সেই বিষয়েই বাণিজ্য সম্মেলনে আলোচনা হবে।

### হিমঘর, চা পর্যটন নিয়ে আলোচনা

জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িকে নিয়ে বাতাবাড়িতে সিনার্জি হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি এমনকি বৃহৎ শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে সেখানে। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিও জানানো হবে।'

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার টমেটো, কাঁচা লংকা সহ অন্য সবজি ও ফলের মাল্টিস্টোরেজ হিমঘর, চা পর্যটনশিল্প ছাড়াও অন্যান্য সম্ভাব্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে সিনার্জিতে গুরুত্ব দেওয়া হবে। নতুন করে কতজন উদ্যোগী বিনিয়োগ করতে চান, কী সুবিধা তাঁদের দেওয়া হবে সেই বিষয়ে সিনার্জিতে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এমনকি বাণিজ্য সম্মেলন থেকে আগ্রহী শিল্পোদ্যোগীদের বিনিয়োগের পরিমাণ ও নামের তালিকা তৈরি করা হবে।

এক্ষেত্রে নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে অনেকেই আগ্রহী হলেও বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা আরও প্রয়োজন বলে মনে করছেন ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি চন্দ্রকান্ত মোহতা।

নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাধারণ সম্পাদক কিশোর মারোদিয়ার কথায়, 'মাঝারি শিল্প করার উদ্যোগ নিয়েছেন কয়েকজন উদ্যোগপতি। তাঁরাও থাকবেন সিনার্জির অনুষ্ঠানে। ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনে আগ্রহীদের সহজ কিস্তিতে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করলে ভালো হবে।'

এদিকে, ক্ষুদ্র চা বাগানের মনোরম পরিবেশে টি ট্যুরিজম প্রকল্পের রূপায়ণ করতে সংগঠন থেকে সিনার্জিতে প্রস্তাব রাখা হবে বলে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী।

তাঁর কথায়, 'ক্ষুদ্র চা বাগানের অনেক মালিক স্বনির্ভর গোষ্ঠী করে বটলিফ ফ্যাক্টরি তৈরি করেছেন। আরও কয়েকটি বটলিফ হবে। তাঁরাও সম্মেলনে যাবেন।'

# ফার্মাদের শিবির

**জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর :** পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসি কাউন্সিলের তরফে ফার্মাদের আপ-টু-ডেট রাখতে শুরু হল সার্টিফিকেট পুনর্নবীকরণ এবং রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া। সোমবার থেকে জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অডিটোরিয়ামে শুরু হল প্রক্রিয়া। চলবে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিংয়ের প্রায় ৬০০-৭০০ জন ফার্মা উপস্থিত ছিলেন। ফার্মাদের দুয়ারে পরিষেবা দিতে এই আয়োজন। কাউন্সিল সূত্রে জানা গিয়েছে, ফার্মাসি অ্যাক্ট অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন পুনর্নবীকরণ এবং নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করানোর আগে প্রশিক্ষণ আবশ্যক। তাই এই শিবিরেই দু'দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কনভেনার দেবাশিস ভট্টাচার্য বলেন, 'এই ৪টি জেলা ছাড়া অন্য কোনও জেলার মানুষ যদি ব্যবসার কাজে জলপাইগুড়িতে থাকেন, তাহলে তিনিও এই শিবিরে এসে সুবিধা নিতে পারেন। রোগী সহ রোগীর পরিবারকে কীভাবে বুঝিয়ে ওষুধ দিতে হবে, ব্যথা-জ্বর-সর্দি নিয়ে ডিসপেনসারিতে এলে, তাঁদের কোন ওষুধের সঙ্গে কোন ওষুধ দিতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া সিডেটিভ ড্রাগ বিক্রির ক্ষেত্রে কী কী নিয়মাবলি রয়েছে, সেটাও জানানো হয়েছে।'

শিলিগুড়ি থেকে এই শিবিরে এসেছিলেন রাজীব গুপ্তা। তিনি বললেন, 'উত্তরবঙ্গে এই ধরনের পরিষেবা না পেলে আমাদের কলকাতায় ছুটতে হত।'

# পাঁচ নাবালক ও নাবালিকা উদ্ধার

**আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর :** একদিনে পাঁচ নাবালক-নাবালিকাকে উদ্ধার করল আলিপুরদুয়ার সিডব্লিউসি। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাকিদের হোমে পাঠানো হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার সিডব্লিউসি সূত্রে খবর, তুফানগঞ্জের এক ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া ট্রেনে চড়ে শিয়ালদহ চলে যায়। সেখানে দুইদিন থাকার পর সোমবার সকালে নিউ আলিপুরদুয়ারে ফেরে। সেখান থেকে ওই কিশোরকে উদ্ধার করে সিডব্লিউসি'র কাছে পাঠানো হয়। সিডব্লিউসি পরে কিশোরটিকে পরিবারের হাতে তুলে দেয়।

বঞ্চুকামারির এক নাবালিকা ফালাকাটায় প্রেমিকের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। পরিবারের লোকজন পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ নাবালিকাকে উদ্ধার করে সিডব্লিউসি'র হাতে তুলে দেয়। কালচিনির এক নাবালিকা আবার বিহারে চলে গিয়েছিল।

সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। অসম থেকেও এক নাবালিকা উদ্ধার হয়েছে। সিডব্লিউসি'র চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'পরিবারের পরিজনরা এসে কয়েকজনকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। বাকিদের কাউন্সেলিংয়ের পর হোমে পাঠানো হয়।'

# গদি তর্কে বহুদূর

প্রথম পাতার পর

সময় একটা বুথে এক হাজার ভোটার দাঁড়িয়েছিলেন। ধরা যাক, সারাদিন একটাও ভোট পড়েনি সেই বুথে। এও ধরা যাক, এক-একজন ভোটার এক মিনিটে একটা ভোট দিয়েছেন। তা হলে এক হাজার মিনিট দাঁড়ায় ১৬ ঘণ্টার বেশি। অথচ বাড়তি সময় হল সাড়ে ছয় ঘণ্টা। এই সময়ের মধ্যে ৭৬ লাখ বাড়তি ভোট এল কোথা থেকে? কে জানে! মিনিটে একটা ভোট কিন্তু রোবটও দিতে পারবে না।

আমি সেই ছোটবেলা থেকেই অঙ্কে অষ্টরম্ভা। যাঁরা অঙ্কে সড়োগড়ো তাঁরা মিলিয়ে নেবেন। আমাদের মাননীয়া অর্থমন্ত্রীর স্বামী পারকলা প্রভাকর এমনই হিসেব দিয়েছেন। তিনি নামী অর্থনীতিবিদ। এ সব অঙ্কে তাঁরও ধন্দ কাটেনি। নির্বাচন কমিশন অবশ্য দাবি করেছে, এ সব আশঙ্কা নেহাতই অমূলক। মেলাবেন তারা মেলাবেন। তারা কংগ্রেসকে তর্কযুদ্ধে ডাক দিয়েছে। আর বাকিদের কাছে বিশ্বাসে মিলায় গদি, তর্কে বহুদূর।

# উত্তরের পর্যটন আমরাই সাজিয়েছি : মমতা

**কলকাতা, ২ ডিসেম্বর :** উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পকে ঢেলে সাজা হয়েছে বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিধানসভায় কালচিনির বিজেপি বিধায়কের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পর্যটন একটা বড় জায়গা। আমরা চা বাগানের জমি টি ট্যুরিজমের জন্য দিচ্ছি। হোমস্টে হচ্ছে। ইউনেসকো আমাদের সেরা ডেস্টিনেশন শিরোপা দিয়েছে। আমাদের রিলিজিয়ান ট্যুরিজম হয়েছে।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মন্দির, মসজিদ, গির্জা সংস্কারের কাজ হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়াক হয়েছে। কালীঘাটে স্কাইওয়াকের কাজ শেষের দিকে। আমি খুব তাড়াতাড়ি দিঘা যাচ্ছি। সেখানে পুরীর মতো জগন্নাথ মন্দির হচ্ছে। আমি ট্রাস্টি বোর্ড গড়ে দিয়েছি। নিমকাঠের ঠাকুর প্রতিদিন পুজো হবে। তাছাড়া মার্বেল দিয়ে প্রতিমা তৈরি হচ্ছে। চৈতন্য দ্বারও হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি লামাহাটা দিয়ে হোমস্টে শুরু করেছিলাম। বাড়িতে বাড়িতে হোমস্টে হয়েছে। ইতিমধ্যেই গঙ্গাসাগর সেতুর ডিপিআর হয়ে গিয়েছে। দেড় হাজার কোটি টাকার প্রকল্প। কুম্ভ মেলার সঙ্গে সাগর মেলা লড়াই করছে। সুন্দরবন থেকে গজলডোবা, যেখানে যা আছে, পাহাড় থেকে সাগর সব নিজের বৈশিষ্ট্যে আছে।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একমাত্র আমরাই উত্তরবঙ্গের পর্যটনকে সাজিয়েছি। এখন প্রচুর হোটেল, হোমস্টে গড়ে উঠেছে। যার কারণে ব্যাপক কর্মসংস্থানও হয়েছে।'

বক্সা এলাকার পর্যটন নিয়ে বিজেপি বিধায়ক প্রশ্ন করলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পর্যটনের উন্নতি আমরাই করেছি। আপনি নিজের এলাকা কালচিনিতে বেশি সময় দিন, তাহলেই কাজ দেখতে পাবেন।'

### জলদাপাড়াকে মডেল গ্রামের দাবি

**কলকাতা, ২ ডিসেম্বর :** আলিপুরদুয়ারের জলদাপাড়া গ্রামকে মডেল পর্যটন গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করার দাবি করলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। সোমবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি বলেন, 'জলদাপাড়া গ্রামকে মডেল পর্যটন গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলা হোক। এই গ্রামকে কেন্দ্র করে পর্যটনের অনেক সুযোগ আছে।' প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, 'এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকার পরিকল্পনা করছে।' পর্যটন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানে হোম স্টে, হোটেল সহ একাধিক প্রকল্প নেওয়া হবে।

# কচ্ছপ উদ্ধার

**কামাখ্যাগুড়ি, ২ ডিসেম্বর :** পারোকাটা এলাকায় একটি কচ্ছপ উদ্ধার হল। সোমবার স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে কচ্ছপটি আসে। তৎক্ষণাৎ তাঁরা কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করে। কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জ অফিসার প্রভাত বর্মন জানান, এলাকাবাসীরা দেখার পর ঘটনাটি জানায়। এরপর ওই এলাকায় গিয়ে কচ্ছপটি উদ্ধার করা হয়েছে।

# ভুয়ো নথি দিয়ে চাকরি এসএসবি-তে

প্রথম পাতার পর

তবে কি আলিপুরদুয়ার পুরসভার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে পুরসভার একাংশ কর্মীর সঙ্গে টেবিলের নীচে লেনদেনের জেরে জাল জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র তৈরি হচ্ছে?

এই ঘটনায় আলিপুরদুয়ার পুরসভার বিরুদ্ধে জাল নথির অভিযোগ উঠতেই আলিপুরদুয়ার থানায় এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করেছেন আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর। চেয়ারম্যান বলেন, 'রঞ্জন দাস নামে পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের এক ব্যক্তি আলিপুরদুয়ার পুরসভায় আরটিআই করে সুমন সাহার জন্ম শংসাপত্র সম্পর্কে জানতে চান। ২০১৩ সালের ১৩ অগাস্ট সেই আরটিআই করা হয়। তখন আমি চেয়ারম্যান ছিলাম না। আমি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়ে বিষয়টি জানতে পারি এবং রঞ্জনবাবুর আরটিআইয়ের বিষয়ে জবাব দিই। তখন খোঁজখবর করে দেখা যায় সুমন সাহার নাম আমাদের পুরসভার রেকর্ডে নেই। এরপরেই পুরসভার তরফে আলিপুরদুয়ার থানা এবং আদালতে বিষয়টি জানাই।'

রঞ্জনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ২০১৩ সালে তিনি আরটিআই করে জানতে পারেন এসএসবি কর্তৃপক্ষের কাছে সুমনের দাখিল করা নথিপত্র জাল। এরপরে ২০২৩ সালে সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে আলিপুরদুয়ার পুরসভা। রঞ্জনের কথায়, 'এসএসবি সীমান্ত রক্ষীবাহিনী। এই বাহিনীর জন্যই আমরা সুরক্ষিত। অথচ যখন জানতে পারলাম আমাদের দেশের সুরক্ষা বাহিনীতেও ভুয়ো নথি দাখিল করে কাজে যোগদান করা হয়েছে, তখন দেশের নিরাপত্তা নিয়েই আমার সংশয় হয়। তাই আমি ওই ব্যক্তির বিশদে জানতে চেয়ে পুরসভার দ্বারস্থ হই।'

# ওপারে শান্তিসেনা পাঠানোর প্রস্তাব

প্রথম পাতার পর

তখন মমতা আহ্বান করেছিলেন, যাঁরা আক্রান্ত হবেন, চলে আসুন, শেলটার দেব। আর এখন তিনি বলছেন পররাষ্ট্র বিষয়ে কেন্দ্রের পাশে থাকবেন। তখন মনে ছিল না।'

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গত ১০ দিন ধরে দেখছি, কেন্দ্রীয় সরকার চুপ করে বসে আছে। তাদের দল বলছে, সীমান্ত আটকে দেবে, খাবার পাঠাতে দেবে না। কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিলে তবেই আমরা সেটা করতে পারি। কোনও ধর্ম, বর্ণ, জাতি অত্যাচারিত হলে আমরা বলতেই পারি। আমি চাই সকলে সুস্থ থাকুক।

বাংলাদেশে আমাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সম্পত্তি আছে। পরিজন আছে। এপারে হয়তো কেউ থাকেন, কিন্তু তাঁদের ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়েছে ওখানে। তাঁদের পাসপোর্ট আছে। তাঁরা উদ্বেগে রয়েছেন।'

মঙ্গলবার, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৩ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯৪ সংখ্যা

## ভোটের হেঁয়ালি

রাজনীতি সর্বদা সরল পথ নয়, মাঝেমধ্যে বাঁকা পথও ধরে। তাই তার সব জট খোলে না। কিছু মুড়ে থাকে গভীর রহস্যে। হালের ভারতীয় রাজনীতি তার নজির। ২০২৩-এর নভেম্বরে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং এ বছর হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটের ফল হেঁয়ালি তৈরি করেছে। মাত্র পাঁচ মাসে ভোটারদের মন ও চরিত্র বদল প্রায় ব্যাখ্যাতীত।

রাজনীতির সমস্ত ধারণা, সমীক্ষা, ব্যাখ্যা উড়িয়ে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে সাত শতাংশ ভোট বাড়িয়ে জিতেছিল বিজেপি। এবার মহারাষ্ট্রে ১৪ শতাংশ ভোট বাড়িয়ে বিজেপি ১৩২ আসন জিতল। ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে এখনও কোনও রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল কোনও ভোটে এমন দাপট দেখাতে পারেনি। অথচ গত জুলাইয়ের লোকসভা ভোটে মহারাষ্ট্রে মোদির ভাবমূর্তি ও জোটের ছবিটা ছিল ফ্যাকাশে।

তখন বিরোধীদের তুলনায় বিজেপির শুধু ২৮টি আসন নয়, কমেছিল এক শতাংশ ভোটও। পাঁচ মাস পর যেন ভোজবাজিতে ২৮৮ আসনের বিধানসভায় বিজেপি জোট চমকপ্রদ সাফল্য পেল। হরিয়ানার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের ভোটের বেশ মিল। হরিয়ানায় টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় বিজেপি। অথচ ওই রাজ্যেই কৃষি আইন, মহিলা কুস্তিগিরদের উপর যৌন নির্যাতন ঘিরে প্রবল বিজেপি বিরোধী হাওয়া উঠেছিল।

বুথফেরত সমীক্ষাগুলিতে হরিয়ানায় কংগ্রেসের জয় ছিল সময়ের অপেক্ষা। বাস্তবে বিজেপি একা জিতল ৪৮ আসন! কীভাবে সম্ভব হল? ২০২১-এ এমন ছবি দেখেছে পশ্চিমবঙ্গও। তাহলে কি নেপথ্যে আছে কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল, জাঠ নেতা ভূপিন্দর সিং নির্ভরতা, দলিত নেত্রী কুমারী শৈলজার গোসা? সেই রহস্যও অনাবৃত। বিজেপি যে এমন ফল আশা করেনি, তার প্রমাণ মোদির সভার বহর। দেওয়াল লিখন পড়েই মোদি হরিয়ানায় মাত্র আটটি জনসভা করেন। মহারাষ্ট্রে করলেন ন'টি।

এই প্রথম কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদল লোকসভা ভোটে পর্যুদস্ত হলেও মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে চমক দেখাল। এটা কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ধাঁচে 'লাডলি বহেনা' প্রকল্পের ফল? বিজেপির স্ট্রাইক রেট বাড়াতে 'বহেনা'রা যে যথেষ্ট নন, তার প্রমাণ ঝাড়খণ্ডে বিজেপির 'গোগো দিদি যোজনা'র প্রতিশ্রুতি। ওই প্রকল্প হেমন্ত সোরেনের 'মাইয়া সম্মান যোজনা'কে হারাতে ব্যর্থ হয়েছে।

ওই রাজ্যের মহিলাদের প্রতি মাসে হেমন্ত দিচ্ছেন হাজার টাকা করে। কিন্তু মোদির গ্যারান্টি ছিল ২১০০ টাকা! একটি বেসরকারি সমীক্ষা অনুযায়ী, 'লাডলি বহেনা'র জন্য বিজেপি জোটের ভোট বেড়েছে চার শতাংশ। তাহলে বাকি ১০ শতাংশ বাড়ল কীভাবে? দেশের কোথায় ১৪৮ আসনে লড়ে বিজেপি ১৩২ আসন জিতেছে? যেখানে পাঁচ মাস আগে ৪৮ লোকসভা আসনের মাত্র ১৭টি আসন জুটেছিল? এই হেঁয়ালির জট ছাড়াবে কে?

চারটি বিষয় স্পষ্ট, লাডলি বহেন যোজনা, আরএসএসের মাঠে নামা, ধর্মীয় মেরুকরণ ও মোদির আকর্ষণ। লোকসভা ভোটে আরএসএস নীরব বলে প্রচার ছিল। প্রশ্ন, তাহলে ঝাড়খণ্ডে তারা কিছু করতে পারল না কেন? হেমন্তর জেলযাত্রায় দুর্নীতির অভিযোগ আমল পেল না। নিষ্প্রভ হল মেরুকরণও।

মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডে এবার তিনটি স্লোগান জনপ্রিয়। প্রথমত, 'বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে' অর্থাৎ হিন্দুরা ভাগ হলে মুসলমানদের মার খেতে হবে। দ্বিতীয়ত, 'এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়', মানে জোটবদ্ধ থাকলে নিরাপদ। তৃতীয়টি মোদির 'রোটি, বেটি, মাটি বাঁচাও।' সার কথা, বাংলাদেশি মুসলমানরা ঝাড়খণ্ডে ঢুকে আদিবাসীদের রুটিতে ভাগ বসিয়ে মেয়েদের বিয়ে করে জমি দখল করছে। এমন শঙ্কা মহারাষ্ট্রে সুনামি ঘটালেও ঝাড়খণ্ডে মুখ থুবড়ে পড়ল। তাই চার রাজ্যের ভোট রাজনীতি হেঁয়ালি বই অন্য কিছু নয়।

## অমৃতধারা

স্মৃতি তোমাকে হয় বিষণ্ণতায় ভরিয়ে দেয়, নয়তো জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে। এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বিভিন্ন ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতার স্মৃতি, তা সে ভালোই হোক বা মন্দই হোক, আত্মার ব্যপ্তিকে সংকুচিত করে। স্মৃতির বাঁধনে তুমি বাঁধা পড়ে যাও। যে স্মৃতি তোমার আত্মস্বভাবের, অপরিবর্তনীয় আত্মচেতনার, তা তোমার চেতনাকে প্রসারিত করে, উন্নীত করে, তোমাকে মুক্তি দেয়। তুমি আজকে যা হয়েছ, তা তোমার স্মৃতির জন্যই হয়েছ। তুমি যদি মূর্খ হও তার কারণও তোমার স্মৃতি, আবার তুমি যদি জ্ঞানী হও তার কারণও তোমার স্মৃতি। অনন্তকে ভুললেই দুঃখ আর তুচ্ছকে ভুললেই আনন্দ।

- শ্রীশ্রী রবিশংকর

# অসমিয়া রামায়ণ এবং কছাড়িদের কথা

### অসমিয়া রামায়ণ ইতিহাসে থাকবে, কিন্তু তার সৃষ্টির পেছনে জনজাতি গোষ্ঠীটির অবদান মর্যাদা পাবে কি না, সেটা প্রশ্ন!

**কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য**

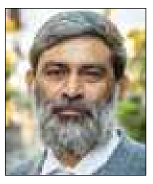

দিমাসা-কছাড়ি রাজধানী। ডিমাপুরে।

পৃথিবীর প্রাচীন ও প্রভাবশালী লোকপুরাণ বা মহাকাব্যগুলোর মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব ৫ম থেকে ৭ম শতকে রচিত সংস্কৃত ভাষার বাল্মীকি-রামায়ণ অন্যতম। যুগের পর যুগ ধরে এত ভাষায় রামায়ণ পূর্ববর্তী মেসোপটেমিয়ান গিলগামেশ কাব্য বা গ্রিক মহাকাব্য ইলিয়াড-ওডিসিও অনূদিত হয়েছে কি না সন্দেহ। স্বভাবতই ভারতীয় ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ বা বিনির্মাণে উদ্যোগী হয়েছে অনেকেই। ১৪০০ শতাব্দীতে অসমিয়া রামায়ণ নির্মিত হয়েছে এবং সংস্কৃত রামায়ণের এই অনুবাদটি অসমিয়া ভাষার প্রাচীনত্বের একটি নিদর্শন। সাহিত্যের প্রাচীনত্ব বিচার করে ভারত সরকার অসমিয়াকে সম্প্রতি ধ্রুপদি ভাষার মর্যাদাও দিয়েছে। কিন্তু যেটা পর্দার আড়ালে থেকে গিয়েছে সেটা হল, অসমিয়া-রামায়ণ অনুবাদের পেছনে উত্তর-পূর্ব ভারত তথা উত্তরবঙ্গের একটি জনজাতিগোষ্ঠীর পূর্বসূরিদের ঐতিহাসিক ভূমিকা। অসমিয়া রামায়ণ হয়তো ইতিহাসে থাকবে কিন্তু তার সৃষ্টির পেছনে ডার্করুমে থাকা এই জনজাতিগোষ্ঠীটির অবদান মর্যাদা পাবে কি না, এটা একটা প্রশ্ন!

আমরা জানি ধ্রুপদি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত, গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ তথা গুরুত্বপূর্ণ সংযোগরক্ষাকারী ভাষা হিসেবে অসমিয়ার খ্যাতি। সে ঠিক আছে। কিন্তু 'চর্যাপদ', 'অসমিয়া প্রহ্লাদ চরিত'-র পাশাপাশি যেই না অসমিয়া রামায়ণ, 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ'-এর দিকে দৃষ্টি যাচ্ছে, তখনই এসে যাচ্ছে, উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রাচীন জনজাতি, তিব্বতি-বর্মী ভাষাভাষী, দিমাসা-কছাড়ি বা কছাড়িদের কথা। ইতিহাস বলছে, চতুর্দশ শতাব্দীতে হিন্দু ধর্মাসক্ত এই কছাড়িদের ঐকান্তিক উৎসাহেই অসমিয়া ভাষার অন্যতম আদি নিদর্শন, 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' নির্মিত হতে পেরেছিল। আর সেই রামায়ণই যে এতদিন পরে অসমিয়াকে ধ্রুপদি তকমা এনে দিল, সেটা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। অনেকেই জানেন এই কছাড়িদেরই জাতিগত বংশধর বা উত্তরসূরি হচ্ছে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি-তরাইয়ের মেচি থেকে সংকোশ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের প্রাচীনতম অধিবাসী, মেচ বা বোড়োরা। বোড়ো-কছাড়ি, দিমাসা-কছাড়ি, হোজাই-কছাড়ি, মদাহি-কছাড়ি, মেচ-কছাড়ি, সোনোয়াল-কছাড়ি, এরকম বিভিন্ন নামে আদি কছাড়িদের বংশধররা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনপদে। নার্জিনারি, বসুমাতা, মোছারি, ঈশ্বরারি, ব্রহ্ম, শৈব পদবি ব্যবহারকারী বর্তমান পশ্চিমবাংলার তরাই-ডুয়ার্সের হাজার হাজার জনজাতির মানুষও এই দিমাসা-কছাড়ি বা কছাড়িদেরই বংশধর। উত্তরবঙ্গে এঁদের মধ্যে গাবুর, মণ্ডল, কার্জি, সুব্বা, ঠাকুর পদবিরও ব্যবহার আছে। বোড়ো হিসেবে পরিচিত হলেও বোড়ো-কছাড়ি এঁদের আদি জাতিনাম। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, অসমিয়া রামায়ণ নির্মাণে তৎকালীন অহোমদের চাইতেও সক্রিয় হয়েছিল কছাড়িরা।

অসমিয়া রামায়ণ ও তাতে কছাড়িদের ভূমিকা সম্পর্কিত প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত ইতিহাস থেকে বোঝা যায়, রাজায় রাজায় বিরোধ থাকলেও, দীর্ঘ বৈরিতা, আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ, যুদ্ধ ও রাজনৈতিক-কূটনৈতিক লড়াইয়ের দীর্ঘ পরম্পরা থাকলেও, প্রতিপক্ষের শক্তিশালী ও সম্ভাবনাময় ভাষা-সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়ে কেউ কেউ ইতিহাসের স্যালুটও আদায় করেছে! কছাড়িরা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আধুনিক অসমে অসমিয়া-বোড়ো-কছাড়ি সম্পর্ক অবশ্য ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে! বর্তমান অসম সরকারের অনুপ্রেরণায় দিল্লিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক 'বোড়োল্যান্ড উৎসবে' বোড়োদের প্রতি খোদ প্রধানমন্ত্রীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন তারই সাম্প্রতিকতম নজির। মধ্যযুগীয় ভারতে, রাজনৈতিকভাবে প্রতিপক্ষ হলেও অসমিয়া ভাষার বিকাশে পাশে দাঁড়িয়েছিল অধুনালুপ্ত দিমাসা-কছাড়ি জনজাতি রাজতন্ত্র (১০ম শতাব্দী-১৮৫৪ খ্রিঃ) আর তখনকার রেশমমানবগোষ্ঠী, দিমাসা-কছাড়িরা।

উত্তর-পূর্ব ভারতের ধানসিঁড়ি, বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যপাট-রাজতন্ত্রও এখন নেই, রাজারাও আর নেই। কিন্তু ইতিহাস আছে। সেসব ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে বিতর্কও আছে। তর্ক থাকুক! কিন্তু এসব ইতিহাস আমাদের অসম, অসমিয়া এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক অজানা কাহিনীর সামনে এনে দাঁড় করায়। অসমিয়া ভাষার প্রাচীনত্বর তত্ত্ব তালাশ করতে গেলে এই কছাড়িদের কথা, তাঁদের তৃতীয় রাজা, মহামণিফা'র (আনুঃ ১৩৩০-১৩৭০ খ্রিঃ) কথা আসবেই! চতুর্দশ শতাব্দীর এই দিমাসা-কছাড়ি রাজা, মহামণিফা, ডিমাপুরের কছাড়ি রাজধানীতে রাজত্ব করতেন। প্রাপ্ত ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, মোটামুটি একাদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব ভারতে কছাড়িদের স্বাধীন রাজত্ব ছিল। কছাড়িদের মতো দীর্ঘকাল ধরে উত্তর-পূর্ব ভারতে অহোম বা কোচ রাজবংশও রাজত্ব করতে পারেনি। কছাড়ি রাজা মহামণিফার (মতান্তরে মহামাণিক্য) রাজসভার সভাকবি ছিলেন, মাধব কন্দলী। তার অনূদিত রামায়ণটি 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' নামে পরিচিত। আজ থেকে প্রায় ৭০০-৮০০ বছর আগের কথা। এসব দিন-তারিখ নিয়ে কিঞ্চিৎ বিতর্কও আছে। যাই হোক, অসমিয়া ভাষার প্রাচীনতার অন্যতম সাক্ষ্য হিসেবে আরও দু'-একটি সাহিত্যকীর্তির সঙ্গে কছাড়ি রাজার অনুপ্রেরণায় অনূদিত মাধব কন্দলীর এই 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ'-কেও ধরা হয়। জানা যায়, ১৮৯৯ খ্রিস্ট্রাব্দে এই রামায়ণ প্রথম ছাপা হয়। মাধব কন্দলীর রামায়ণের আদি ও উত্তরকাণ্ড দুটি খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে পরে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব ও মাধবদেব ওই দুটি কাণ্ড মূল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করে মাধব কন্দলীর সপ্তকাণ্ড রামায়ণের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। এই অবিসংবাদিত আদিকবি, মাধব কন্দলীকে তাই 'অসমের কালিদাস'ও বলা হয়। জানা যায়, শ্রীমন্ত শংকরদেব তাঁকে 'অপ্রমাদী কবি' আখ্যা দিয়েছিলেন। কছাড়িদের উৎসাহে চতুর্দশ শতকে অসমিয়া রামায়ণের জন্ম হলেও পরের শতাব্দীর শেষভাগে (১৪৯০ খ্রিঃ) এবং তারপরের শতকের প্রথমার্ধে (১৫২৬ ও ১৫৩৬ খ্রিঃ) কছাড়িদের সঙ্গে অহোমদের বড়সড়ো তিনটি যুদ্ধের কথা জানা যায়। অহোম আক্রমণের ফলে কছাড়িরা তাদের রাজধানী ডিমাপুর থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে মাইবঙে সরিয়েও নিয়েছিল। ১৫৪০ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাইবঙে ছিল দিমাসা-কছাড়িদের রাজধানী। কছাড়ি রাজ্যের ওপর মহাপরাক্রমশালী কোচ সেনাপতি, চিলা রায়ও আক্রমণ করেন। শেষ পর্যন্ত বর্তমান অসমের শিলচরের অনতিদূরে খাসপুরে কছাড়িরা তাদের রাজধানী সরিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়। ১৭৫৭ থেকে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খাসপুরে ছিল দিমাসা-কছাড়ি রাজ্যের শেষ রাজধানী। একাদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অহোমদের সঙ্গে এমনই বিরোধ ও সংঘর্ষের মধ্যে, রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক সমঝোতার মধ্যে কছাড়িরা অন্তত এক হাজার বছর ধরে তাদের জনজাতীয় রাজ্যপাট চালিয়েছিল। এখন রাজা নেই, রাজ্যপাট নেই, শুধু পরম্পরাগত ভাষা, সংস্কৃতি আর তাদের গর্বের লোকচর্যা নিয়ে বিভিন্ন নামে কছাড়ি জাতিটি আছে। আর থেকে গিয়েছে তাদের অতীতের রাজনৈতিক শত্রুপক্ষের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সম্মাননাজ্ঞাপনের গৌরবময় ও নজিরবিহীন ইতিহাস। কছাড়িদের জাতিনাম থেকেই অসমের কাছাড় জেলার নাম। কছাড়ি লোকপুরাণে মহাভারতেরও আশ্চর্যজনক প্রভাব আছে। কছাড়িরা নিজেদের হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচের বংশধরও মনে করে। কছাড়ি লোকপুরাণ অনুযায়ী অজ্ঞাতবাসের সময় দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম কছাড়ি রাজকুমারী, হিড়িম্বার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে গান্ধর্বমতে বিয়ে করে। ভীম-হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচ একসময় কছাড়ি রাজ্যের অধিপতিও হয়। এ কারণে ডিমাপুরকে কছাড়িরা হিড়িম্বাপুরও বলেছে।

**ভারতের কমবেশি ৪৮টি ভাষা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণের ৩০০ অনুবাদ বা বিনির্মাণ থাকলেও বিবদমান জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় রামায়ণ অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করার নজির সম্ভবত আর নেই। মাধব কন্দলীর অসমিয়া রামায়ণকেই আঞ্চলিক ভারতীয় আর্য ভাষায় অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম অনুবাদ বলে দাবি করা হয়।**

ভারতের কমবেশি ৪৮টি ভাষা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণের ৩০০ অনুবাদ বা বিনির্মাণ থাকলেও বিবদমান জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় রামায়ণ অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করার নজির সম্ভবত আর নেই। মাধব কন্দলীর অসমিয়া রামায়ণকেই আঞ্চলিক ভারতীয় আর্য ভাষায় অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম অনুবাদ বলে দাবি করা হয়। এর আগে, ভারতে, দ্রাবিড় ভাষাবংশীয় তামিল ভাষায় রামায়ণ বিনির্মাণ করেছিলেন, আদি তামিল কবি, কাম্পান। কৃত্তিবাস ওঝা, গৌড়ের রাজার উৎসাহে রামপাঁচালি বা বাংলা রামায়ণ অনুবাদ করেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তিব্বতি-বর্মী ভাষাভাষী হয়ে, কছাড়ির মতো একটি জনজাতিগোষ্ঠী ভারতীয় আর্য ভাষা পরিবারের অসমিয়া ভাষায় রামায়ণ অনুবাদে উৎসাহ দিচ্ছে, এমন দৃষ্টান্ত সম্ভবত বিরল।

*(লেখক লোকগবেষক ও সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)*

## আজ

**১৮৮৯**

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম আজকের দিনে।

**১৯৭৯**

আজকের দিনে প্রয়াত হন হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ।

## আলোচিত

অনেকে অনেক কথা বলছে। কে কী বলছে, ভাবার দরকার নেই। শেষ সিদ্ধান্ত আমিই নেব। দলের বাইরে কিছু বলার দরকার নেই। শৃঙ্খলা মানতে হবে সবাইকে। নাহলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজ কেউ মন্ত্রী, কাল বিধায়ক!

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

## ভাইরাল/১

বিয়ের সংগীতানুষ্ঠানে সলমন ও গোবিন্দার বিখ্যাত ছবি পার্টনারে 'সোনি দে নখরে' গানে নেচে ভাইরাল বাপব্যাটা। দুজনের পরনে কালো কুর্তা-পাজামা, চোখে গগলস। অতিথিরা মঞ্চের চারপাশে বসে। আর তাঁরা দুজনে গানের তালে নাচছেন। মুগ্ধ অতিথিরা।

## ভাইরাল/২

কোবরা মাত্রই বিষাক্ত। একজন বাড়িতে কোবরা পুষেছেন। সেই কোবরার সঙ্গে খেলছেন ব্যক্তিটি। সাপের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মাথা চেপে ধরছেন। সাপটি কখনো-কখনো রেগে গিয়ে ফণা তুললেও কামড়াচ্ছে না। মানুষ-সাপের বিরল মিথস্ক্রিয়ার ভিডিও ভাইরাল।

জনমন

জনমত

## চাই সামাজিক ব্যাধিমুক্ত কৈশোর

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পড়ে চোখ কপালে ওঠার অবস্থা। শিলিগুড়ি শহরে ধর্ষণে অভিযুক্ত এক তেরো বছরের কিশোর! প্রশ্ন হল, কৈশোরে অপরিণত মনে এই অযাচিত কামক্ষুধা জাগল কীভাবে? এই ঘটনা শুধু এখানকার নয়, সারা বিশ্বে প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও ঘটেই চলেছে। সৌজন্যে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফি।

বিশ্বায়নের গতিতে ডুবে থাকা আজকের কর্মব্যস্ত বাবা-মায়ের সন্তানের প্রতি কম নজরদারি, যৌথ পরিবারে ভাঙন, দাদু-ঠাকুমা, জ্যাঠা-কাকাবিহীন অণু পরিবারের শিশু-কিশোরদের একাকিত্বের সঙ্গী ওই মোবাইল ফোন। যাতে শিক্ষা বা বিনোদনের সঙ্গে অবাধ যৌনতা সুচারুভাবে তাদের অপরিণত মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে। তাই একটি কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই বিষাক্ত হয়ে ঝরে পড়ছে। বাড়ছে সামাজিক অপরাধ, ধর্ষণব্যাধি। এই ব্যাধির হাত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ বাবা-মায়ের সন্তানের প্রতি অধিক নজর দেওয়া, স্নেহের পাশাপাশি উপযুক্ত শাসন। সেইসঙ্গে স্কুলের উচিত, সৃষ্টিমূলক কাজে শিশু-কিশোরদের উৎসাহিত করা, তাদের একাকিত্ব দূর করা। সর্বোপরি বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্নগুলি তাদের হাতে তুলে দেওয়া। মোবাইল ফোন অপেক্ষা খেলাধুলো এবং বই পড়ার নেশা শিশু-কিশোরদের মধ্যে তৈরি করা। এতেই রক্ষা পাবে কৈশোর। নতুবা প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড় দৌড়াতে গিয়ে ঝরে যাবে নিষ্পাপ কৈশোর। বাড়বে সামাজিক ব্যাধি।

**ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক, শিলিগুড়ি।**

## জাতীয় পতাকার মান কি এতই ঠুনকো?

কোনও দেশের জাতীয় পতাকার মান এতটা ঠুনকো নয় যে, নির্দিষ্ট কিছু মানুষের অপমানে তার গরিমা নষ্ট হবে। এমন মানুষের সংখ্যা এদেশেও কম নেই, যাঁরা নিজেদের জাতীয় পতাকাকে শুধুমাত্র কাগজ কিংবা কাপড়ের টুকরো ভাবেন। একইভাবে ওই মূর্খ দেশেও সেইরকম মানুষের সংখ্যা কম নেই।

এদেশের জাতীয় পতাকার মান এতটা ঠুনকো নয় যে, ওরা অবমাননা করলেই এর গরিমা নষ্ট হবে। সেটা বোঝার ক্ষমতা ওদের হোক। যতদিন না হবে, ততদিন অনুন্নত বর্বর জাতি হিসেবেই ওরা সারা বিশ্বে পরিচিতি পাবে।

**রাহুল দাস**
**তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।**

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

**Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

# গ্রামীণ শিক্ষার সাপলুডোয় বিপন্ন পড়ুয়া

### সরকারি স্কুলকে কাঁদিয়ে অভিভাবকরা সন্তানকে 'তুলে নিয়ে' যান। পরে হঠাৎ ফিরে আসেন। দু'কূলই যায় পড়ুয়াদের।

**কৌশিকরঞ্জন খাঁ**

ধরে নিচ্ছি মেয়েটির নাম 'খুশি'। খুশি প্রতীকী নাম। কেননা একসময় সে আপন খেয়ালখুশিতে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে যেত। অন্য অনেকের মতো সে ঘাড় গুঁজে বসে থাকত না। সব কথার চটপট হাসিখুশি উত্তর। প্রাক প্রাথমিক শ্রেণিতে সবাই যখন কেবল 'অ-আ' স্তরে থাকে, খুশি এক বিরল অধ্যবসায়ের কারণে- দশের ঘর পর্যন্ত নামতা বলতে ও লিখতে পারত। কত ছড়া মুখে খই ফোটার মতো ফুটত।

গ্রামগঞ্জের এই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা উল্কার মতো মাঝে মাঝে যেন কোনও জগৎ থেকে এসে পড়ে! তাক লাগিয়ে দেয়। তার চেয়েও বড় কথা খুশি বিরল প্রতিভা, কেননা সে 'ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার'। তার বাড়ির কেউ কস্মিনকালেও লেখাপড়াই শেখেনি। নিজে নিজে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে, পাশের বাড়ির কোনও শিক্ষিত পিসির কাছে গিয়ে সবকিছু খুব দ্রুত আয়ত্ত করে নিয়েছিল।

প্রাক প্রাথমিক থেকে ধাপে ধাপে সে উঁচু ক্লাসে ওঠে। সে তো সেরার সেরা। সে 'উদাহরণ' প্রাইমারি স্কুলটির। ক্লাস থ্রি-তে তার ইংরেজি বই ঝরঝর করে রিডিং পড়ে মানে করে দিতে পারে। অঙ্ক চোখের নিমেষে সমাধান। বাংলা তো মাতৃভাষা! কাজেই নীল আকাশের বুকে সে বাংলাভাষার পতাকা পতপত করে ওড়াবেই।

শিক্ষক-অভিভাবক সভায় খুশি ও তার মতো এগিয়ে থাকা বাচ্চারাই স্কুলের মুখরক্ষার ঢাল। মাস্টারমশাইরা অভিভাবকদের সামনে জোর গলায় বলছেন- 'ছেলেমেয়েকে নিয়মিত স্কুলে পাঠান, তাহলে আপনার সন্তানও ওদের মতো হবে।'

শিক্ষক মহাশয়দের সমস্ত নীতিবাক্য আপ্তবাক্যকে বৃথা করে দিয়ে, সরকারি স্কুলকে দু'চোখের জলে কাঁদিয়ে তাঁরা সন্তানকে 'তুলে নিয়ে' যান এখানে-সেখানে গজিয়ে ওঠা 'নন-ব্র্যান্ডেড' প্রাইভেট স্কুল, মিশন ও মাদ্রাসায়। দু'চোখে স্বপ্ন! সরকারি স্কুলের থেকে সন্তান আরও ভালো শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষের মতো মানুষ হবে। যদিও সেই সমস্ত স্কুলের শিক্ষকদের যোগ্যতামান সরকার ঠিক করেনি, যদিও সেখানে দুপুরে খেতে দেওয়া হয় না, যদিও মাসে মাসে বেতনের টাকা গুনতে হাটে হাটে বাড়তি দু'বস্তা মজুত শস্য বিক্রি করে দিতে হচ্ছে, তবু তাঁদের সন্তান যুগের হাওয়ায় পড়তে যাচ্ছে প্রাইভেট স্কুলে।

শুধু পরীক্ষার দিনগুলোতে ও আয়রন বড়ি খাওয়ানোর দিনে অনিয়মিত উপস্থিতি। শুধু জামাকাপড় পাঠ্যবই জুতো দেওয়ার দিন নিয়মিত উপস্থিতি। এই করে তারা যখন স্কুলে পরীক্ষা দিতে আসছে, কেউ পারছে, কেউ পারছে না। আর খুশি! বাবা-মা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে দিল্লি চলে গেলে তাকেও ভর্তি করে দেওয়া হয় কোনও আবাসিক মাদ্রাসায়। ক্লাস ফাইভের বেঞ্চে হঠাৎ একদিন এসে চুপটি করে বসে। বাবা-মায়ের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত খুশি ত্রিভুজের 'শীর্ষবিন্দু' চেনে না, 'কোণ' মাপছে স্কেল দিয়ে। যা ছিল তার অপার্থিব সম্পদ, চর্চার অভাবে সবই হয়ে গিয়েছে হৃতসম্পদ।

প্রাথমিক শিক্ষার দফারফা করে, পকেটের কথা ভেবে, বাবা-মায়েরা সন্তান নিয়ে আবার ফিরে আসে সরকারি হাইস্কুলে। ভর্তি হয়ে তারা যখন কিছুই জানবে না, পারবে না, হাইস্কুল থেকে বলা হবে প্রাইমারি স্কুলে কিচ্ছু পড়ানো হয় না। নাম থাকলেও গ্রামীণ বাংলা অনুপস্থিত প্রাইমারি স্কুলে- এ খবর নথিভুক্ত হয় না। ফলে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চেপে পুকুরের গ্যাস দেওয়া মাছের মতো খাবি খায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ প্রাথমিক শিক্ষা।

*(লেখক শিক্ষক। বালুরঘাটের বাসিন্দা)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪০০৩

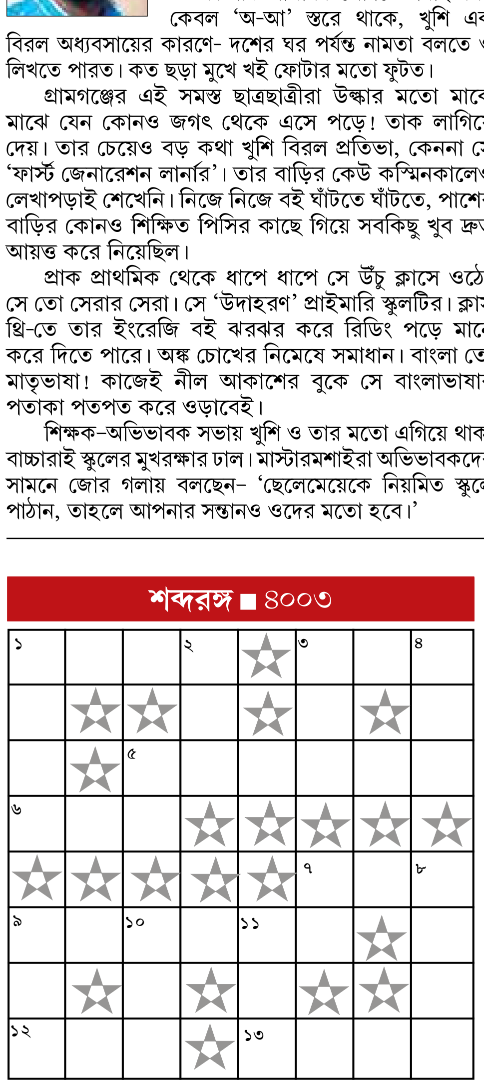

**পাশাপাশি :** ১। এখনকার, সাম্প্রতিক ৩। পাতলা নরম পশমি কাপড় ৫। ছড়ায় চামচিকড়ির আগের কথা ৬। স্বামীর দিদি বা বোন ৭। একটি গাছের নামে পঞ্চপাণ্ডবের এক ভাই ৯। ডাক্তারি শাস্ত্র মতে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান ১২। আগলানো, সতর্ক বা সাবধান হওয়া ১৩। চিরনিদ্রা, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া।

**উপর-নীচ :** ১। এক ধরনের পোশাকের নাম ২। মূল্যবান ধাতু সোনা ৩। সাধারণ বুদ্ধির অতীত বা যে মর্ম বোঝে ৪। ধমক দেওয়া ৫। মুসলিমদের পরব ৭। অবসান, ইতি বা সমাপ্তি ৮। কৃষ্ণের এক নাম ৯। জরৎকারু মুনির পত্নী মঙ্গলকাব্যের দেবী ১০। পর্যুদস্ত বা হিমসিম অবস্থা ১১। হঠাৎ হাওয়ার বেগ।

### সমাধান ■ ৪০০২

**পাশাপাশি :** ১। কুহক ৪। টুয়ানো ৫। মাঘ ৭। দম্ভোক্তি ৮। নোংরামি ৯। হরকরা ১১। শম্বুক ১৩। দস্তা ১৪। সূচক ১৫। টক্কর।

**উপর-নীচ :** ১। কুসীদ ২। কটুক্তি ৩। দোনোমনো ৬। ঘরামি ৯। হলুদ ১০। রাজসূয় ১১। শকট ১২। কট্টর।

## বিন্দুবিসর্গ

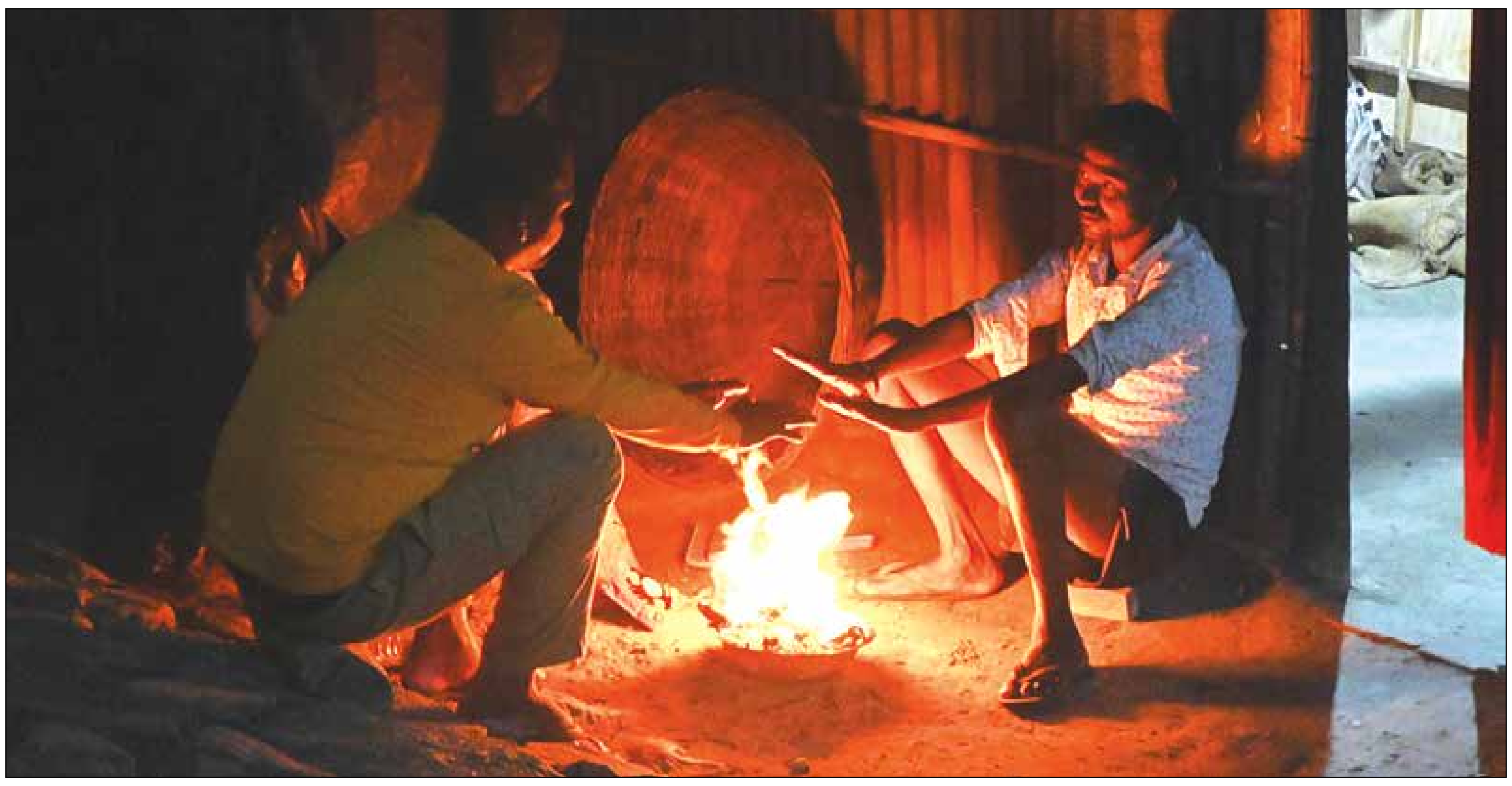

ডিসেম্বরের শুরুতেই খেলা দেখাচ্ছে শীত। সেই শীতকে পোষ মানাতে আগুন পোহানো। সোমবার আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

## বোতল ভেঙে জনতাকে ভীতি প্রদর্শন

# ফিল্মি কায়দায় দোকান থেকে লুট

**ভাস্কর শর্মা**

**ফালাকাটা, ২ ডিসেম্বর :** সোমবার দুপুরে ব্যস্ত ফালাকাটা ট্রাফিক মোড়। ট্রাফিকের উত্তর পাশেই হার্ডওয়্যারের দোকান রতন দত্তর। অন্যদিনের মতো এদিনও দুপুরে দোকানেই ছিলেন তিনি। এই সময়টায় ক্রেতাদের আনাগোনা একটু কমই থাকে। রতন কোনও কাজে অল্প সময়ের জন্য দোকানের পেছনের দিকে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগেই হানা দেয় দুষ্কৃতী। ঢুকে পড়ে এক তরুণ। সামনেই ছিল ক্যাশ কাউন্টার। সেখান থেকে টাকার বান্ডিল নিয়ে চম্পট দেয়।

এখানেই শেষ নয়। এদিন দুপুরে ফালাকাটা শহরে দোকানে চুরির ঘটনায় নাটকীয়তা আরও রয়েছে। কেউ একজন ক্যাশ কাউন্টার থেকে টাকা নিয়ে পালাচ্ছে, টের পেয়েই চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসেন রতন। তাঁর চিৎকারে জড়ো হয়ে যান আশপাশের ব্যবসায়ীরা। ততক্ষণে অবশ্য ওই তরুণ টাকার বান্ডিল নিয়ে চম্পট দিয়েছে। আর তারপর যা ঘটল তাতে হতভম্ব হয়ে যান ব্যবসায়ীরাও। ফালাকাটা ট্রাফিক মোড়ের ব্যবসায়ীরা জানালেন, রতন চিৎকার জুড়ে দিতেই আমরা তাঁর দোকানের সামনে পৌঁছে যাই। দেখতে পাই, এক তরুণ দৌড়ে পালাচ্ছে। এরপর সবাই মিলে ওই তরুণের পিছু ধাওয়া করেন।

ওই দুষ্কৃতী দৌড়াতে দৌড়াতে মাদারি রোডে অবস্থিত জেলা পরিষদের ডাকবাংলোর মাঠে পৌঁছে যায়। সেখানে জঙ্গলের ভেতর সে ঢুকে পড়ে। ব্যবসায়ীরাও জঙ্গল ঘিরে ফেলেন। ওই সময় ডাকবাংলোর দেওয়াল টপকে সে পালাতে চায়। কিন্তু সেই দেওয়াল ছিল দুর্বল। এমন সময় দেওয়াল ভেঙে সে পড়ে যায়। বাগে পেয়েছেন ভেবে এগিয়ে যান ব্যবসায়ীরাও। আর তারপরেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ওই তরুণ।

ব্যবসায়ীরা বলেন, দেওয়াল ভেঙে সে যখন পড়ে যায়, তখনই আমরা তাকে ধরতে যাই। কিন্তু হঠাৎ সে আমাদের দিকে তেড়ে আসে। সেখানে একটি কাচের বোতল পড়ে ছিল। সেই বোতল কুড়িয়ে নিয়ে আছাড় দিয়ে ভাঙে। তারপর ভাঙা বোতল দিয়ে আমাদের আঘাত করার চেষ্টা করে। ভয় পেয়ে যান ব্যবসায়ীরা। তাঁরা আর এগোনোর সাহস পাননি। আর সেই সুযোগে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় সেই তরুণ। একেবারে সকলের চোখের সামনে থেকেই।

এদিন বিকেলেও হতভম্ব ভাব কাটেনি হার্ডওয়্যার দোকানের মালিক রতনের। বলছিলেন, 'ক্যাশ বাক্সে ৩০ হাজার টাকার বান্ডিল ছিল। দোকানের মধ্যেই একটু অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তার মধ্যেই ওই তরুণ টাকার বান্ডিল নিয়ে চম্পট দেয়। এভাবে প্রকাশ্যে দোকানে চুরির ঘটনা ঘটবে তা ভাবতেও পারিনি।'

ঘটনার কথা ফালাকাটা থানার পুলিশকে জানিয়েছেন রতন। তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ হয়নি। তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

চুরির পর হার্ডওয়্যারের দোকানের সামনে জটলা।

> আমার চোখের সামনে দিয়ে সেই তরুণ দৌড়ে চলে যায়। ভাঙা বোতল উঁচিয়ে আমাদের ভয়ও দেখিয়েছে। এতদিন ধরে ব্যবসা করছি, কিন্তু এমন ঘটনা এই প্রথম। একেবারে ট্রাফিক মোড়ের মতো জায়গায় এমন ঘটনায় আতঙ্কে আছি।
>
> **নিতাই দাস** *স্থানীয় ব্যবসায়ী*

## ডুবে মৃত্যু

**ফালাকাটা, ২ ডিসেম্বর :** নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক তরুণের। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম পার্থ বসাক (৩৫)। তাঁর বাড়ি ফালাকাটা শহরের হাটখোলায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সোমবার দুপুরে পার্থ স্থানীয় মহাকালবাড়ির মুজনাই নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়েছিলেন। তখনই দুর্ঘটনা ঘটে। কোনও কারণে সেই ব্যক্তি জলে ডুবে যান। পাশেই থাকা এক ব্যক্তি চোখের সামনে ওই তরুণকে ডুবে যেতে দেখে চিৎকার করতে থাকেন। তিনিই পার্থর বাড়িতে গিয়ে খবর দেন। দ্রুত বাড়ি থেকে পার্থর ভাই সহ অন্যরা ছুটে আসেন। পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকলকে। সবাই মিলে মুজনাই নদীতে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে দমকলকর্মীরা নদী থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করেন। ফালাকাটা থানার পুলিশ জানিয়েছে, এদিন নদী থেকে উদ্ধার করা সেই তরুণের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

## শিবিরের সূচনা

**আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর :** সোমবার আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন ও পুরসভার যৌথ উদ্যোগে এমএসএমই ক্যাম্পের সূচনা করা হয়। এদিন শহরে পুরসভার প্রেক্ষাগৃহে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেই শিবির ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য লোন কীভাবে নেওয়া যাবে, কৃষকদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প জনসাধারণের মধ্যে জানাতে এই শিবিরের আয়োজন। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা কীভাবে ঋণ নিয়ে কাঁচামাল কিনে তাঁদের তৈরি করা সামগ্রী বাজারজাত করবেন, তা নিয়ে এদিন শিবিরে আসা বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বক্তব্য পেশ করেন। এছাড়া এসসি, এসটি, ওবিসি শংসাপত্র, ট্রেড লাইসেন্স, বিদ্যুৎ দপ্তরের কাজ, ব্যাংকিং পরিষেবা সহ বিভিন্ন পরিষেবা নিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের স্টলে ভিড় জমান শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দারা।

# শহরের বুকে সড়ক অভিভাবকহীন

**পল্লব ঘোষ**

**আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর :** শহরের মধ্যে থাকা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, কিন্তু সেই রাস্তা বর্তমানে অভিভাবকহীন। কারণ, সেই রাস্তা সংস্কারের দায় নিতে চাইছে না কেউ। ফলে রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় অবহেলায় পড়ে রয়েছে গত বছরখানেক ধরে। কথা হচ্ছে আলিপুরদুয়ার শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার হাটখোলা দুর্গাবাড়ি থেকে সোজা রেল গুমটি পর্যন্ত যাওয়া রাস্তাটির।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকলেও সেই রাস্তাটি সংস্কারের ক্ষেত্রে দপ্তরগুলির মধ্যে টানাপোড়েনের জেরে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। দ্রুত সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছেন তাঁরা।

রাস্তাটির দৈর্ঘ্য বেশি নয়। শ-দুয়েক মিটার। তবে এই রাস্তাটি শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। কারণ তার পাশেই রয়েছে হাটখোলা দুর্গাবাড়ির বাজার। এখানেই রয়েছে হাটখোলা দুর্গাবাড়ি মন্দির। প্রতিনিয়ত শহর ও শহরের বাইরে থেকে অসংখ্য মানুষ যাতায়াত করেন এই রাস্তাটি দিয়ে। সানি সরকার নামে এক পথচারীর কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটির বিভিন্ন জায়গা ভেঙে গিয়ে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি হলেই সেখানে জল জমে। সেই গর্তে চাকা পড়লে গাড়ি চালাতে সমস্যা হয়। সেইসঙ্গে জলকাদা ছিটকে জামাকাপড়ও নোংরা হয়।'

এবার প্রশ্ন হচ্ছে, রাস্তাটি সংস্কার করবে কে? দুর্গাপুজোর আগে এই রাস্তা সংস্কার নিয়ে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফে জেলা পরিষদের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। তাই রাস্তার দায়িত্ব কার, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে জেলা পরিষদের সভাপতি স্নিগ্ধা শৈব্যকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি জানিয়ে দেন, রাস্তাটি জেলা পরিষদের অধীনে নেই। বলেন, 'শহরের মধ্যে থাকা রাস্তা কী করে জেলা পরিষদের হতে পারে?' তাহলে স্মারকলিপি দেওয়া হল কেন? সভাধিপতির জবাব, 'কংগ্রেস হয়তো জানে না রাস্তাটি কার।'

তাহলে কি রাস্তা দেখভালের দায়িত্ব পুরসভার? ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পার্থ সরকারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি স্পষ্ট করে কিছুই বলতে পারেননি। তবে রাস্তাটি পিডব্লিউডি তৈরি করেছিল বলে জানান তিনি। পার্থ বলেন, 'রাস্তাটি সংস্কারের বিষয়ে পুরসভাকে জানিয়েছি।'

তাহলে কি রাস্তাটি পিডব্লিউডি'র অধীনে? সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপকুমার হালদার জানিয়ে দিয়েছেন, রাস্তাটি তাঁদের দায়িত্বে নেই।

এদিকে, সংস্কার হচ্ছে না বলে এলাকাবাসীর ভোগান্তিও মিটছে না। স্থানীয় বাসিন্দা দীপক রায়ের কথায়, 'আমরা তো জানতাম যে রাস্তাটি জেলা পরিষদের অন্তর্গত। তবে যে-ই দায়িত্বে থাকুক না কেন, দ্রুত রাস্তাটি সংস্কার করা হোক।'

পুজোর আগে যখন ভারী বৃষ্টি হয়েছিল, তখন তো এই রাস্তার উপর জল জমে গিয়েছিল। জলে ডুবে থাকা বেহাল রাস্তায় চলাচল করতে খুব সমস্যা হয়েছে বলে জানালেন এলাকার বাসিন্দারা। এই রাস্তাটি দিয়ে আলিপুরদুয়ার হাইস্কুল ও আলিপুরদুয়ার গার্লস হাইস্কুলে প্রচুর ছাত্রছাত্রী যাতায়াত করে। বেহাল রাস্তার জন্য তাদেরও সমস্যায় পড়তে হয় বলে জানিয়েছে পড়ুয়ারা।

২০০ মিটার দীর্ঘ এই রাস্তার সংস্কার নিয়ে মাথাব্যথা নেই কারও।

**গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা**

- শ-দুয়েক মিটার দীর্ঘ রাস্তা
- এই রাস্তার পাশেই রয়েছে হাটখোলা দুর্গাবাড়ির বাজার
- এখানেই রয়েছে হাটখোলা দুর্গাবাড়ি মন্দির
- শহর ও শহরের বাইরে থেকে অসংখ্য মানুষ যাতায়াত করেন

## বাঁধের রাস্তায় বারবার দুর্ঘটনা

**প্রণব সূত্রধর**

**আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর :** আলিপুরদুয়ার কালজানি বাঁধের রাস্তা এখন যেন মৃত্যুফাঁদ। রাস্তা তৈরির কয়েক বছরে প্রায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। কালজানি বাঁধের রাস্তা শহরের বাইপাস রোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে আলিপুরদুয়ার নিউটাউন এলাকা হয়ে সহজেই কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা রোডে যাতায়াত করা যায়। এতে আলিপুরদুয়ার চৌপথি এলাকার পুলিশি নজরদারি ও যানজট এড়ানো সম্ভব। দূরত্বও কম লাগে। ফলে কালজানি বাঁধের রাস্তায় দিন-দিন যাতায়াত বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত দু'দিন আগেই বাইক দুর্ঘটনায় এক তরুণের মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার দুপুরে সেই এলাকার বছর পঁয়ষট্টির নিয়া পাসোয়ানকে বলতে শোনা গেল, 'বাঁধের রাস্তা তৈরির কয়েক বছরে চারটি দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এলাকায় স্পিডব্রেকার ও সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো উচিত।'

শংকর পাসোয়ান নামে আরেক বাসিন্দার কথায়, 'প্রায় একই জায়গায় দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এর আগেও রাস্তায় স্পিডব্রেকার বসানোর দাবি জানানো হয়েছিল। এবারও একই দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। রাত নয়টার পরে রাস্তা প্রায় ফাঁকাই থাকে। তাই গতিও বেড়ে যায় গাড়ির।'

**সিসিটিভি, স্পিডব্রেকার বসানোর দাবি**

এলাকায় পর্যাপ্ত পথবাতি নেই। যাও আছে তাও রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে। আলোর সমস্যা রয়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় স্পিডব্রেকার নেই। ফলে দ্রুতগতিতে যানবাহন চলে। দিনে কালজানি সেতু সংলগ্ন বাঁধের রাস্তার মুখে পুলিশের নজরদারি চলে। তবে সন্ধ্যার পর ট্রাফিক পুলিশের নজরদারি উঠতেই বেপরোয়া যানবাহনের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। তার উপর আবার সিসিটিভির নজরদারিও নেই। বেশিরভাগ সময়ে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়ি ওভারটেক করতে গিয়ে রাস্তার রেলিংয়ে ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা গিয়েছে বহুবার। শুধু তাই নয়, পথচারীদের ধাক্কা মারতেও দেখা গিয়েছে বহু গাড়িকে।

তবে ট্রাফিক পুলিশের তরফে অবশ্য স্থানীয়দের দাবি মেনে নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় স্পিডব্রেকার ও সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর আশ্বাস মিলেছে। প্রথমে স্পিডব্রেকার বসানো হবে, তারপর সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি চলবে।

ট্রাফিক ডিএসপি শান্তনু তরফদার বলেন, 'কালজানি বাঁধের রাস্তার নিরাপত্তার জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হবে। ইতিমধ্যেই স্পিডব্রেকার বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টহলদারিও চলবে নিয়মিত।'

শর্টকাট রুট ছাড়াও বাঁধের রাস্তায় সিসিটিভি না থাকার কারণে মদ্যপদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়। মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর জন্য দুর্ঘটনা স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। তবে ট্রাফিক পুলিশের আশ্বাসে এখন আশার আলো দেখছেন স্থানীয়রা।

## জরুরি তথ্য

**মজুত রক্ত**

সোমবার বিকেল ৫টা অবধি

**আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)**

| | | |
|---|---|---|
| এ পজিটিভ | - | ৫ |
| বি পজিটিভ | - | ৭ |
| ও পজিটিভ | - | ২২ |
| এবি পজিটিভ | - | ১ |
| এ নেগেটিভ | - | ২ |
| বি নেগেটিভ | - | ০ |
| ও নেগেটিভ | - | ৩ |
| এবি নেগেটিভ | - | ০ |

**ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল**

| | | |
|---|---|---|
| এ পজিটিভ | - | ১ |
| বি পজিটিভ | - | ২ |
| ও পজিটিভ | - | ২ |
| এবি পজিটিভ | - | ১ |
| এ নেগেটিভ | - | ১ |
| বি নেগেটিভ | - | ১ |
| ও নেগেটিভ | - | ২ |
| এবি নেগেটিভ | - | ০ |

**বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল**

| | | |
|---|---|---|
| এ পজিটিভ | - | ০ |
| বি পজিটিভ | - | ০ |
| ও পজিটিভ | - | ০ |
| এবি পজিটিভ | - | ০ |
| এ নেগেটিভ | - | ০ |
| বি নেগেটিভ | - | ০ |
| ও নেগেটিভ | - | ০ |
| এবি নেগেটিভ | - | ০ |

## শ্মশানজুড়ে আগাছা ও জঞ্জাল

**ভাস্কর শর্মা**

**ফালাকাটা, ২ ডিসেম্বর :** বেহাল অবস্থায় ফালাকাটা মহাশ্মশান। শ্মশান চত্বরজুড়ে শুধুই আগাছা ও জঞ্জাল। সবচেয়ে খারাপ দশা চুল্লিগুলির। প্রত্যেকটি ভেঙে গিয়েছে। এমনকি নদীঘাটের পরিস্থিতিও বেহাল। শবদাহ করতে এসে রোজ বিভিন্ন সমস্যায় পড়েন শ্মশানযাত্রীরা। ফালাকাটাজুড়ে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, পুরসভা সব জেনেও শ্মশান সংস্কারে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না।

ফালাকাটা মহাশ্মশান কালীপুজো কমিটির অন্যতম সদস্য মিঠুন সরকার বলেন, 'শ্মশানের চুল্লি, গেট, নদীঘাট সবকিছুরই করুণ দশা। বিষয়টি মৌখিকভাবে পুরসভায় জানিয়েছি। তবে গত তিন বছর ধরে একই অবস্থায় রয়েছে মহাশ্মশান।'

এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা শংকর সাহাচৌধুরীর কথায়, 'ফালাকাটার মূল শহরে শবদাহের জন্য ভরসা এই মহাশ্মশানই। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে শ্মশানটি বেহাল। শ্মশান উন্নয়নের কোনও কমিটিও নেই। তাই ঝোপঝাড়ে ঢেকে গিয়েছে। ভেঙে পড়েছে চুল্লি। শহরবাসীর কথা ভেবে পুরসভার উচিত দ্রুত শ্মশানটি সংস্কার করা।'

ফালাকাটা শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে শ্মশানটি। হিন্দু ধর্মাবলম্বী শহরের বেশিরভাগ মানুষই এই শ্মশানের উপর নির্ভরশীল। অনেক সময় দূরবর্তী এলাকা থেকেও অনেকে মৃতদেহ দাহ করার জন্য নিয়ে আসেন। মহাশ্মশানের উন্নয়নে প্রায় ১৪ থেকে ১৬ বছর আগে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ওই সময় একটি কমিটি গঠন করে শ্মশানের উন্নয়ন করা হয়েছিল। নতুন চুল্লি, শেড, মন্দির, শ্মশানযাত্রীদের বসার জায়গা, জলের ব্যবস্থা সবকিছুই করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর আর কোনও কমিটি তৈরি হয়নি। শ্মশানের দিকে তাকাননি কোনও জনপ্রতিনিধি। তাই দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে এই শ্মশান।

ঝোপঝাড়, জঙ্গল, আবর্জনা তো বটেই। চুল্লিগুলোরও বেহাল দশা। এখানে মোট তিনটি চুল্লি রয়েছে। এর মধ্যে একটি চুল্লির উপর টিনের শেড দেওয়া আছে। বাকি দুটিতে অবশ্য নেই। শ্মশানযাত্রীরা জানান, শেডের চুল্লিটির সবচেয়ে করুণ দশা। বৃষ্টির ভয়ে ওই চুল্লিটিই মৃতের পরিবার ব্যবহার করে। কিন্তু ভগ্নদশায় থাকা এই শেড যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। আগে স্নান করানো থেকে যাবতীয় কাজের জন্য নদীর ঘাট ব্যাবহার করতে হয়। কিন্তু অভিযোগ, শ্মশানের পাশ দিয়ে বয়ে চলা মুজনাই নদীর ঘাটটিও বেহাল। শ্মশানের ভেতর থাকা এই ঘাটে পলি পড়ে, আবর্জনা জমে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ফলে যে কোনও সময় নদীর ঘাটে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকছে।

**ফালাকাটা**

ফালাকাটা নাগরিক মঞ্চের আহ্বায়ক বাপন গোপের কথায়, 'এই মহাশ্মশানের উপর মূল শহরের সব বাসিন্দাই নির্ভরশীল। অথচ শ্মশানে ঢোকার গেটের থেকে ভেতরে যাওয়া যেন আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত থাকার সময় মাঝেমধ্যে পরিষ্কার করা হত। কিন্তু এখন পুরসভার কোনও উদ্যোগ নেই।'

মহাশ্মশানের এই যাবতীয় অবস্থা নিয়ে অবশ্য ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডেই শ্রমিক দেওয়া আছে। তবে শ্মশানটি কীভাবে সংস্কার করা যায় তা নিয়ে আমরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নেব।'

বেহাল ফালাকাটা মহাশ্মশান।

# বইমেলায় এবার মিনি পার্ক

**দামিনী সাহা**

**আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর :** আজকাল একটা কথাই বারবার শোনা যায়। ছোটদের আর বইয়ের প্রতি আগ্রহ নেই। তাই সেই আগ্রহ ফেরাতে বইমেলায় ছোটদের আনাগোনা বাড়াবার একটা চেষ্টা চলেই। এবছরও যেমন আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলায় বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে আসার জন্য একটা চেষ্টা চলছে। সেইসঙ্গে আরও একটা পদক্ষেপ করা হয়েছে ছোটদের আকর্ষণ করার। এবারের বইমেলায় ছোটদের জন্য থাকছে কিডস কর্নার বা মিনি পার্ক।

কী কী থাকবে সেখানে? উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সেখানে থাকবে মিকি মাউস বাউন্সি ক্যাসেল সহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় রাইড। বইমেলা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই ধরনের উদ্যোগ আগে কখনও নেওয়া হয়নি। মেলার মাধ্যমে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার পাশাপাশি, এবারের এই বিশেষ আয়োজন ছোটদের জন্য বাড়তি আনন্দ করার সুযোগ করে দেবে।

মেলায় মিনি পার্কের সংযোজনকে ঘিরে অভিভাবক মহলে ইতিমধ্যেই আনন্দের সুর। শুচিস্মিতা দাস নামে এক অভিভাবকের কথায়, 'এটি বেশ ভালো একটি উদ্যোগ। বাচ্চারা বই কিনতে মেলায় এসে রাইডের আনন্দও উপভোগ করতে পারবে।' সহেলি দে ঘোষ নামের আরেক অভিভাবক বললেন, 'ডিজিটাল মিডিয়ার যুগে বাচ্চাদের হাতে বই অনেক কম থাকে। বিনোদনের টানে বাচ্চারা এখানে এসে বই দেখবে এবং কিনবে। এটি অবশ্যই প্রশংসনীয়।' এতে বাচ্চাদের মধ্যে বইয়ের প্রতির আগ্রহ আরও বাড়বে বলে মনে করছেন তিনি।

মিনি পার্ক ছাড়াও আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলার ইতিহাসে এবছর প্রথমবারের মতো যুক্ত হচ্ছে নেপালি ভাষার বইয়ের স্টল। এই বইয়ের স্টল এবার মেলার অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে। বইমেলা জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ভাস্কর মজুমদার বলেন, 'নেপালি ভাষার পাশাপাশি কুরুখ ভাষা, বোড়ো ভাষা এবং অন্যান্য স্থানীয় ভাষার বইয়ের স্টল থাকবে। এতে ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষদের বইমেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং আঞ্চলিক ভাষার এই বইয়ের স্টলগুলো মেলার বৈচিত্র্য বাড়াবে।' স্থানীয় এবং দূরদূরান্ত থেকে আসা পাঠকদের জন্য এটি একটি অনন্য অভিজ্ঞতা হবে বলে মনে করছেন আয়োজকরা।

এছাড়াও বইমেলায় এবারই প্রথম উদ্যানপালন দপ্তরের বিপণন কেন্দ্রও থাকবে। যাঁরা বিভিন্ন গাছ বা ফুল ইত্যাদি ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য এটি একটি বিশেষ আকর্ষণ হতে চলেছে। এখানে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা, বীজ এবং বাগান করার কাজে লাগে এমন সামগ্রী বিক্রির ব্যবস্থা থাকবে। এতে বইমেলায় কেবলমাত্র বইপ্রেমীরাই নয়, গাছপালা ও বাগানপ্রেমীরাও আকৃষ্ট হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

বইমেলা কর্তৃপক্ষের এমন উদ্যোগ বই পড়ার অভ্যাস তৈরিতে সহায়ক হবে বলে মনে করছেন পাঠকমহল। আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা ঋষিরাজ মহন্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, 'এবারের বইমেলায় সংযোজিত প্রতিটি নতুন উদ্যোগ বইপ্রেমী এবং প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য অসাধারণ। বই পড়া ও কেনার পাশাপাশি মেলার এই পরিবেশ সত্যিই মনোমুগ্ধকর হতে চলেছে।'

অপর এক পাঠক বাবলি সাহা সূত্রধরের কথায়, 'এ ধরনের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। বাচ্চারা যেমন মেলার আনন্দ উপভোগ করবে, তেমনি সাধারণ মানুষের মধ্যেও বইমুখী হওয়ার প্রবণতা বাড়াবে। আমি নিশ্চিত, এই উদ্যোগ বইমেলাকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেবে।'

মঙ্গলবার খুঁটিপুজোর মাধ্যমে বইমেলার আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি শুরু হবে। আয়োজকরা আশা করছেন, এবছর মেলা আগের বছরগুলির তুলনায় আরও বেশি সাড়া ফেলবে।

**নতুন উদ্যোগ**

- বইমেলায় থাকবে মিকি মাউস, বাউন্সি ক্যাসেল সহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় রাইড
- নেপালি ভাষার পাশাপাশি কুরুখ ভাষা, বোড়ো ভাষা এবং অন্যান্য স্থানীয় ভাষার বইয়ের স্টল থাকবে
- এবারই প্রথম উদ্যানপালন দপ্তরের বিপণনকেন্দ্রও থাকবে
- এখানে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা, বীজ এবং বাগান করার কাজে লাগে এমন সামগ্রী বিক্রির ব্যবস্থা থাকবে

## আবাস নিয়ে দাবি

**ফালাকাটা, ২ ডিসেম্বর :** দিনমজুরদের ঘরের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এমনকি অনেক বাড়িতে সার্ভে টিমও আসেনি। এই অবস্থায় ঘরের দাবিতে সোমবার ফালাকাটার বিডিওকে ডেপুটেশন দিল দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের একাংশ। এদিন দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮৮, ৮৯, ৭৩ ও ৭৭ নম্বর বুথের বাসিন্দারা বিডিওকে ডেপুটেশন দেন। তার আগে অবশ্য বাসিন্দারা বিডিও অফিসের সামনে জড়ো হয়ে অল্প সময়ের জন্য বিক্ষোভও দেখান। ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

## পুতিন আসছেনই

**মস্কো, ২ ডিসেম্বর :** রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারত সফরে আসছেন। শুধু তারিখটা ঠিক হয়নি। তারিখ ঠিক হবে নতুন বছরের গোড়ার দিকে। পুতিনের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উষাকভ একথা জানিয়ে বলেন, ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ভারতেই প্রথম সফরে যাবেন পুতিন।

## ‘ঝাড়ু’ হাতে শিক্ষক

**নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর :** ২০২৫-এ দিল্লি বিধানসভার নির্বাচন। তার আগে চমক। ইউপিএসসির শিক্ষক তথা মোটিভেশনাল স্পিকার অবধ ওঝা সোমবার কেজরিওয়াল ও মণীশ সিসোদিয়ার উপস্থিতিতে আমআদমি পার্টিতে যোগ দিলেন। শোনা যাচ্ছে তাঁকে নির্বাচনে দলীয় টিকিট দেওয়া হবে। তিনি জনপ্রিয় শিক্ষক। ইউপিএসসি পরীক্ষার কোচিং করান। আপের আশা, অবধ ওঝার যোগ দলের সাফল্য বাড়াবে। অবধ জানিয়েছেন, রাজনীতিতে এসে শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য।

## ধসে নিখোঁজ পরিবারের ৭

**চেন্নাই, ২ ডিসেম্বর :** ঝড় থামলেও ‘ফেনজল’-এর প্রভাবে তৈরি নিম্নচাপের জেরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরি উপকূলে। এর মাঝে তিরুআন্নামালাই এলাকায় বিশাল ধস নামে। সেই ধসে মটির নীচে চাপা পড়ে যান একই পরিবারের ৭ জন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। তবে তাদের বেঁচে থাকার আশা খুবই ক্ষীণ। প্রবল বৃষ্টিতে ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ। প্রবল বৃষ্টির জেরে তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির বিভিন্ন এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকা থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে মাঠে নেমেছে ভারতীয় সেনাও।

## মহারাষ্ট্রে নাড্ডার দূত

**নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর :** মহারাষ্ট্রের কুর্সি জট অব্যাহত। অমিত শা’র সঙ্গে বৈঠকেও জট কাটেনি। নির্বাচন ফলের ১০ দিন পরেও মারাঠাবাসী পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কে তা এখনও ধোঁয়াশায়। এরই মাঝে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানিকে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োগ করলেন জেপি নাড্ডা। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে দলের নবনির্বাচিত বিধায়কদের বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষদীয় নেতা নির্বাচন করা হবে।

## পুলিশ বোনকে কোপ ভাইয়ের

**হায়দরাবাদ, ২ ডিসেম্বর :** এবার সম্মান হত্যার ঘটনা দক্ষিণ ভারতে। বাড়ির অমতে অসবর্ণ বিয়ে মানতে পারেনি পরিবার। তার জেরে বোনকে কুপিয়ে মারল ভাই বলে অভিযোগ। নাগমণি নামে ওই তরুণী পুলিশের কনস্টেবল পদে ছিলেন। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার রঙ্গারেড্ডি জেলায় রাইপোল গ্রামে। পুলিশ নাগমণির ভাই অভিযুক্ত পরমেশকে খুঁজছে। তদন্ত চলছে। মামলা রুজু হয়েছে।

## মৃত্যু তরুণ আইপিএসের

**বেঙ্গালুরু, ২ ডিসেম্বর :** চাকরি করা আর হল না কর্ণাটক ক্যাডারের তরুণ আইপিএস অফিসার হর্ষ বর্ধনের। প্রথম পোস্টিংয়ে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তাঁর। রবিবার কর্ণাটকের হাসানে মারা গেলেন ২৬ বছরের আইপিএস হর্ষবর্ধন। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হাসান-মাইশুরু হাইওয়ে সীমানার কিত্তনে দুর্ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মারা যান তিনি। চালকের অল্পবিস্তর চোট লাগে।

## ছেলেকে ক্ষমা বাইডেনের

**ওয়াশিংটন, ২ ডিসেম্বর :** শাস্তি হল না। ক্ষমা পেলেন প্রেসিডেন্ট বাবার সৌজন্যে। কর ফাঁকি ও অবৈধভাবে বন্দুক রাখার মামলায় দোষী সাব্যস্ত ছেলে হান্টার বাইডেনকে রবিবার ক্ষমা করে দিলেন বিদায়ি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আখ্যা দিয়ে বাইডেন বলেছেন, ‘আমি আমার ছেলে হান্টারকে ক্ষমা করার জন্য স্বাক্ষর করেছি। ছেলে বলেই সই করলাম। এটি নিঃশর্ত ক্ষমা।’ এই ক্ষমা প্রত্যাহারের ক্ষমতা ভাবী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেই।

### সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিবাদে পেট্রাপোলে শুভেন্দুর সভা

# বাংলাদেশকে ভাতে মারার হুমকি

**কলকাতা, ২ ডিসেম্বর :** হাতে না মেরে বাংলাদেশকে ভাতে মারার হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণে ঢাকার ওপর চাপ বাড়াতে এবার সরাসরি পণ্য রপ্তানি আটকে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু। পাশাপাশি মেরুকরণের রাজনীতিতে শান দিতে সংখ্যালঘু তোষণের প্রশ্নে বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক আসনে বসিয়ে কার্যত তুলোধোনা করলেন শুভেন্দু। সোমবার বনগাঁর পেট্রাপোলে সভার আগেই ভারত থেকে পণ্য রপ্তানি বন্ধ করা নিয়ে সুর চড়িয়েছিলেন শুভেন্দু। এদিন সকাল ৬টা থেকেই কার্যত সীমান্ত দিয়ে পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই ঘটনাকে তুলে ধরে এদিনের সভা থেকে বাংলাদেশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘আজ ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ হল। এটা ট্রেলার দেখালাম। এরপরেও যদি আক্রমণ বন্ধ না হয়, তাহলে সাতদিন বাদে টানা ৫ দিন পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দেব। ’২৫ সালে লাগাতার বন্ধ হবে রপ্তানি। আলু, পেঁয়াজ কী করে খায় ইউনূস তা দেখাব।’

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি গত ১০ দিন ধরে দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার চুপ করে রয়েছে। অথচ তাদের দল বলছে সব আটকে দেব। এই বিষয়ে আমাদের কোনও এক্তিয়ার নেই।’ বিধানসভার বাইরে বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, ‘এক্তিয়ার ঠিক করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোভা পায় না। বিরোধী দলনেতার এক্তিয়ার দেখার আগে উনি ওনার দলের হুমায়ুন কবীর, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়দের এক্তিয়ার দেখুন।’ সম্প্রতি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর চাপ তৈরি করতে দিল্লির সরকারের কাছে আর্জি জানানোর কথা বলেছিলেন শুভেন্দু। এদিন সেখান থেকে একধাপ এগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশে শান্তি সেনা পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই প্রস্তাবকে কার্যত লুফে নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শুভেন্দু। শুভেন্দু বলেন, ‘জাতিসংঘের মাধ্যমে এই কাজ করতে প্রস্তাব দেওয়ার কথা আমি আগেই বলেছি। মুখ্যমন্ত্রী তা মানলে সেটা তো ভালোই। আসলে এ হল ঠেলায় না পড়লে বেড়াল গাছে চড়ে না।’ শুভেন্দুর মতে, সবটাই কেন্দ্রের দায়িত্ব নয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরও কিছু দায়িত্ব আছে। আর সেই প্রশ্নেই মুখ্যমন্ত্রীর প্রকৃত সদিচ্ছার অভাব আছে। কারণ, ভোট ব্যাংকের স্বার্থেই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণ নিয়ে সরব নন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকার। শুভেন্দু বলেন, ‘ওপারে ইউনূস যা, এপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাই।’

*বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে পেট্রাপোল সীমান্তে বিক্ষোভ মিছিলে শুভেন্দু অধিকারী।*

### সংসদে তৃণমূল

সংসদে বাংলাদেশ নিয়ে সরব হতে চায় তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘স্পিকারের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সরকারকে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বাংলাদেশ ইস্যুতে কেন্দ্রের পাশে থাকবে তৃণমূল। সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, হত্যা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি আমাদের গভীর উদ্বেগের কারণ। স্পিকার আগামীকাল এই ইস্যুটি জিরো আওয়ারে তোলার অনুমতি দেবেন বলে আশা করছি।’

“

এটা ট্রেলার দেখালাম। এরপরেও যদি আক্রমণ বন্ধ না হয়, তাহলে সাতদিন বাদে টানা ৫ দিন পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দেব। ’২৫ সালে লাগাতার বন্ধ হবে রপ্তানি। আলু, পেঁয়াজ কী করে খায় ইউনূস তা দেখাব।

**শুভেন্দু অধিকারী**

## শপথে রাজ্যপাল থাকলেও নেই পদ্ম

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ২ ডিসেম্বর :** বিধানসভায় রাজ্যপালের শপথ বয়কট বিজেপির। বিধানসভায় উপস্থিত থেকেও এদিন সদ্যসমাপ্ত উপনির্বাচনে জেতা ৬ তৃণমূল বিধায়কের শপথে যোগ দিল না বিজেপি। যদিও বিজেপির দাবি, তারা বয়কট করেনি, তারা শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেননি।

এবারই প্রথম বিধানসভায় শপথ দিতে এলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। নবান্ন-রাজভবনকে ঘিরে বাগযুদ্ধ আর দীর্ঘ তিক্ততার পর

### মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু কথা হল না

রাজ্যপালের এদিনের বিধানসভায় আসাকে ঘিরে আশা-নিরাশার দোলা ছিল রাজনৈতিক মহলে। রাজনৈতিক মহলের আগ্রহ ছিল শপথকে উপলক্ষ্য করে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপালের সম্পর্ক কোন দিকে মোড় নেয় সেদিকেও। এই আবহে সোমবার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বিধানসভায় পৌঁছোন রাজ্যপাল। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিধানসভার পোর্টিকোয় আগেই হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভায় পৌছে আম্বেদকারের মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাজ্যপাল। এরপর অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ, শপথ অনুষ্ঠান সেরে বিধানসভা থেকে প্রস্থান সবটাই ছিল রীতিমাফিক। শপথবাক্য পাঠ করে সব তৃণমূল বিধায়কই এদিন নিয়ম করে জয় বাংলা ও মুখ্যমন্ত্রীর নামে জয়ধ্বনি করেছেন রাজ্যপালের সামনেই। শপথ অনুষ্ঠানের শেষে চেয়ার ছেড়ে নেমে এসে মুখ্যমন্ত্রীর দিকে হাতজোড় করে নমস্কার সেরে ফেরার রাস্তা ধরেছেন রাজ্যপাল। মুখ্যমন্ত্রীর সামনের আসনে বসা ব্রাত্য বসুর কাছে এসেও স্মিত হাসেন তিনি। বিধানসভার অধিবেশন কক্ষ ছাড়ার সময়েও ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে শাসকদলের বিধায়কদের ‘জয় বাংলা’, ‘জয় মমতা’ স্লোগান দিতে শোনা গিয়েছে। এদিন বিধানসভায় থেকেও শপথগ্রহণে উপস্থিত ছিল না বিজেপি। ফলে বিরোধী আসন ছিল শূন্য। সেটাও হয়তো কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলেছিল তাঁকে। যদিও মুখে তাঁর কোনও প্রকাশ ছিল না। শেষমেশ বিধানসভার গাড়ি-বারান্দা থেকে গাড়িতে ওঠার আগে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে হাতজোড় করলেন। প্রতি নমস্কার জানালেন মুখ্যমন্ত্রীও। কিন্তু ওই অবধি কোনও কথা হল না রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর। এরপর অধ্যক্ষের দেওয়া ফুলের স্তবক হাতে নিয়ে ঢুকে গেলেন গাড়ির মধ্যে। রাজ্যপালের গাড়ির কনভয় বিধানসভা ছাড়ার আগে পর্যন্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন মুখ্যমন্ত্রী।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে, এদিনের শপথে আদৌ কি কমল নবান্ন-রাজভবনের দূরত্ব?

### আদানি কাণ্ডে সংসদে এখনও অচলাবস্থা

# ঘরে-বাইরে কোণঠাসা কংগ্রেস

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর :** টানা ষষ্ঠ দিন... সোমবার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুলতুবি হয়ে গেল লোকসভা এবং রাজ্যসভা। গত কয়েকদিন আদানি ইস্যুতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংসদ অচল করার অভিযোগ উঠলেও এদিন সমাজবাদী পার্টির সাংসদরা উত্তরপ্রদেশের সম্ভাল কাণ্ডের বিচার চেয়ে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

সোমবার লোকসভার কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাল ও আদানি ইস্যুতে বিরোধী দলগুলি তোলপাড় শুরু করে। বিরোধী সাংসদরা প্রশ্নোত্তর পর্বে স্লোগান দিতে শুরু করেন। উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী বিরোধীদের ক্রমাগত স্লোগানের মধ্যেই সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত একটি প্রশ্নের উত্তর দেন। এইসময় সংসদে সমাজবাদী পার্টির সাংসদদের তরফে ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ স্লোগান চলতে থাকে। কয়েকজন সাংসদ মোদানি নিয়েও স্লোগান দেন।

হট্টগোলের জেরে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুপুর ১২টা পর্যন্ত লোকসভা মুলতুবি করে দেন। যদিও অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে কংগ্রেস সাংসদ মানিকম ঠাকুর আদানি ইস্যু নিয়ে আলোচনার জন্য লোকসভায় মুলতবি প্রস্তাবের নোটিশ দেন।

দুপুর ১২টায় লোকসভার কার্যক্রম আবার শুরু হলে সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস, এনসিপি-এসপি সদস্যরা ওয়েলে নেমে সম্ভাল নিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন। বিরোধী সদস্যদের স্লোগানের মধ্যেই স্পিকার সন্ধ্যা রায় কার্যসূচি অনুযায়ী সদস্যদের সংসদের টেবিলে কাগজপত্র রাখতে বলেন।

তখন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি এবং গৌরব গগৈ বাদে কংগ্রেসের সমস্ত প্রথমসারির সাংসদ উপস্থিত থাকলেও আদানি ইস্যুতে তাঁরা একবারও সোচ্চার হননি। বিরোধীদের বক্তব্য, ‘যেভাবে অধিবেশনের প্রথম দিন থেকে কংগ্রেস একটিমাত্র ইস্যুকে (আদানি) সামনে রেখে পার্লামেন্টকে অচল করে রেখেছে, তাকে সমর্থন করা যায় না। সাধারণ মানুষের ইস্যুকে সংসদে তুলে ধরাই আমাদের কাজ।’ যার থেকে মনে করা হচ্ছে, শীতকালীন অধিবেশনের শুরু থেকেই আদানি ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখিয়ে সংসদ ভন্ডুল হওয়ার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করছে বিরোধীশিবির। চলতি অধিবেশনের প্রথম দিন থেকে তৃণমূল কংগ্রেস শুধুমাত্র আদানি ইস্যুকে কেন্দ্র করে সংসদ অচল করার বিরুদ্ধে ছিল। এবার ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য শরিকরাও অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহে কোনও কাজ না হওয়ায় কংগ্রেসকেই দায়ী করছে।

ইন্ডিয়া জোটের ২টি বৈঠকে অনুপস্থিত ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের পথে হেঁটেই সমাজবাদী পার্টিও ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে অনুপস্থিত ছিল। সমাজবাদী পার্টির এক নেতার বক্তব্য, ‘আদানি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হলেও এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সরাসরি সম্পর্ক নেই। ফলে এই ইস্যুতে সংসদ ভন্ডুল করে দেওয়া ঠিক পথ নয়।’

### সংবিধান বিতর্কে ঐকমত্য

**নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর :** শাসক-বিরোধী তর্জায় অচল সংসদ। বিরোধীদের দাবি মেনে আদানি ও সম্ভাল ইস্যুতে আলোচনায় রাজি নয় কেন্দ্র। এই পরিস্থিতিতে শাসক-বিরোধী ঐকমত্যের ইঙ্গিত মিলল সংবিধান বিতর্ক নিয়ে। সোমবার স্পিকার ওম বিড়লার সভাপতিত্বে হওয়া সর্বদলীয় বৈঠকে সংবিধান বিতর্ক নিয়ে আলোচনায় একমত হয়েছে দু-পক্ষ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, লোকসভায় ১৩ এবং ১৪ ডিসেম্বর এবং রাজ্যসভায় ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর সংবিধান নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে। রিজিজু বলেন, ‘সংসদের কাজকর্ম ব্যাহত করা উচিত নয়। আমরা সব বিরোধী দলের নেতাদের কাছে সভার কাজ চালু রাখার জন্য আবেদন জানিয়েছি। আশা করি আমরা আগামীকাল (মঙ্গলবার) থেকে সংসদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারব।’

## রাজ্যসভায় পিছনের সারিতে সুখেন্দু

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর :** প্রথম সপ্তাহে গরহাজির ছিলেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজ্যসভায় দেখা গেল তাঁকে। কিন্তু সামনে নয়, পিছনের সারিতে গিয়ে বসলেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের একদা চিফ হুইপ সুখেন্দুশেখর রায়। শেষ বেঞ্চে বসার আবেদন জানিয়ে আগেই রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরকে চিঠি দিয়েছিলেন সুখেন্দু। সেই অনুযায়ী সোমবার কক্ষের শেষ বেঞ্চে বসেন সুখেন্দুশেখর রায় তিনি। তৃণমূল শিবিরের দাবি, ‘আরজি কর কাণ্ডে দলের বিপরীতে গিয়ে দলের মধ্যে কোণঠাসা হওয়ায় তিনি দলের থেকে দূরত্ব বাড়াচ্ছেন।’ যদিও সুখেন্দুর মতে, ‘আমি অসুস্থ। অতদূর হেঁটে যাওয়া কষ্টকর। তাই আসন পরিবর্তন করেছি।’ তবে সুখেন্দুশেখরের সঙ্গে একই সারিতে রয়েছেন তৃণমূলের একজন নতুন সাংসদও। সম্প্রতি দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে আমন্ত্রণ না পাওয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়। এরপর রাজ্যসভায় পিছনের সারিতে বসা নিয়ে দলত্যাগের গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন সুখেন্দু।

## সরকার ও বিরোধী সাংসদদের ‘মুভি ডে’

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর :** শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিন ছিল সরকার এবং বিরোধী পক্ষের জন্য কার্যত ‘মুভি ডে।’ একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সংসদের বালাযোগী স্টেডিয়ামে বিজেপির সাংসদদের নিয়ে বিকেল চারটে থেকে দেখলেন ‘সবরমতী রিপোর্ট’। অন্যদিকে সপার রাজ্যসভার সাংসদ জয়া বচ্চনের নেতৃত্বে বিরোধী সংসদরা সন্ধে সাতটা থেকে চাণক্য অডিটোরিয়ামে দেখলেন অভিষেক বচ্চন অভিনীত,‘আই ওয়ান্ট টু টক’ সিনেমাটি।

সবরমতী রিপোর্ট সিনেমাটি দেখার সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার একাধিক সদস্যও। ছিলেন যোগী আদিত্যনাথ এবং বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা জিতেন্দ্র সহ একাধিক ব্যক্তি।

সিনেমাটি গোধরা কাণ্ডের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে এবং উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড সহ বেশ কয়েকটি বিজেপি শাসিত রাজ্যে ইতিমধ্যেই করমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এই ছবির প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নিজে।

ছবিটি সমর কুমার নামে এক সাংবাদিক গোধরা কাণ্ডের প্রমাণ সংগ্রহ করে দুর্নীতি ও মিথ্যা খবর ছড়ানো সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। অভিনেতা বিক্রান্ত মাসে উপস্থিত ছিলেন বালাযোগী স্টেডিয়ামে। স্ক্রিনিংয়ের পরে, মোদি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ছবির নির্মাতাদের প্রশংসা করে বলেন, ‘সহকর্মী এনডিএ সাংসদের সঙ্গে ‘দ্য সবরমতী রিপোর্ট’-এর স্ক্রিনিংয়ে অংশ নিয়েছিলাম। আমি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের তাদের প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসা করি।’

সাংসদ জয়া বচ্চনের নেতৃত্বে বিরোধী সাংসদরা দেখলেন সুজিত সরকারের নির্দেশিত ‘আই ওয়ান্ট টু টক’ সিনেমাটি। অর্জুন সেন নামে এক অসাধারণ মার্কেটিং বিশেষজ্ঞের গল্প তুলে ধরা হয়েছে, যিনি জীবনের প্রতি নতুন করে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সিদ্ধান্ত নেন।

## কেন্দ্রকে তোপ মমতার

**কলকাতা, ২ ডিসেম্বর :** রেল সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থার অসহযোগিতায় রাজ্যের প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ পানীয় জলের সংযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সোমবার জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথা বলে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে বলেন, ‘ওদের অবিলম্বে সহযোগিতা করতে বলুন। না হলে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিতে হবে।’ পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘রেলের জন্য ১ লক্ষ ৩৪ হাজার পরিবার, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের জন্য ১ লক্ষ ১৮ হাজার পরিবার পানীয় জলের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একইভাবে ডিভিসির জন্যও প্রায় ৪০ লক্ষ পরিবার জল পাচ্ছেন না।’ মুখ্যমন্ত্রী এদিন কেন্দ্রের সমালোচনা করে বলেন, ‘ভোট এলেই বিজেপি বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু তাদের অসহযোগিতার জন্যই এই জল দেওয়া যাচ্ছে না।’

## অয়নের জামিন হাইকোর্টে

**কলকাতা, ২ ডিসেম্বর :** মানিক ভট্টাচার্য, কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর এবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অয়ন শীলের জামিন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট। ১০ লক্ষ টাকার বন্ডে শর্তসাপেক্ষে অয়নের জামিন মঞ্জুর করেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। ২০২৩ সালের ২২ মার্চ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি। ইডির মামলাতেই জামিনের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। সোমবার এই মামলাতেই জামিন পেয়েছেন সল্টলেকের ব্যবসায়ী অয়ন। তবে এখনই তাঁর জেলমুক্তি হবে না। কারণ, প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই সিবিআই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। সেই মামলায় এখনও তাঁর জামিন হয়নি।

## আরও কর্মী নিয়োগ

**কলকাতা, ২ ডিসেম্বর :** বিভিন্ন দপ্তরে রাজ্যে প্রায় দেড় হাজার কর্মী নিয়োগ হবে। সোমবার মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক দু-ধরনের কর্মী নেওয়া হবে। এর মধ্যে ৫৮৩ জন চুক্তিভিত্তিক জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারকে নেওয়া হবে। এছাড়াও গোটা রাজ্যের প্রতিটি মহকুমা অনুযায়ী একজন করে আইনজীবী নিয়োগ করা হবে সরকারের তরফে। সবচেয়ে বেশি কর্মী নিয়োগ হবে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরে।

## তলব কোর্টের

**কলকাতা, ২ ডিসেম্বর :** সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে হুমকি সংস্কৃতি ও ভাঙচুরের মামলায় কেস ডায়েরি তলব করলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। ৫ সেপ্টেম্বর ওই মেডিকেল কলেজে ভাঙচুরের ঘটনায় থানায় দুটি অভিযোগ দায়ের হয়। সোমবার চিকিৎসক মনোজিৎ মুখোপাধ্যায়ের দায়ের করা এফআইআরের কেস ডায়েরি আদালতে জমা দেয় রাজ্য। তবে ওই ঘটনায় অধ্যক্ষের দায়ের করা এফআইআরের কেস ডায়েরি আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি।

*নয়াদিল্লির সীমানায় পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙলেন কৃষকরা। সোমবার নয়ডায়।*

### রাজধানীতে ফের কৃষক আন্দোলন

# ব্যারিকেড ভেঙে মিছিলে যানজট

**নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর :** আশঙ্কাই সত্যি হল। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের মাঝে কৃষক আন্দোলন ঘিরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাজধানী দিল্লি। পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে সোমবার উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের সংসদ ভবন অভিযানের জেরে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল দিল্লির পথঘাট। যানজটে নাকাল হলেন নিত্যযাত্রীরা। সংসদ অধিবেশনের সময় এই প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হওয়ায় যথেষ্ট অস্বস্তিতে কেন্দ্র।

সোমবার দুপুর ১২টায় সংসদ ভবন অভিযানে নামেন কৃষকরা। মিছিল শুরু হয় নয়ডার মহামায়া উড়ালপুল থেকে। ভারতীয় কৃষক পরিষদ (বিকেপি), কিষান মজদুর মোর্চা (কেএমএম) এবং সংযুক্ত কিষান মোর্চার (এসকেএম) মতো সংগঠনের নেতৃত্বে কৃষকরা হেঁটে এবং ট্র্যাক্টরে চড়ে দিল্লির দিকে এগিয়ে যান। নয়ডার দলিত প্রেরণা স্থলের কাছে পঞ্জাব থেকে আসা কৃষকদের দেখা যায় পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যেতে। তবে পুলিশের সঙ্গে আলোচনার পর অবরোধ তুলে নেন কৃষকরা। যৌথ পুলিশ কমিশনার (আইন-শৃঙ্খলা) শিবহরি মীনা জানান, ‘কৃষকরা আজ দিল্লি চলো মিছিল শুরু করার পর আমরা তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। আলোচনার পর কৃষকরা রাস্তা থেকে সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।’

বিকেপি নেতা সুখবীর খলিফার দাবি, গৌতম বুদ্ধ নগর, বুলন্দশহর, আলিগড়, আগরা সহ অন্তত ২০টি জেলার কৃষকরা এদিনের মিছিলে অংশ নিয়েছেন। পুলিশ মিছিল আটকানোর চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। দাবিদাওয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

কৃষক বিক্ষোভ সামাল দিতে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয় দিল্লি সীমানা সহ একাধিক এলাকায়। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সাগর সিং কলসি বলেন, ‘সব সীমানায় আমরা ব্যারিকেড করেছি এবং দাঙ্গা দমনের সরঞ্জাম তৈরি রাখা হয়েছে। মিছিলের জন্য সাধারণ মানুষের যাতে ভোগান্তি না হয় তার জন্য একাধিক জায়গায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এছাড়া ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি চলেছে।’ যুগ্ম পুলিশ কমিশনার সঞ্জয় কুমার জানান, ‘সংসদ অধিবেশনের কারণে রাজধানীতে ১৬৩ ধারা জারি রয়েছে। দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ সীমানা যেমন ডিএনডি ও কালিন্দি কুঞ্জে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়।’

## টেন্ডার কারচুপিতে ‘বৃহত্তর ষড়যন্ত্র’

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর :** আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় টেন্ডার কারচুপিতে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে আদালতে দাবি করল সিবিআই। সোমবার তাদের বক্তব্য, আর্থিক দুর্নীতিতে ধৃত সন্দীপ ঘোষ, বিপ্লব সিংহ, সুমন হাজরা সহ প্রত্যেকে দুর্নীতি চক্রে জড়িত। সরকারি হাসপাতালে টেন্ডার পাওয়ার জন্য এই চক্র তৈরি করা হয়। আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাতেও এদিন শিয়ালদা আদালতে সন্দীপ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে আদালতে হাজির করানো হয়। ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁদের হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, এদিন এইমসের দুই ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ও টালা থানার এক কনস্টেবলের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়।

এদিন আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে বিপ্লবের জামিনের বিরোধিতা করে সিবিআই জানায়, এই ব্যক্তি ১৫টি হাসপাতালে চিকিৎসার সরঞ্জাম সরবরাহ করত। এর মধ্যে একটি ওড়িশার হাসপাতালও রয়েছে। এখনই তাঁর জামিন হলে সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারে। আরজি কর কাণ্ডের জেরে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল থেকে অভীক দে’কে সাসপেন্ড করা হয়।

### বৈঠক নিষ্ফলা

## আলু ধর্মঘট বহাল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর :** রাজ্যের কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্নার সঙ্গে বৈঠকেও কাটল না সমস্যা। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে আলু রপ্তানি নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনও আশ্বাস না মেলায় সোমবার রাত থেকে ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে অনড় ব্যবসায়ীরা। ফলে মঙ্গলবার থেকেই খোলা বাজারে আলুর দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ভিনরাজ্যে রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য সরকার। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেন, ‘বাংলায় আলুর দাম বাড়িয়ে অন্য রাজ্যে আলু পাঠিয়ে বাড়তি মুনাফা লুটবে, আর আমি ইনসুরেন্সের ব্যবস্থা করব, দুটো জিনিস একসঙ্গে চলতে পারে না। এই জিনিস আমি বরদাস্ত করব না।’ মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, বাংলাকে বঞ্চিত করে ভিনরাজ্যে আলু পাঠানো যাবে না। আগে বাংলা, তারপর বাকিরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আলুর দাম বাড়লে আমরা কিনে সুফল বাংলায় সাপ্লাই করি। কিন্তু কিছু লোক নিজেদের ব্যবসার জন্য বাইরে রপ্তানি করছে। এটা হতে পারে না।’ যে সমস্ত আলু ব্যবসায়ী সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে ভিনরাজ্যে আলু পাঠিয়েছেন, পুলিশ সেইসমস্ত আলুর গাড়ি আটক করেছে।

## খেলায় আজ

২০১৮ : ব্যালন ডি'অর জিতলেন ক্রোয়েশিয়ার লুকা মডরিচ। ২০০৭ সাল থেকে ব্যালন জয়ে লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর আধিপত্যে ছেদ ফেললেন।

## সেরা অফবিট খবর

### ব্র্যাডম্যানের টুপি নিলাম

১৯৪৭-'৪৮ সালে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের অস্ট্রেলিয়ার হয়ে শেষ টেস্ট সিরিজের ব্যাগি গ্রিন টুপি নিলামে তুলছে বোনহামস। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহে টুপিটি নিলামে তোলা হবে। আনুমানিক মূল্য রাখা হয়েছে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা ৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকার সমান।

## ভাইরাল

### ১০ বছরের অপেক্ষা

রোহিত শর্মার সমর্থকের দীর্ঘ ১০ বছরের অপেক্ষা শেষ হল রবিবার ক্যানবেরায়। গ্যালারির সামনে দাঁড়িয়ে অনুরাগীদের বাড়িয়ে দেওয়া জার্সি-ব্যাটে সই দেওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠেন, 'প্লিজ রোহিত ভাই ১০ বছর অপেক্ষা করে আছি।' এই সময় ভারতীয় অধিনায়ককে উদ্দেশ্য করে অনেকে মুম্বইয়ের রাজা বলতে থাকেন।

## ইনস্টা সেরা

আবু ধাবি টি১০ লিগে দিল্লি বুলসের টিম ডেভিডের শট বাউন্ডারি পার হওয়া আটকাতে দৌড়াচ্ছিলেন স্যাম্প আর্মির ফাফ ডু প্লেসি। একই সময়ে সীমানার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বল বয় নীচু হয়েছিলেন বল ধরতে। তাঁদের মধ্যে ধাক্কা লাগার মুহূর্তে বল বয়ের কাঁধের সাহায্যে ডু প্লেসি ডিজিটাল বিজ্ঞাপন বোর্ডের পেছনে গিয়ে পড়েন।

## সংখ্যায় চমক

### ১৫.৫-১০-৫-৪

দ্বিতীয় টেস্টে বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেডেন সিলস কৃপণতম বোলিংয়ের নজির গড়লেন। ১৫.৫ ওভার বল করে তিনি ৫ রান দিয়ে তুলে নেন ৪ উইকেট। ১৯৭৮ সাল থেকে টেস্টে ন্যূনতম ১০ ওভার বোলিং করা বোলারদের মধ্যে তিনি কৃপণতম।

## স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. রাম স্লাম কাপ কোন দেশের ঘরোয়া প্রতিযোগিতা?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯।

আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

## সঠিক উত্তর

১. জো রুট, ২. অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড।

## সঠিক উত্তরদাতারা

সবুজ উপাধ্যায়, দেবজিৎ মণ্ডল, শিবেন্দ্র বীর, অভিজ্ঞান বণিক, নির্মল সরকার, অনির্বাণ রায়।

### ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে জল্পনা অব্যাহত

# দলে যোগ দিলেন কোচ গম্ভীরও

**অ্যাডিলেড, ২ ডিসেম্বর :** কথায় বলে, মেজাজটাই আসল রাজা! টিম ইন্ডিয়া এখন মেজাজি। ফুরফুরেও।

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টেস্টে দুর্দান্ত জয়। সেই জয়ের রেশ ধরেই ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে অনুশীলন ম্যাচ সেরে আজ অ্যাডিলেডে পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। ৬ ডিসেম্বর থেকে অ্যাডিলেড ওভালেই শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টের আগে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে স্বস্তি ও অস্বস্তি, দুটোই রয়েছে প্রবলভাবে।

স্বস্তির নাম কোচ গৌতম গম্ভীর। গত ২৬ নভেম্বর আচমকাই পারথ থেকে ব্যক্তিগত কারণে তাঁকে দিল্লি ফিরতে হয়। আজ অ্যাডিলেডে ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন কোচ গম্ভীর। মঙ্গলবার সকালে অ্যাডিলেড ওভালে দলের অনুশীলনেও তাঁর হাজির থাকার কথা। অস্বস্তির নাম দলের ব্যাটিং অর্ডার। শুক্রবার থেকে অ্যাডিলেডে শুরু হতে চলা গোলাপি টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়ে এখনও বিস্তর ধোঁয়াশা রয়েছে। গতকাল ক্যানবেরার মানুকা ওভালের মাঠে ৫০ ওভারের অনুশীলন ম্যাচের পরও ধোঁয়াশা কাটেনি। বরং ভারতীয় ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে বেড়েছে জল্পনার বহর।

পারথ টেস্টের মতোই অনুশীলন ম্যাচে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে কেএল রাহুল ওপেন করেছেন। ভারতীয় দল কি অ্যাডিলেডেও ওপেনিং জুটি অপরিবর্তিত রাখবে? যদি তাই হয়, তাহলে অধিনায়ক রোহিত শর্মা কত নম্বরে ব্যাটিং করবেন? গতকালের অনুশীলন ম্যাচে রোহিত চার নম্বরে নেমেছিলেন। বিরাট কোহলি অনুশীলন ম্যাচে না খেলার কারণে রোহিত চার নম্বরে ব্যাটিং করেছিলেন। তিন নম্বরে নেমেছিলেন শুভমান গিল। দিন-রাতের গোলাপি টেস্টে অধিনায়ক রোহিতের ব্যাটিংঅর্ডার নিয়ে জল্পনা তাই ক্রমশ বাড়ছে। মনে করা হচ্ছে, অ্যাডিলেড টেস্টে হিটম্যান মিডল অর্ডারেই ব্যাটিং করবেন। অন্তত অনুশীলন ম্যাচের সুবাদে তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে। বলা হচ্ছে, দলের স্বার্থে নিজের ব্যাটিং অর্ডারের সঙ্গে আপস করলেন ভারত অধিনায়ক। সত্যিই কি তাই? জবাব নেই। রাতের দিকে টিম ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, অ্যাডিলেড টেস্টে সম্ভবত ছয় নম্বরে ব্যাটিং করবেন অধিনায়ক রোহিত। হিসেবেই রোহিত-শুভমানরা প্রথম একাদশে ঢুকবেন অ্যাডিলেড টেস্টে। রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাদেরও অ্যাডিলেড টেস্টে প্রথম একাদশের বাইরেই থাকতে হবে বলে খবর। ওয়াশিংটন সুন্দরেই ভরসা রাখতে চলেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

বিরাটের পয়া মাঠ অ্যাডিলেড। বহু স্মরণীয় ইনিংস রয়েছে তাঁর এই মাঠে। একইসঙ্গে ভারত অধিনায়ক হিসেবে কোহলির বিশাল লজ্জা ও যন্ত্রণার সাক্ষীও এই মাঠ। টিম ইন্ডিয়ার শেষ সফরের সময় এই

*অ্যাডিলেডে পৌঁছে গেলেন রোহিত শর্মা। দ্বিতীয় টেস্ট শুরু শুক্রবার থেকে।*

অ্যাডিলেড পৌঁছানোর পর ভারতীয় দলের সঙ্গে সফররত সাংবাদিকরা সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারকে ফের সম্ভাব্য ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু গম্ভীরের সহকারি 'নো কমেন্টস' বলে এড়িয়ে গিয়েছেন। আগামীকাল অ্যাডিলেড ওভালের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন রয়েছে। কাল-পরশুর অনুশীলনের মাধ্যমেই হয়তো স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে টিম ইন্ডিয়ার সম্ভাব্য ব্যাটিং কম্বিনেশন। দেবদত্ত পাডিক্কাল ও ধ্রুব জুরেলের বাদ পড়া নিয়ে কোনও সংশয় নেই। তাঁদের পরিবর্ত অ্যাডিলেডেই ৩৬ অল আউটের লজ্জা ও যন্ত্রণা আজও রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে। সেই ম্যাচে হারের পর টিম ইন্ডিয়া বাকি সিরিজে দাপট দেখিয়ে ইতিহাস গড়ে সিরিজের দখল নিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু যন্ত্রণাটা এখনও তাজা। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়া পারথ টেস্টে যতই হতাশ করে থাকুক না কেন, গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টে প্যাট কামিন্সদের অতীত রেকর্ড দুর্দান্ত।

শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা অ্যাডিলেড যুদ্ধে সেই নজিরও এবার বদলায় কি না, সেটাই দেখার।

# অ্যাডিলেডে মার্শ হয়তো শুধু ব্যাটার

### গোলাপি বল নিয়ে সতর্ক স্মিথ

**অ্যাডিলেড, ২ ডিসেম্বর :** লাল বলের দ্বৈরথে পারথ-বিপর্যয়।

গোলাপি বলের দিনরাতের টেস্টে যে ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার চ্যালেঞ্জ। অ্যাডিলেডে গত দ্বৈরথে ভারতকে ৩৬-এ গুটিয়ে দেওয়া আপাতত অতীত অস্ট্রেলিয়ার কাছে। বর্তমান প্যাট কামিন্সদের অন্দরমহলজুড়ে পারথ বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার মরিয়া তাগিদ। অ্যাডিলেডে এদিনের অজি প্র্যাকটিসে সেই তাগিদের প্রতিফলন।

ক্যানবেরা থেকে এদিনই অ্যাডিলেডে পা রেখেছে ভারত। আগামীকাল অনুশীলনে নেমেও পড়বে। প্যাট কামিন্সরা অবশ্য দ্রুত ফাঁকফোকর মেরামতি শুরু করে দিয়েছেন। অজি শিবিরের জন্য স্বস্তির খবর, মিচেল মার্শ মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত। প্রথম টেস্টে খেললেও বোলিংয়ের সময় সমস্যায় পড়েছিলেন। আগাম সতর্কতা হিসেবে মার্শের পরিবর্ত হিসেবে তাসমানিয়ার অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টারকে দলের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যদিও এদিন অ্যাডিলেডে পা রেখে মার্শ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত। শরীর ঠিক আছে। অ্যাডিলেডে খেলতে কোনও সমস্যা হবে না। তবে অজি শিবির সূত্রের খবর, বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবেই সম্ভবত খেলবেন অস্ট্রেলিয়ার টি২০ দলের অধিনায়ক। চোটের জন্য সিরিজে আগেই নেই পেস অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন। মার্শ যদি বল না করেন, তাহলে পেস ব্রিগেডে ভারসাম্য নষ্ট হবে।

> গোলাপি বল এবং দিন-রাতের ফ্যাক্টর সামলানো সহজ হবে না। পাশাপাশি কোন পজিশনে ব্যাটিং করতে নামছ এবং কোন সময়ে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। লাল বলের তুলনায় গোলাপি বল কিছুটা আনপ্রেডিক্টেবল।
>
> **স্টিভেন স্মিথ**

জোশ হ্যাজেলউডের অনুপস্থিতি ইতিমধ্যেই চাপ বাড়িয়েছে। যা নিয়ে বিতর্কের গন্ধ পাচ্ছেন অনেকে। অবশ্য হ্যাজেলউডের সম্ভাব্য বিকল্প স্কট বোল্যান্ডের গোলাপি টেস্টের রেকর্ড সমীহ করার মতো। দুইটি পিঙ্ক বল টেস্টে ১৩.৭১ গড়ে ঝোলায় ৭ উইকেট। অবশ্য মানুকা ওভালের প্রস্তুতি ম্যাচে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে বোল্যান্ডের (উইকেটহীন) বিরুদ্ধে স্বস্তির ঢেকুর ভারতীয় শিবিরে।

বোল্যান্ড যদিও আত্মবিশ্বাসী হ্যাজেলউডের অভাব দূর করতে। বলেছেন, 'পারথে গোলাপি বলে নেট সেশন করেছিলাম। অ্যাডিলেড টেস্টের আগে কয়েকটা দিন হাতে রয়েছে। তার মধ্যে পুরোদস্তুর প্রস্তুতি সেরে নিতে পারব।' দিনরাতের টেস্ট, গোলাপি বল-বোলারদের জন্য সহায়ক পরিবেশ। ব্যাটারদের জন্য উলটো পরিস্থিতি। ছন্দ হাতড়ে বেড়ানো স্টিভ স্মিথ তা স্বীকারও করে নিচ্ছেন।

স্মিথের মতে, ব্যাটারদের জন্য চ্যালেঞ্জ গোলাপি বল। 'গোলাপি বল এবং দিন-রাতের ফ্যাক্টর সামলানো সহজ হবে না। পাশাপাশি কোন পজিশনে ব্যাটিং করতে নামছ এবং কোন সময়ে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। লাল বলের তুলনায় গোলাপি বল কিছুটা আনপ্রেডিক্টেবল। ক্রিকেট বেসিক বজায় রেখে ব্যাটারদের বাড়তি ফোকাস রাখতে হবে,' বলেছেন স্মিথ। আপাতত দেখার সেই শর্ত পূরণ করে গোলাপি বলের দ্বৈরথে কে বা কারা বাজিমাত করে।

*দ্বিতীয় টেস্টের প্রস্তুতি শুরুর আগে স্টিভেন স্মিথ। অ্যাডিলেডে সোমবার।*

# ভরতের পরামর্শে বদলে যান সিরাজ

**অ্যাডিলেড, ২ ডিসেম্বর :** সময়টা ভালো যাচ্ছিল না। ফর্মেও ছিলেন না। এমনকি টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ থেকে তাঁকে বাদও পড়তে হয়েছিল।

দেশের মাটিতে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড সিরিজের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে নতুন শুরু করেছেন মহম্মদ সিরাজ। ফিরে পেয়েছেন হারিয়ে যাওয়া ছন্দ। যার প্রমাণ পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে

> মরকেলের সঙ্গেও কাজ করছি। অনেক পরামর্শ তাঁর থেকেও পাচ্ছি। কিন্তু ভরত স্যর আমায় ক্রিকেটের বেসিক কিছু বিষয় নিয়ে সতর্ক করে দেওয়ায় আমার সুবিধা হয়েছে। আসলে ভরত স্যর বহু বছর ধরে আমায় চেনেন বলেই তাঁর পক্ষেও আমার সমস্যাটা বুঝে পরামর্শ দেওয়ার কাজটা করতে সুবিধা হয়েছে।
>
> **মহম্মদ সিরাজ**

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে সিরাজের পাঁচ উইকেট পাওয়া। ক্যানবেরায় অনুশীলন ম্যাচেও একটি উইকেট পেয়েছেন তিনি।

কীভাবে সম্ভব হল সিরাজের এমন পরিবর্তন? অস্ট্রেলিয়ার এক সংবাদমাধ্যমে এই ব্যাপারে মুখ খুলেছেন ভারতীয় পেসার। তাঁর ফর্মে ফেরার নেপথ্য নায়ক হিসেবে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বোলিং কোচ ভরত

*প্রস্তুতির ফাঁকে নভদীপ সাইনির সঙ্গে মহম্মদ সিরাজ।*

অরুণের কথা বলেছেন তিনি। সিরাজ জানিয়েছেন, ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া রওনা হওয়ার আগে হায়দরাবাদে তিনি তাঁর প্রিয় ভরত স্যারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আর পেয়েছিলেন মূল্যবান পরামর্শ। কী সেই পরামর্শ? সিরাজের কথায়, 'ভরত স্যর দীর্ঘসময় ধরে আমায় চেনেন। আমার বোলিং সম্পর্কেও উনি ওয়াকিবহাল। টেকনিকাল কিছু পরামর্শ দেওয়ার পাশে উনি আমায় বলেছিলেন, মনের আনন্দে বোলিং করতে। আমি ঠিক সেটাই করে চলেছি। তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে কোন লেংথে বোলিং করলে সফল হওয়া সম্ভব, তাও আমায় মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ভরত স্যর।'

ভরত অরুণ এখন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলিং কোচ। টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান বোলিং কোচ মরনি মরকেল। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন জোরে বোলারের থেকেও বিস্তর পরামর্শ পেয়েছেন বলে জানাচ্ছেন সিরাজ। তাঁর কথায়, 'মরকেলের সঙ্গেও কাজ করছি। অনেক পরামর্শ ওঁর থেকেও পাচ্ছি। কিন্তু ভরত স্যর আমায় ক্রিকেটের বেসিক কিছু বিষয় নিয়ে সতর্ক করে দেওয়ায় আমার সুবিধা হয়েছে। আসলে ভরত স্যর বহু বছর ধরে আমায় চেনেন বলেই ওঁর পক্ষেও আমার সমস্যাটা বুঝে পরামর্শ দেওয়ার কাজটা করতে সুবিধা হয়েছে।'

### বিভাজনের তত্ত্ব উড়িয়ে প্রত্যাঘাতের হুংকার হেডের

# গাভাসকার রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন জোশকে নিয়ে

**সিডনি, ২ ডিসেম্বর :** একটা হার বদলে দিয়েছে চারপাশের আবহ।

পারথ-বিপর্যয়ে প্রশ্নচিহ্ন টিম অস্ট্রেলিয়ার সাজঘরের একতা নিয়েও। পারথে জোশ হ্যাজেলউডের 'ব্যাটারদের জিজ্ঞাসা করুন' মন্তব্যে বিভাজনের গন্ধ থাকলেও এদিন সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন ট্রাভিস হেড। পারথে ব্যর্থ অজি ব্যাটিং বিভাগের একমাত্র ব্যতিক্রম হেডের দাবি, দলে কোনওরকম বিভাজন নেই। ব্যাটার ও বোলার, প্রত্যেকের থেকেই সেরাটা প্রত্যাশা করে দল।

বিভাজনের তত্ত্ব উড়িয়ে হেডের যুক্তি, ব্যাটিং-বোলিং পরস্পরের পরিপূরক। ব্যাটার হিসেবে বোলারদের জন্য মঞ্চটা তৈরি করে দিতে চান। বিশ্বাস, পারলে বাকি দায়িত্বটা ঠিক সামলে নেবে বোলাররা। এর মধ্যে ব্যাটিং গ্রুপ, বোলিং গ্রুপ, এই রকম বিভাজন খুঁজতে যাওয়া বৃথা।

সুনীল গাভাসকার যদিও জোশ হ্যাজেলউডের হঠাৎ চোট, দ্বিতীয় টেস্টে না থাকার মধ্যে রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন। মুখ খুলেই ছাঁটাই হ্যাজেলউড, সেই সম্ভাবনা উসকে দিয়ে ক্যাঙারুদের খোঁচা দিতে ছাড়েননি। গাভাসকারের দাবি, 'সাংবাদিক সম্মেলনে হ্যাজেলউডের ওই মন্তব্যের কয়েকদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় টেস্টে নেই ও! হয়তো বাকি সিরিজেই। অবাক করার মতো ব্যাপার। রহস্য, রহস্য। অতীতে ভারতীয় ক্রিকেটে যা নিয়মিত ঘটত। এখন অস্ট্রেলিয়ায়। আমার কিন্তু দারুণ লাগছে।'

হেড অবশ্য বিতর্ক নয়, দলগত ঐক্যের জোর দিচ্ছেন। হারের ধাক্কা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর কথাই শোনালেন। বিস্ফোরক ব্যাটারের মতে, গত সপ্তাহ (পারথ টেস্ট) মোটেই ভালো কাটেনি। গত ৩-৪ বছরে এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি খুব কমই হতে হয়েছে দলকে। তবে একটা টেস্ট হার মানেই সব শেষ নয়। হাতে আরও চারটি টেস্ট রয়েছে। সাম্প্রতিক-অতীতে শুরুতে পিছিয়ে থেকে সিরিজ জেতার নজির রয়েছে। লক্ষ্য, দলগতভাবে সেরাটা দেওয়া। পারলে সিরিজের অঙ্ক ফের বদলে যাবে।

লম্বা ব্যাডপ্যাচের মধ্যে দিয়ে যাওয়া মার্নাস লাবুশেনের পাশেও দাঁড়ালেন হেড। সতীর্থকে নিয়ে বলেছেন, 'মার্নাস কয়েকদিন ধরে কয়েকটা জিনিস নিয়ে পরিশ্রম করছে। নেটে সারাক্ষণ পড়ে রয়েছে। অ্যাডিলেড টেস্টের আগে হাতে আরও কয়েকটা দিন রয়েছে। নিশ্চিত, ও পরিশ্রম চালিয়ে যাবে। দীর্ঘদিন ধরে দলে ব্যাটিং দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে সামলেছে। বাকি সিরিজে রানের বাড়তি তাগিদ নিয়ে নামবে মার্নাস।'

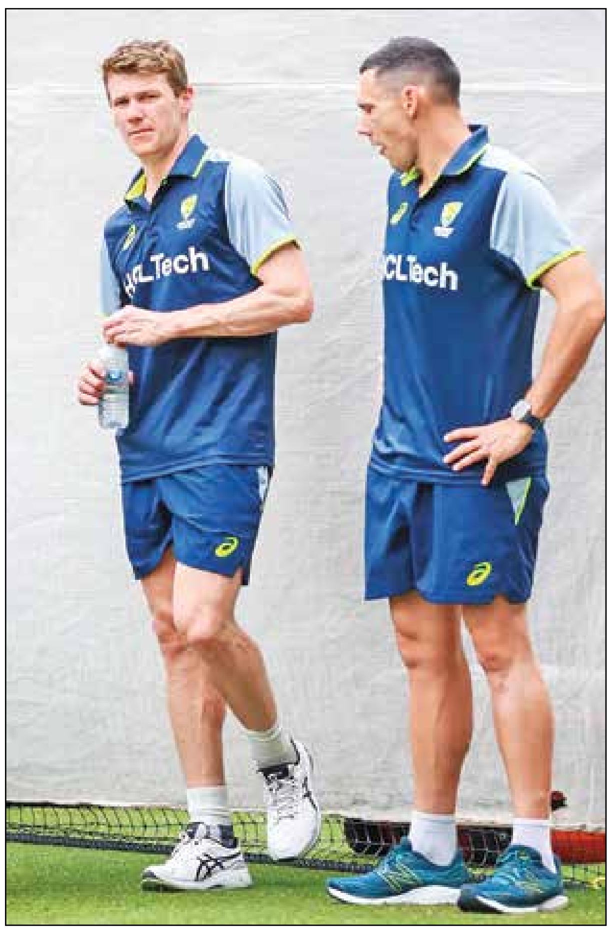

*অজি স্কোয়াডের নতুন সদস্য ব্রেন্ডান ডগেটের সঙ্গে স্কট বোল্যান্ড।*

# বিহার ম্যাচে বড় জয়ের খোঁজে বাংলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর :** ৫ ম্যাচে পয়েন্ট ১৬। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে বাংলার নকআউট পর্ব এখনও নিশ্চিত নয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে পরের পর্বের টিকিট নিশ্চিত করার জন্য টিম বাংলার লক্ষ্য এখন একটাই, বাকি থাকা দুই ম্যাচে জেতা। আরও স্পষ্ট করে বললে, বড় ব্যবধানে জেতা। সেই লক্ষ্য নিয়েই আগামীকাল রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে বিহারের বিরুদ্ধে নামছেন সুদীপ ঘরামিরা। সকাল নয়টায় শুরু খেলা। ফলে সকালের দিকে পিচে ভালোরকম আর্দ্রতা থাকবে বলেই মনে করছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। এই আর্দ্রতা কাজে লাগানোর জন্য প্রত্যাশিতভাবেই মহম্মদ সামির উপর নির্ভর করছে বাংলা দল। সঙ্গে প্রথম একাদশে কিছু পরিবর্তনের ভাবনাও রয়েছে। বিহার ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয়ের পাশাপাশি রাজস্থান যেন ম্যাচ হারে, এমন প্রার্থনাও চলছে বাংলা শিবিরে। সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'টি২০ ম্যাচে আগাম পূর্বাভাস করা খুব কঠিন। তবে আমাদের জন্য অঙ্কটা পরিষ্কার, বাকি থাকা দুই ম্যাচেই জিততে হবে। তারপর দেখা যাক কী হয়।'

### সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি

মঙ্গলবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বিহারকে বড় ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়ে রানরেট আরও ভালো করতে চাইছে বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'মধ্যপ্রদেশ ম্যাচটা জিততে পারলে ভালো হত। কিন্তু কিছু করার নেই এখন। আমাদের সামনে তাকাতে হবে। আর বাকি দুই ম্যাচেই বড় ব্যবধানে জিততে হবে।' এদিকে, সামির ফিটনেস নিয়ে ক্রমাগত বিতর্ক চলায় বিরক্ত বাংলা শিবির। দলের অন্দরমহল থেকে বারবার দাবি করা হচ্ছে, সামি ফিট। যদিও বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির তরফে সামির ওজন কমানোর জন্য খাদ্যতালিকা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সামির ওজন কমেছেও। কিন্তু তাঁকে আরও ওজন কমানোর পরামর্শ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

# ঋষভের অধিনায়কত্ব নিশ্চিত নয়, ইঙ্গিত গোয়েঙ্কার

**লখনউ, ২ ডিসেম্বর :** ২৭ কোটির অবাক দরে দিল্লি ক্যাপিটালস ছেড়ে লখনউ সুপার জায়েন্টস সংসারে পা রেখেছেন। সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসাবেও ধরা হচ্ছে তাঁকে। যদিও লোকেশ রাহুলের ফেলে যাওয়া নেতৃত্বের জুতোয় ঋষভ পন্থই পা গলাবেন, নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। এমনই ইঙ্গিত খোদ ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার।

নেতৃত্বের প্রশ্ন সরিয়ে রেখে গোয়েঙ্কার গলায় চারজনকে নিয়ে 'লিডারশিপ' গ্রুপের গল্প। ঋষভ ছাড়া যে গ্রুপে রয়েছেন নিকোলাস পুরান, মিচেল মার্শ ও আইডেন মার্করাম। পুরানকে ২১ কোটি টাকায় এবার ধরে রেখেছিল লখনউ। নিলামে মার্শ ও মার্করামকে নেয়। শেষপর্যন্ত

> ঋষভের ভিডিও দেখেছিলাম, যেখানে খেলার গতি কম করতে নাটক করেছিল। দলের জন্য ওর এই আচরণ দারুণ লেগেছিল। তখনই ওকে নেব ঠিক করি। মৃত্যুর হাত থেকে যেভাবে ফিরে এসেছে, তা আমাকে আরও বেশি ছুঁয়ে গিয়েছে।
>
> **সঞ্জীব গোয়েঙ্কা**

কার কাঁধে নেতৃত্বের দায়িত্ব যাবে, রহস্য বজায় রেখে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেছেন, 'আমাদের দলে চারজন লিডার-ঋষভ, পুরান, মার্করাম ও মার্শ। অত্যন্ত শক্তিশালী লিডারশিপ গ্রুপ। ঋষভের জয়ের খিদে অসম্ভব। বাকিরাও সাফল্যের জন্য মরিয়া। সবমিলিয়ে দারুণ একটা দল তৈরি করেছি আমরা। কোনও টিমই দশে দশ পাবে না। তবে নিজেদের দল নিয়ে আমরা খুশি।'

*অজি প্রধানমন্ত্রী একাদশের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর ট্রফি হাতে ঋষভ পন্থ।*

### চারজনের লিডারশিপ গ্রুপে জোর

লখনউ কর্ণধারের দাবি, যে ভাবনা নিয়ে নিলামে হাজির হয়েছিলেন, তা কার্যত পূর্ণ হয়েছে। মূল নজর ছিল মিডল অর্ডার শক্তিশালী করা। চোখ ছিল ম্যাচ ফিনিশারে। সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দাবি, ৩ থেকে ৮ নম্বর, লখনউ মিডল অর্ডার যে কোনও চ্যালেঞ্জ নিতে সক্ষম। একইভাবে দেশীয় পেস অ্যাটাকের লক্ষ্যও পূরণ। ব্যাটিং-বোলিং, সব বিভাগেই ভারসাম্য রয়েছে।

নেতৃত্ব মুকুট নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলেও ঋষভ-বন্দনায় কার্পণ্য নেই গোয়েঙ্কার। বলেছেন, 'ঋষভের ভিডিও দেখেছিলাম, যেখানে খেলার গতি কম করতে নাটক করেছিল। দলের জন্য ওর এই আচরণ দারুণ লেগেছিল। তখনই ওকে নেব ঠিক করি। মৃত্যুর হাত থেকে যেভাবে ফিরে এসেছে, তা আমাকে আরও বেশি ছুঁয়ে গিয়েছে। সবে সাতাশ বছর বয়স ঋষভের। আশা করি পরবর্তী ১০-১২ বছর লখনউয়ের সঙ্গে থাকবে ও।'

# আমনের শতরানে জয়ী ভারত

**শারজা, ২ ডিসেম্বর :** অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে জাপানকে ২১১ রানের বিশাল ব্যবধানে হারাল ভারত। প্রথমে ব্যাট করে ভারত ৬ উইকেটে ৩৩৯ রান তোলে। অধিনায়ক মহম্মদ আমন ১২২ রানে অপরাজিত থাকেন। এছাড়াও অর্ধশতরান করেন আয়ুষ মাত্রে (৫৪) ও কেপি কার্তিকেয় (৫৭)। জবাবে জাপান ৮ উইকেটে ১২৮ রানে আটকে যায়। সর্বোচ্চ ৫০ রান করেন ওপেনার হুগো কেলি। ২টি করে উইকেট পেয়েছেন ভারতের চেতন শর্মা, হার্দিক রাজ ও কার্তিকেয়।

## শুভেচ্ছা

**জন্মদিন**

☺ **অলিভিয়া ও মনামী** : আজ তোমাদের জন্মদিন, জীবন হোক রঙিন। **সুভাষপল্লি দাস পরিবারের (তরুণ ভিলা)** পক্ষ থেকে জানাই আদর ও ভালোবাসা।

# চেন্নাইয়ানকে গুরুত্ব দিচ্ছেন কোচ অস্কার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর :** সোমবার থেকে চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল ইস্টবেঙ্গল। শনিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে ওয়েন কোয়েলের দলের মুখোমুখি হবে তারা। এদিন অনুশীলনে প্রথমে ফিজিক্যাল ট্রেনিং ও পরে সিচুয়েশন প্র্যাকটিস করালেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। কার্ড সমস্যা কাটিয়ে চেন্নাই ম্যাচে ফিরছেন নন্দকুমার শেখর ও নাওরেম মহেশ সিং। তবে অনুশীলন দেখে ইঙ্গিত পাওয়া গেল, পিভি বিষ্ণুকে নাও বসাতে পারেন ব্রুজোঁ। গত শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-চেন্নাইয়ান ম্যাচ দেখতে উপস্থিত ছিলেন তিনি। এদিন অনুশীলনের আগে প্রতিপক্ষ চেন্নাই নিয়ে তিনি বলেছেন, 'চেন্নাই খুব কঠিন প্রতিপক্ষ। ওদের কোচ ওয়েন কোয়েলের প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাছাড়া চেন্নাই ফিজিক্যালি বেশ স্ট্রং টিম। সেটপিসেও বেশ ভালো। তাই ওদের গুরুত্ব দিতেই হবে।' এদিন মাঠে এলেও অনুশীলন না করেই ক্লাব ছাড়েন দলের দুই তারকা সাউল ক্রেসপো ও মাদিহ তালাল। পরে এই বিষয়ে কোচ বলেছেন, 'আমি দলের সকল ফুটবলারকে তরতাজা রাখতে চাই। তাই এদিন ওদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।'

এদিকে, রবসন রোবিনহোর বিরুদ্ধে ফিফাতে অভিযোগ জানিয়েছে বসুন্ধরা কিংস। যার জন্য ইস্টবেঙ্গল রবসনকে নিয়ে আর আগ্রহী নয়। বদলে বিকল্প স্ট্রাইকারের খোঁজ চলছে লাল-হলুদ শিবিরে। হিজাজি মাহেরের পরিবর্তে এক উজবেকিস্তানের ডিফেন্ডারের সঙ্গেও কথা চালাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল।

# দুবাইয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি হয়তো ভারত-পাকিস্তান

**দুবাই, ২ ডিসেম্বর :** চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আদৌ পাকিস্তানে হবে কিনা, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তারমাঝেই নতুন জল্পনা তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন রিপোর্টের মতে, ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে হয়তো হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ।

এদিকে, আইসিসি-র শীর্ষপদে বসেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন জয় শা। বৃহস্পতিবার ইমার্জেন্সি বোর্ড মিটিং ডেকেছেন নবাগত আইসিসি চেয়ারম্যান। সূত্রের খবর, ওইদিনই

**চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি**

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চূড়ান্ত সূচি সম্ভবত ঘোষণা করা হবে। জয় শা শীর্ষপদে বসার আগে জট ছাড়াতে দুইদিনের বৈঠকও ডাকে আইসিসি। কিন্তু লাভের লাভ কিছু হয়নি। হাইব্রিড মডেলে রাজি হলেও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড যে শর্ত দিয়েছে, তা পূরণ করা কঠিন। এমতাবস্থায় বৃহস্পতিবার জয় শা-র নেতৃত্বাধীন আইসিসি-র বোর্ড মিটিংয়ের দিকেই চোখ ক্রিকেট বিশ্বের। ৫ ডিসেম্বর ঝুলি থেকে কী বিড়াল বের হয়, সেটাই দেখার।

# এমবাপের প্রশংসায় আন্সেলোত্তি

**মাদ্রিদ, ২ ডিসেম্বর :** গোল পেলেন কিলিয়ান এমবাপে। সেইসঙ্গে লা লিগায় জয়ে ফিরল রিয়াল মাদ্রিদ। রবিবার তারা গেটাফেকে ২-০ গোলে হারিয়েছে। ৩০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন জুডে বেলিংহাম। ৮ মিনিট পরেই বেলিংহামের ক্রস থেকে গোল এমবাপের। এদিন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার না থাকায় পছন্দের পজিশনে খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। ফলে নিজের স্বাভাবিক ছন্দে দেখা গেল তাঁকে। ম্যাচের পর কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'আমরা গোটা ম্যাচ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলাম। প্রত্যাশামতোই জয় পেয়েছি।' এমবাপের প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, 'এমবাপে খুব ভালো খেলেছে। গোলও করেছে। ওর কাছ থেকে এই ধরনের খেলা আমরা প্রত্যাশা করি।'

# বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন ইস্টবেঙ্গল

## চলছে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর :** বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদ চলছে বিশ্বজুড়ে।

> বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর পরিকল্পিত আক্রমণের ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সংখ্যালঘুদের ওপর এই নিপীড়ন বন্ধ হওয়া দরকার। আমরা সকল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে চাই, এই বিষয়টিকে যেন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেখা হয়।

ওপার বাংলার উত্তেজনার আঁচ পড়েছে এপার বাংলাতেও। প্রতিবেশী দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় উদ্বিগ্ন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। এই ক্লাবের অধিকাংশ সমর্থকের পূর্বপুরুষের শিকড় পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে। এখনও ওপার বাংলায় তাঁদের অনেক আত্মীয়স্বজন রয়েছেন। ফলে পদ্মাপারে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণে চিন্তিত লাল-হলুদ শিবির। সোমবার ক্লাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর পরিকল্পিত আক্রমণের ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সংখ্যালঘুদের ওপর এই নিপীড়ন বন্ধ হওয়া দরকার। আমরা সকল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে চাই, এই বিষয়টিকে যেন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেখা হয়।' প্রয়োজন পড়লে বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছেও চিঠি লিখবে লাল-হলুদ শিবির। যদি আইনি কোনও জটিলতা না থাকে, তাহলে প্রয়োজন পড়লে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসকেও চিঠি দেবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

# ইস্পাতনগরীতে বিধ্বস্ত ফ্রাঙ্কারা

জামশেদপুর এফসি-র জাভিয়ের সিভেরিওদের কাছে এভাবেই ধরাশায়ী হলেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলাররা। সোমবার জামশেদপুরে।

**জামশেদপুর এফসি-৩**
**(সানান, সিভেরিও, স্টিফেন এজে)**
**মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১**
**(ইরশাদ)**

**সায়ন ঘোষ**

**কলকাতা, ২ ডিসেম্বর :** রেফারি ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজাতেই ক্যামেরায় ভেসে উঠল কার্লোস ফ্রাঙ্কার হতাশায় ভরা মুখ। রক্ষণের ভুলে আরও একবার হারের স্বাদ পেল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এটি আইএসএলে তাদের ষষ্ঠ হার। আইএসএলে ৯টি ম্যাচ হয়ে গেল, কিন্তু সাদা-কালো রক্ষণের গলদ এখনও সারল না।

এদিন অ্যাওয়ে ম্যাচে কিন্তু শুরুটা মন্দ করেনি মহমেডান। কার্ড সমস্যায় দুই বিদেশি অ্যালেক্সিস গোমেজ-মিরজালোল কাশিমভকে কিছুটা রক্ষণাত্মক খোলসে নিজেদের মুড়ে রেখেছিল মহমেডান। তবে ৩৩ মিনিটে বড় ধাক্কা খায় তারা। মাথায় চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ডিফেন্ডার গৌরব বোরা। তাঁর পরিবর্তে মাঠে আসেন আফ্রিকান ডিফেন্ডার জোসেফ আদজেই। প্রথমার্ধে জামশেদপুর এফসি বারদুয়েক গোলের সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেননি।

দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু বেশ আক্রমণাত্মক লাগছিল মহমেডানকে। ব্রাজিলিয়ান তারকা ফ্রাঙ্কার সৌজন্যে বেশ কয়েকবার গোলের সুযোগ পেয়েছিল তারা। কিন্তু সিজার মানঝোকি বড়লোকের বাউন্ডুলে ছেলের মতো গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেন। ৫৪ মিনিটে খেলার গতির বিপরীতে গোল তুলে নেয় জামশেদপুর। বল নিয়ে পেনাল্টি বক্সে ঢুকে দ্বিতীয় পোস্টের কোণ দিয়ে বিশ্বমানের গোল করলেন সানান মহম্মদ। তাঁর এই গোল মনে করিয়ে দিল এল ক্লাসিকোয় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সেই বিশ্বমানের গোলের কথা। এই গোলটি কোমর ভেঙে দেয় মহমেডান রক্ষণভাগের।

আসলে দলটির আত্মবিশ্বাস একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। যার ফলে আরও দুইটি গোল হজম করে মহমেডান। ৬১ মিনিটে কর্নার থেকে বল ধরতে গিয়ে ফস্কান গোলরক্ষক ভাস্কর রায়। সঙ্গে সঙ্গে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে গোল করে যান সিভেরিও টোরো। ৭৯ মিনিটে কর্নার থেকে তৃতীয় গোল করে পোঁতেন স্টিফেন এজে। ম্যাচের ৮৮ মিনিটে আঙ্গুসানার ফ্রি-কিক থেকে মহম্মদ ইরশাদ একটি গোলশোধ করেন। সংযোজিত সময়ে আরও একটি গোলের সুযোগ পেয়েছিল তারা। কিন্তু পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ মহমেডান তারকা ফ্রাঙ্কা।

**মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব : ভাস্কর, আদিঙ্গা, ফ্লোরেন্ট, গৌরব (আদজেই), জুইডিকা, ইরশাদ, অমরজিৎ (আঙ্গুসানা), মাকান (বিকাশ), রেমসাঙ্গা, ফ্রাঙ্কা ও মানঝোকি।**

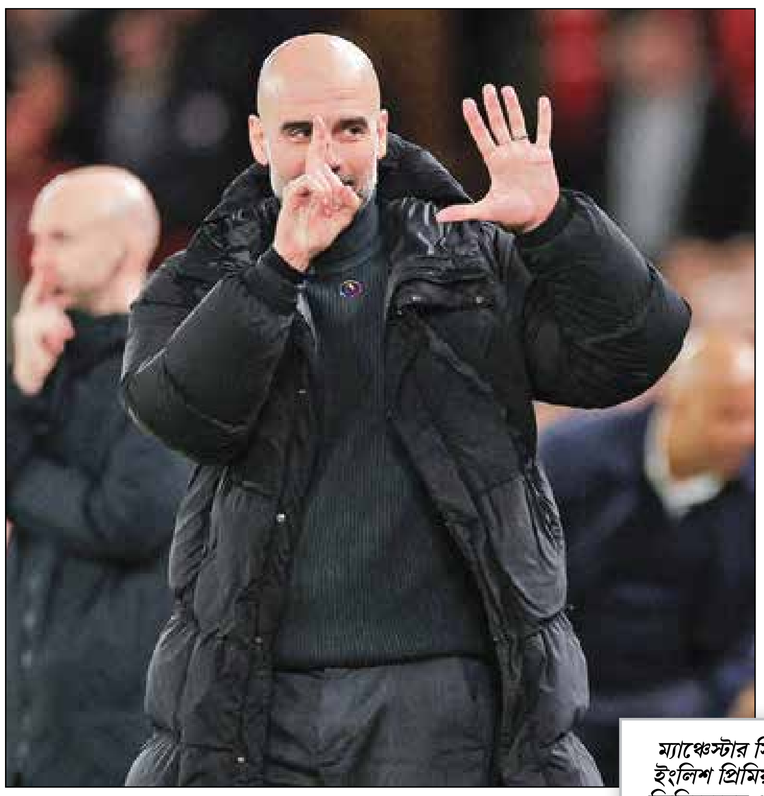

# হয়তো ছাঁটাই প্রাপ্য : পেপ

> অ্যানফিল্ডে এই আপ্যায়ন (লিভারপুল ভক্তদের টিটকিরি) আশা করিনি। ব্রাইটনে এই ঘটনাটি হলে তবু বিশ্বাস করতে পারতাম। কিন্তু অ্যানফিল্ডে একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল না। তবে এটা ফুটবলের অঙ্গ। মানতেই হবে। অতীতে লিভারপুলের বিরুদ্ধে একাধিক উত্তেজক ম্যাচ খেলেছি। ওদের সমর্থকদের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা রয়েছে।
>
> **পেপ গুয়ার্দিওলা**

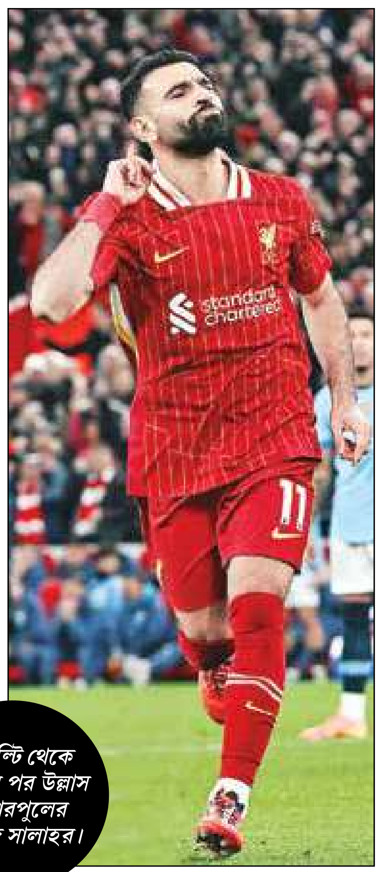

পেনাল্টি থেকে গোলের পর উল্লাস লিভারপুলের মহম্মদ সালাহর।

*ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে ছয়টি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ খেতাব জিতিয়েছেন পেপ গুয়ার্দিওলা। রবিবার লিভারপুল সমর্থকদের টিটকিরির জবাবে আঙুল দিয়ে সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন তিনি।*

**লিভারপুল, ২ ডিসেম্বর :** দলে চোট-আঘাতের সমস্যা থাকলে ম্যাচ বার করতে সব কোচেরই সমস্যা হয়। পেপ গুয়ার্দিওলার মতো ধুরন্ধর কোচও বিষয়টি ভালোই বুঝতে পারছেন। রবিবার চলতি মরশুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টানা চতুর্থ হার হজম করল গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ২০০৮ সালের পর প্রথমবার সিটিজেনরা এই লজ্জার রেকর্ড গড়েছেন। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা সাত ম্যাচে জয়হীন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডরা। গতবারের ইপিএল চ্যাম্পিয়নরা এবার পয়েন্ট টেবিলে পাঁচে নেমে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সিটিকে নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। গুয়ার্দিওলা দলকে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখানোর সঙ্গে মেনেও নিয়েছেন, হয়তো ছাঁটাই হওয়াই তাঁর প্রাপ্য।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গত ম্যাচে ফেনুর্দের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও আটকে যাওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে এসে নখের আঁচড়ে নাক থেকে রক্ত বার করেছিলেন গুয়ার্দিওলা। যে ক্ষতচিহ্ন এখনও পেপের নাকে দেখা গিয়েছে। রবিবার রাতে অবশ্য দুরন্ত ছন্দে থাকা লিভারপুল ২-০ গোলে জয়ে গোটা সিটির শিবিরেই বড়সড়ো আঘাত এনেছে। শুধু তাই নয়, ম্যাচের শেষদিকে লিভারপুলের সমর্থকরা গুয়ার্দিওলার উদ্দেশ্যে আওয়াজ তোলেন, 'কাল (সোমবার) সকালেই এই লোকটা ছাঁটাই হবে।' যার পালটা হিসেবে আঙুলের মাধ্যমে সিটিকে ছয়টি ইপিএল খেতাব জেতানোর পরিসংখ্যান তুলে ধরেন গুয়ার্দিওলা।

এ তো গেল মাঠের আকচা-আকচি। কিন্তু ক্রমশ কঠিন হতে থাকা পরিস্থিতি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না সিটি কোচের। সাংবাদিক সম্মলনে গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'হয়তো ছাঁটাই হওয়াই আমার প্রাপ্য। বর্তমান পরিস্থিতি সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। হয়তো আমার চাকরি এখনও আছে কারণ ম্যান সিটিকে আমি ছয়টি ইপিএল জিতিয়েছি। এছাড়াও ক্লাবকে একাধিক খেতাব দিয়েছি।'

লিভারপুল সমর্থকদের থেকে বিদ্রুপ অবশ্য একেবারেই আশা করেননি গুয়ার্দিওলা। বলেছেন, 'অ্যানফিল্ডে এই আপ্যায়ন (লিভারপুল ভক্তদের টিটকিরি) আশা করিনি। ব্রাইটনে এই ঘটনাটি হলে তবু বিশ্বাস করতে পারতাম। কিন্তু অ্যানফিল্ডে একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল না। তবে এটা ফুটবলের অঙ্গ। মানতেই হবে। অতীতে লিভারপুলের বিরুদ্ধে একাধিক উত্তেজক ম্যাচ খেলেছি। ওদের সমর্থকদের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা রয়েছে।'

## বাস্তবে পা রাখছেন অ্যামোরিম

এদিকে, এভার্টনের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে জিতেও বাস্তবে পা রাখছেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের নতুন কোচ রুবেন অ্যামোরিম। বলেছেন, 'ম্যাচের ফল ভালো। কিন্তু স্বস্তিদায়ক নয়। আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে। অনেক উন্নতির অবকাশ রয়েছে। লম্বা পথ চলতে হবে আমাদের। আমাদের ফোকাস শুধু ম্যাচের ফলাফলে নয়। বরং সেই ফল কীভাবে আসছে সেদিকেও নজর রয়েছে আমাদের। আমি ফলাফলের থেকেও দলের সামগ্রিক পারফরমেন্সে বিশ্বাসী।' অ্যামোরিমের ৩-৪-২-১ ফর্মেশনে ধীরে ধীরে ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, মার্কাস র‍্যাশফোর্ডরা মানিয়ে নিতে শুরু করেছেন। তিন ডিফেন্ডারে খেললে অ্যাডভান্সড পজিশনে থাকা দুই উইঙ্গারকে রক্ষণ ও আক্রমণভাগের মধ্যে যোগসূত্র হতে হয়। রবিবার ডানদিকে ২২ বছরের আমাদ ডিয়ালো এই ভূমিকায় অনবদ্য ছিলেন। ডিয়ালোর প্রশংসা করে অ্যামোরিম বলেছেন, 'অত্যন্ত প্রতিভাবান ফুটবলার। পকেটসাইজ ডায়নামো। রুড ভ্যান নিস্তেলরুইয়ের অধীনে তিনটি ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেছিল আমাদ। যা ওর উন্নতিতে সাহায্য করেছে। এখনও আমাদের সাহায্য করছে।'

অ্যামোরিমের হাতে পড়ে ডিয়ালোর মতো তরুণরা আরও রং ছড়াতে পারেন কি না, এখন সেটাই দেখার।

## স্পেন নয়, শুধুই মোহনবাগান ভাবনায়

# গোল্ডেন বয় ইয়ামালে আগ্রহী নন মোলিনা

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২ ডিসেম্বর :** মনঃসংযোগ বা একাত্মতা, কী বলে একে ব্যাখ্যা করা যায়? তবে বোঝা গেল, হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা এই রকমই। এখন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কোচ, তাই মনবীর সিংদের খবর রাখলেও ভুলেও ভাবেন না লামিনে ইয়ামালদের কথা।

একদিন আগেই ইতালীয় সংবাদপত্র তুত্তোস্পোর্টের বিচারে ২০২৪ মরশুমের গোল্ডেন বয় পুরস্কার পেয়েছেন স্পেনের অন্যতম সেরা উঠতি প্রতিভা। অথচ মোলিনা তখন ব্যস্ত নিজের দল এবং প্রতিপক্ষকে নিয়ে ছক কষতে। ইয়ামাল গোল্ডেন বয় পেয়েছেন। একই মরশুমে ব্যালন ডি'অর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কোপা ট্রফির পর এরকম একটা সম্মান। আপনার কেমন লাগছে? প্রশ্ন করতে একদা রিয়েল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের টেকনিকাল ডিরেক্টরের অবাক হয়ে পালটা প্রশ্ন, 'কে পেয়েছে বললেন? ইয়ামাল? গোল্ডেন বয়? আচ্ছা?' আপনি শোনেননি? ফের অবাক করলেন মোলিনা, 'সত্যিই জানি না। আমি তো এখন এখানে। স্পেনের কথা কিছু জানি না। আমার দল ছাড়া আর কিছুই জানি না ফুটবলের ব্যাপারে। আমার দরকার নেই তো এসব জানার। আমাকে মনবীর-লিস্টন কোলাসো-দিমিত্রিস পেত্রাতোসদের সম্পর্কে প্রশ্ন করুন, বলে দিতে পারব।' কিছু কী শিখলাম সারা বিশ্ব নিয়ে দুশ্চিন্তায় মাথার চুল ছেঁড়া আমরা, বাঙালিরা? কে জানে!

কিন্তু তিনি ছিলেন একটা দেশের ফুটবল ফেডারেশনের টেকনিকাল ডিরেক্টর। আর এমন একটা সময় যখন জাভি হার্নান্ডেজ, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা, জেরার্ড পিকেদের মতো একঝাঁক সেরা তারকা বিদায় নেওয়ায় স্প্যানিশ ফুটবল তখন বেশ বেকায়দায়। ২০১৮ এবং '২২ ফিফা বিশ্বকাপে যোগ্যতার্জন করলেও ফলাফলে হতাশ স্প্যানিশরা। সেখান থেকেই ২০২৪ সালে ইউরো কাপে চ্যাম্পিয়ন। ওই সময়ে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, জানতে চাইলে মোলিনার জবাব, 'অনেককিছু করতে হয়েছে আমাদের সেই সময়ে। যার সবটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় এখন। তবে এটুকু বলতে পারি, প্রথম যে কাজটা করেছিলাম সেটা হল প্রতিটি কোচ, সাপোর্ট স্টাফদের নিয়ে বসি। সেখান থেকেই সমস্যার মূল শিকড়টা বেরিয়ে আসে। আমি মূলত সব পর্যায়ের জাতীয় দলের কোচ এবং ক্লাবগুলির সিনিয়ার দলের কোচদের নিয়েই কাজ করতাম। কোথায় ভুল হচ্ছে, কীভাবে আরও ফুটবলার তুলে আনা যাবে। কোন ধরনের ফুটবলার আমাদের ফুটবল-দর্শনের সঙ্গে খাপ খাবে, সেটার সঙ্গে অ্যাকাডেমিগুলোকে কীভাবে মানিয়ে নেওয়াতে হবে, কোন ধরনের ফুটবলার লাগবে, সেই পরিকল্পনামাফিক ফুটবল খেলতে হলে- এসবই থাকত কাজের পরিধির মধ্যে। আসলে যে কোনও জিনিস ক্রমাগত ভাবতে ভাবতে এবং আলোচনা করতে থাকলে ভালো জায়গায় পৌঁছানোর সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বলতে পারেন, আমার কাজটা ছিল ওটাই।'

স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লুইস রুবিয়ালেস ও স্পেনের প্রাক্তন কোচ লুইস এনরিকের সঙ্গে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

ফিরে যাই আবার ইয়ামালের প্রসঙ্গে। তাঁকে কবে দেখেছিলেন জানতে চাইলে মোলিনা বলেছেন, 'লামিনে ২০২২ সালে অনূর্ধ্ব-১৫ জাতীয় দলে খেলছিল। কিন্তু খুব দ্রুত উন্নতি করে পেশাদার ফুটবলে চলে আসে। তার আগে ওর প্রতিভা কীভাবে প্রকাশ পেল, সেটা নিয়ে আমি খুব ভালো বলতে পারব না। তবে শিবিরে প্রথম দেখেই আমাদের সবার মনে হয়েছিল, এই ছেলেটিকে ঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলে স্প্যানিশ ফুটবলকে ও সাহায্য করতে পারবে।'

এখানেও বোধহয় মোলিনা আলাদা। অন্য যে কেউ হলে ইয়ামালকে এই প্রসঙ্গে অন্তত দেশের সম্পদ বলে চিহ্নিত করে দিতেন। তিনি সেই রাস্তাতেই হাঁটলেন না। বরং এই নতুন প্রজন্ম আসার পর স্প্যানিশ ফুটবলকে যে একটু ভাবনাচিন্তায় পরিবর্তন করতে হয়েছে, সেই কথা জানিয়ে বলেছেন, 'আমরা স্প্যানিশরা বল পজেশন নিয়ে পাসিং ফুটবল খেলতে পছন্দ করি। সেই ধরন অনুযায়ী খেলার যোগ্য প্রতিভাবান ফুটবলারও আছে আমাদের। কিন্তু আমরা যেটা সেসময় করেছি সেটা হল নিজেদের সহজাত স্টাইলের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় ছোটখাটো পরিবর্তন আনা খেলার ধরনের মধ্যে। ফুটবলের বিবর্তন তো এভাবেই হয়! আমি কোচদের সঙ্গে আলোচনায় বসে এসব কাজই সেই সময় করতাম।' বাগানে তাঁর চিন্তাধারায় ট্রফি আসবে কিনা সেটা সময়ই বলবে কিন্তু স্প্যানিশ ফুটবলে যে সদর্থক পরিবর্তন হয়েছে, সেটা দেখছে সারা বিশ্বই।

গিনির এনজেরেকোরে জুনটা নেতা মামাদি দৌমবৌয়াকে সংবর্ধনায় আয়োজিত ফুটবল ম্যাচে রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে গণ্ডগোল শুরু হয়। যা স্টেডিয়ামের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় থানা। অন্তত ১০০ জন মারা গিয়েছেন বলে অনুমান। হাসপাতালের মর্গ ভরে উঠেছে মৃতদেহে।

# শ্রাচীর সঙ্গে গাঁটছড়া ফেডারেশনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর :** অবশেষে শ্রাচী স্পোর্টসকে সরকারিভাবে আই লিগের স্বত্বাধিকারী ঘোষণা করল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। টেলিভিশন সম্প্রচার নিয়ে তাদের দিক থেকে সদর্থক উত্তরের পরই এদিনই তাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার কথা সরকারিভাবে জানানো হয়। আই লিগ ছাড়াও আই লিগ দ্বিতীয় ডিভিশন, সন্তোষ ট্রফি, মহিলাদের সিনিয়ার জাতীয় ফুটবল অর্থাৎ রাজমাতা জীজাবাঈ ট্রফিরও স্বত্ব দেওয়া হচ্ছে কলকাতার এই কোম্পানিকে। আই লিগ তাদের নিজস্ব অ্যাপ এসএসইএনে দেখানো ছাড়াও সনি স্পোর্টসে দেখানোর ব্যাপারে কথা দেওয়ার পরই এই স্বত্ব দেওয়া হল শ্রাচীকে। এদিকে, রবিবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে ম্যাচ চলার সময়ে আলো নিভে যাওয়া প্রসঙ্গে এদিন রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ জানাল, ওখানকার জেনারেটর খারাপ থাকায় আলো নিভেছে। বিদ্যুৎ পর্ষদের কোনও ত্রুটি এক্ষেত্রে ছিল না।

**শ্রদ্ধাঞ্জলি**

**স্বর্গীয় মধুসূদন চক্রবর্তী**

তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে চিরদিন
আমাদের সবার মাঝে, মণি কোঠায়
প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকীতে সশ্রদ্ধ স্মরণে-
স্বর্ণা চক্রবর্তী (স্ত্রী)
মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী (কন্যা)
মিতশ্রী তালুকদার (কন্যা)
আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গ

# তোমাকে মিস করব, ঈশানকে বার্তা হার্দিকের

**মুম্বই, ২ ডিসেম্বর :** মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পকেট ডায়নামো, আমরা তোমাকে মিস করব।

ঈশান কিষানের উদ্দেশে এমনই আবেগঘন বার্তা দিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। ২০২৫ সালের আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের জার্সিতে দেখা যাবে ঈশানকে। ইতি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে সাত বছরের লম্বা সম্পর্কে। ঈশানও যা নিয়ে মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজি, সমর্থকদের প্রতি বার্তা দিয়েছিলেন। এবার পালটা মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়কের থেকে।

এক ভিডিওবার্তায় হার্দিক বলেছেন, 'রিটেনশন তালিকায় ওকে রাখা যায়নি। তখনই বুঝতে পারছিলাম, নিলামে ঈশানকে ফেরানো কঠিন হবে। কারণ, আমরা জানি ও কী ধরনের খেলোয়াড়, কতটা দক্ষ। মুম্বইয়ের সাজঘরে প্রাণ ছিল। সবাইকে মাতিয়ে রাখত। আমরা ওকে মিস করব। ঈশান কিষান, তুমি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পকেট ডায়নামো ছিলে। আমরা সবাই তোমাকে ভালোবাসি।'

## বিরাটকে অধিনায়ক দেখছেন অশ্বীন

এদিকে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসেবে বিরাট কোহলিকে দেখছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। কয়েকদিন আগে এবি ডিভিলিয়ার্স যে সম্ভাবনা উসকে দিয়েছিলেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন এদিন বলেছেন, 'কোহলিই অধিনায়ক হচ্ছে। আমার তো সেই রকমই মনে হচ্ছে। কারণ, ওদের দলে বিরাট ছাড়া অধিনায়ক নেই। যদি না নতুন কাউকে দায়িত্ব দেয়।' নিলামে আরসিবি-র স্ট্র্যাটেজি, সাফল্যের কথাও অশ্বীনের গলায়। ভারতীয় দলের তারকা অফস্পিনার বলেছেন, 'দুর্দান্ত নিলাম আরসিবির। ওদের ভারসাম্যটা দুর্দান্ত। শুরুর দিকে মোটা অঙ্ক নিয়ে অনেকে ঝাঁপিয়েছে। আরসিবি সেখানে ধৈর্য ধরে সঠিক সময়ে ঠিকঠাক খেলোয়াড়দের তুলে নিয়েছে। এক-দুইজনের জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ করতেই পারত। কিন্তু একটা দলে ১২-১৪ জন গুরুত্বপূর্ণ। তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে ওদের নিলাম স্ট্র্যাটেজিতে।'

আরসিবি-র ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট মো বোবাট অবশ্য জানিয়েছেন, বিরাট দলের কেন্দ্রীয় চরিত্র। অধিনায়কত্ব নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সবদিক খতিয়ে দেখেই পদক্ষেপ করা হবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়িনী হলেন
মুম্বাই-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, মুম্বাই - এর একজন বাসিন্দা নিধি হর্ষিল শাহ - কে 05.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 71H 86801 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারির একটি মনমুগ্ধকর প্রকল্প আছে যার মাধ্যমে ব্যাপক পরিমাণে কোটিপতি তৈরি করে। ডিয়ার লটারির সম্পর্কে জানার এটাই সঠিক সময় যার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাগ্য পরীক্ষার মাধ্যমে কোটিপতিতে পরিণত হতে পারি। এমন একটি সুন্দর সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।